ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

যদ্বিদ্যুতো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপং যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্যাপাগাদ্বিদ্যুতো বিদ্যুত্ত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যং। ৪।

'যৎ বিদ্যুতঃ রোহিতং রূপং' 'তেজসঃ তৎ রূপং' 'যৎ শুক্লং তৎ অপাং' 'যৎ কৃষ্ণং তৎ অন্নস্য' 'অপাগাৎ' 'বিদ্যুতঃ বিদ্যুত্ত্বং বাচারম্ভণং বিকারঃ নামধেয়ং' 'ত্রীণি রূপাণি ইতি এব সত্যং'। ৪।

বিদ্যুতের যাহা লোহিত রূপ তাহা তেজের রূপ। বিদ্যুতের যাহা শুক্ল রূপ তাহা অপের রূপ। বিদ্যুতের যাহা কৃষ্ণ রূপ তাহা অন্নের রূপ। অতএব বাক্যাবলম্বন নামধেয় বিকারমাত্র যে বিদ্যুতের বিদ্যুত্ত্ব তাহা অপগত হইল। তিন রূপই সত্য রহিল। ৪।

এতদ্ধস্ম বৈ তদ্বিদ্বাংস আহুঃ পূর্ব্বে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া ন নোঽদ্যকশ্চনাশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতমুদাহরিষ্যতীতি হ্যেভ্যো বিদাঞ্চক্রুঃ। ৫।

'এতৎ' 'হ স্ম বৈ' কিল 'তৎ' একস্মিন্ সতি জ্ঞাতে সর্ব্বমিদং জ্ঞাতং ভবতীতি সূক্তং 'বিদ্বাংসঃ' বিদিতবন্তঃ 'পূর্ব্বে' অতিক্রান্তাঃ 'মহাশালাঃ মহাশ্রোত্রিয়াঃ' 'আহুঃ'। কিমুক্তবন্ত ইত্যাহ। 'ন' 'নঃ' অস্মাকং কুলে 'অদ্য' ইদানীং যথোক্তবিজ্ঞানবতাং 'কশ্চন' কশ্চিদপি 'অশ্রুতং' 'অমতং' 'অবিজ্ঞাতং' 'উদাহরিষ্যতি ইতি' নোদাহরিষ্যতি। কথং ইত্যাহ 'হি' 'এভ্যঃ' ত্রিভ্যোরোহিতাদিরূপেভ্যস্ত্রিবৃৎকৃতেভ্যো বিজ্ঞাতেভ্যঃ সর্ব্বমপ্যন্যচ্ছিষ্টমেবমেবেতি 'বিদাঞ্চক্রুঃ' বিজ্ঞাতবন্তঃ। ৫।

উপরোক্ত বিজ্ঞানবিৎ পূর্ব্বকালের মহা গৃহস্থ মহা শ্রোত্রিয় বিদ্বানেরা ইহা বলিতেন যে, এখন আমাদের কুলে কেহ আপনাকে অশ্রুত, অমত, অবিজ্ঞাত বলিয়া উদাহরণস্থলে আনিতে পারিবেন না। যেহেতু তাঁহারা ত্রিবৃৎ-বিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছিলেন। ৫।

যদুরোহিতমিবাভূদিতি তেজসস্তদ্রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ যদু শুক্লমিবাভূদিত্যপাং রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুর্যদু কৃষ্ণমিবাভূদিত্যন্নস্য রূপমিতি তদ্বিদাঞ্চক্রুঃ। ৬।

অথবৈভ্যোবিদাঞ্চক্রুরিত্যগ্ন্যাদিভ্যো দৃষ্টান্তেভ্যোবিজ্ঞাতেভ্যঃ সর্ব্বমন্যদ্বিদাঞ্চক্রুরিত্যেতৎ কথং 'যৎ উ' অন্যদ্রূপেণ সন্দিহ্যমানে কপোতাদিরূপে 'রোহিতং ইব' যদ্গৃহ্যমানং 'অভূৎ ইতি' তেষাং পূর্ব্বেষাং ব্রহ্মবিদাং 'তেজসঃ তৎরূপং ইতি' 'তৎ বিদাঞ্চক্রুঃ' তথা 'যৎ উ শুক্লং ইব অভূৎ ইতি' গৃহ্যমাণং 'তৎ অপাং রূপং ইতি' 'বিদাঞ্চক্রুঃ' 'যৎ উ কৃষ্ণং ইব অভূৎ ইতি' 'গৃহ্যমাণং' 'অন্নস্য রূপং ইতি তৎ বিদাঞ্চক্রুঃ। ৬।

যাহা লোহিত রূপ বলিয়া তাঁহাদের অনুভূত হইয়াছিল তাহা তেজের রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন, যাহা শুক্ল বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল তাহা অপের রূপ বলিয়া জানিয়াছিলেন, যাহা কৃষ্ণ বলিয়া তাঁহাদের অনুভূত হইয়াছিল তাহা অন্নের রূপ বলিয়া তাঁহারা জানিয়াছিলেন। ৬।

যদ্ববিজ্ঞাতমেবাভূদিত্যেতাষামেব দেবতানাং সমাস ইতি তদ্বিদাঞ্চক্রুর্যথা নু খলু সৌম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তন্মে বিজানীহীতি। ৭। ৪।

এবমেবাত্যন্তদুর্লক্ষ্যং 'যৎ উ' অপি 'অবিজ্ঞাতং এব অভূৎ ইতি' অগৃহ্যমাণমভূৎ 'এতাষাং' তিসৃণাং 'দেবতানাং' 'সমাসঃ ইতি' সমুদায়ঃ 'বিদাঞ্চক্রুঃ।' এবং তাবদ্বাহ্যং বস্ত্বগ্ন্যাদিবদ্বিজ্ঞাতং তথেদানীং 'যথা নু খলু সৌম্য' 'ইমাঃ' যথোক্তাঃ 'তিস্রঃ দেবতাঃ' 'পুরুষং' শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণং কার্য্যকারণসঙ্ঘাতং 'প্রাপ্য' পুরুষেণোপযুজ্যমানাঃ 'ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ একৈকা ভবতি' 'তৎ মে বিজানীহি ইতি' নিগদস্ত ইত্যুক্ত্বা আহ। ৭। ৪।

যাহা দুর্বোধ মনে করিয়াছিলেন, তাহা এই তিন দেবতার সংমিশ্রণ বলিয়া তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। এক্ষণে, হে সৌম্য! এই তিন দেবতা মনুষ্যে গিয়া এক এক জন যে প্রকারে ত্রিগুণান্বিত হন তাহা আমার নিকটে বিদিত হও। ৭। ৪।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি যোমধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ। ১।

'অন্নং' 'অশিতং' ভুক্তং 'ত্রেধা বিধীয়তে' জাঠরেণাগ্নিনা পচ্যমানং ত্রিধা বিভজ্যতে। ত্রেধা বিধীয়মানস্য 'তস্য' অন্নস্য 'যঃ' 'স্থবিষ্ঠঃ' স্থূলতমঃ 'ধাতুঃ' স্থূলতমং বস্তু বিভক্তস্য স্থূলোঽংশঃ 'তৎ' 'পুরীষং ভবতি' 'যঃ মধ্যমঃ' অংশোধাতুরন্নস্য তদ্রসাদিক্রমেণ পরিণম্য 'মাংসং' ভবতি 'যঃ অণিষ্ঠঃ' অণুতমোধাতুঃ স ঊর্দ্ধং হৃদয়ং প্রাপ্য সূক্ষ্মাসু হিতাখ্যাসু নাড়ীষনুপ্রবিশ্য বাগাদিকরণসঙ্ঘাতস্য স্থিতিমুৎপাদয়ন্ 'তৎ মনঃ ভবতি' মনোরূপেণ বিপরিণমন্ মনস উপচয়ং করোতি। ১।

ভুক্ত অন্ন তিন ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার যে স্থূল অংশ তাহা পুরীষ হয়, তাহার যে মধ্যম অংশ তাহা মাংস হয় এবং তাহার যে সূক্ষ্মাংশ তাহা মন হয়। ১।

আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তন্মূত্রং ভবতি যোমধ্যমস্তল্লোহিতং যোঽণিষ্ঠঃ সঃ প্রাণঃ। ২।

তথা 'আপঃ পীতাঃ ত্রেধা বিধীয়ন্তে' 'তাসাং যঃ স্থবিষ্ঠঃ ধাতুঃ তৎ মূত্রং ভবতি' 'যঃ মধ্যমঃ তৎ লোহিতং' ভবতি 'যঃ অণিষ্ঠঃ সঃ প্রাণঃ' ভবতি। ২।

পীত জল তিন ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার যে স্থূল অংশ তাহা মূত্র হয়, তাহার যে মধ্যম অংশ তাহা রক্ত হয়, তাহার যে সূক্ষ্মতম অংশ তাহা প্রাণ হয়। ২।

তেজোঽশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তদস্থি ভবতি যো মধ্যমঃ স মজ্জা যোঽণিষ্ঠঃ সা বাক্। ৩।

তথা 'তেজঃ অশিতং' তৈলঘৃতাদি ভক্ষিতং 'ত্রেধা বিধীয়তে' 'তস্য যঃ স্থবিষ্ঠঃ ধাতুঃ তৎ অস্থি ভবতি' 'যঃ মধ্যমঃ সঃ' 'মজ্জা' অস্থ্যন্তর্গতস্নেহঃ 'যঃ অণিষ্ঠঃ সা বাক্'। ৩।

ভুক্ত তৈল ঘৃতাদি তিন ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার যে স্থূল অংশ তাহা অস্থি হয়, তাহার যে মধ্যম অংশ তাহা মজ্জা হয়, তাহার যে সূক্ষ্মতম অংশ তাহা বাক্য হয়। ৩।

অন্নময়ং হি সৌম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি। ভূয়এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সৌম্যেতি হোবাচ। ৪। ৫।

যত এবং 'অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ' 'আপোময়ঃ প্রাণঃ' 'তেজোময়ী বাক্ ইতি।' এবং প্রত্যায়িতঃ শ্বেতকেতুরাহ 'ভূয়ঃ এব' পুনরেব 'মা' মাং 'ভগবান্' অন্নময়ং হি মন ইত্যাদি 'বিজ্ঞাপয়তু ইতি' দৃষ্টান্তেনাবগময়তু নাদ্যাপি মমাস্মিন্নর্থে সম্যঙ্নিশ্চয়োজাতঃ। তমে-

যমুক্তবন্তং 'তথা' অস্তু হে 'সৌম্য ইতি হ উবাচ' পিতা শৃণু এব যত্র দৃষ্টান্তং যথৈতদুপপন্নতে যৎ পৃচ্ছসি। ৪। ৫।

অতএব হে সৌম্য, অন্নময় হইল মন, আপোময় প্রাণ, তেজোময়ী বাক্। ইহা শুনিয়া শ্বেতকেতু বলিলেন, মহাশয় পুনরায় দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাকে বুঝাইয়া দেন। আরুণি বলিলেন, তথাস্তু, হে সৌম্য। ৪। ৫।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

দধ্নঃ সৌম্য মথ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি তৎ সর্পির্ভবতি। ১।

'দধ্নঃ সৌম্য মথ্যমানস্য' 'যঃ অণিমা' অণুভাগঃ 'সঃ ঊর্দ্ধঃ' 'সমুদীষতি' সম্ভূয়োর্দ্ধং নবনীতভাবেন গচ্ছতি 'তৎ সর্পিঃ ভবতি'। ১।

হে সৌম্য, মথ্যমান দধির যে সূক্ষ্মভাগ তাহা ঊর্দ্ধে উত্থান করে, তাহা ঘৃত হয়। ১।

এবমেব খলু সৌম্যান্নস্যাশ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি তন্মনো ভবতি। ২।

যথাঽয়ং দৃষ্টান্তঃ 'এবং এব খলু সৌম্য' 'অন্নস্য' ভুজ্যমানস্যোদর্য্যেণাগ্নিনা বায়ুসহিতেন খজেনেব মথ্যমানস্য 'যঃ অণিমা সঃ ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি' 'তৎ মনঃ ভবতি'। ২।

হে সৌম্য, এইরূপ উদরস্থ পচ্যমান অন্নের যে সূক্ষ্মভাগ তাহা ঊর্দ্ধে উত্থান করে, তাহা মন। ২।

অপাং সৌম্য পীয়মানানাং যোঽণিমা স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি সঃ প্রাণো ভবতি। ৩।

তথা 'অপাং সৌম্য পীয়মানানাং যঃ অণিমা সঃ ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি সঃ প্রাণঃ ভবতি'। ৩।

সেইরূপ, হে সৌম্য, পীয়মান জলের যে সূক্ষ্মাংশ তাহা ঊর্দ্ধে উত্থান করে, তাহা প্রাণ। ৩।

তেজসঃ সৌম্যাশ্যমানস্য যোঽণিমা স ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি সা বাগ্ভবতি। ৪।

এবং খলু 'তেজসঃ সৌম্য অশ্যমানস্য যঃ অণিমা সঃ ঊর্দ্ধঃ সমুদীষতি সা বাক্ ভবতি'। ৪।

সেইরূপ, হে সৌম্য, ভুক্ত তৈল ঘৃতাদির যে সূক্ষ্মাংশ তাহা ঊর্দ্ধে উত্থান করে, তাহা বাক্য। ৪।

অন্নময়ং হি সৌম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি ভূয়এব ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সৌম্যেতি হোবাচ। ৫। ৬।

'অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ' 'আপোময়ঃ প্রাণঃ' 'তেজোময়ী বাক্ ইতি'। মনস্ত্বন্নময়মিত্যত্র নৈকান্তেন মম নিশ্চয়ো জাতঃ 'ভূয়ঃ এব ভগবান্' মনসোঽন্নময়ত্বং দৃষ্টান্তেন 'বিজ্ঞাপয়তু ইতি' 'তথা সৌম্য ইতি হ উবাচ' পিতা। ৫। ৬।

অতএব হে সৌম্য, অন্নময় মন, আপোময় প্রাণ তেজোময়ী বাক্। ইহা শুনিয়া শ্বেতকেতু বলিলেন, মহাশয় পুনরায় (মন সম্বন্ধে) দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাকে বুঝাইয়া দেন। আরুণি বলিলেন, তথাস্তু, হে সৌম্য। ৫। ৬।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ষোড়শকলঃ সৌম্য পুরুষঃ পঞ্চদশাহানি মাশীঃ কামমপঃ পিবাপোময়ঃ প্রাণো ন পিবতোবিচ্ছেৎস্যত ইতি। ১।

হে 'সৌম্য' 'ষোড়শকলঃ পুরুষঃ' অন্নস্য ভুক্তস্য যোঽনিষ্ঠো ধাতুঃ স মনসি শক্তিমধাৎ সাঽন্নোপচিতা মনসঃ শক্তিঃ ষোড়শধা প্রবিভজ্য পুরুষস্য কলাত্বে নির্দ্দিদীক্ষিতা। তয়া মনস্যন্নোপচিতয়া শক্ত্যা ষোড়শধা প্রবিভক্তয়া সংযুক্তস্তদ্বান্ কার্য্যকারণসঙ্ঘাতলক্ষণো জীববিশিষ্টঃ ষোড়শকল উচ্যতে। ষোড়শকলা যস্য পুরুষস্য সোঽয়ং ষোড়শকলঃ পুরুষঃ। এতচ্চেৎ প্রত্যক্ষীকর্ত্তুমিচ্ছসি 'পঞ্চদশ' সংখ্যাকানি 'অহানি' 'মা আশীঃ' অশনং মাকার্ষীঃ 'কামং' ইচ্ছতঃ 'অপঃ পিব' যস্মাৎ 'আপোময় প্রাণঃ' 'ন পিবতঃ' 'বিচ্ছেৎস্যক্ত ইতি' ন বিচ্ছেদমাপৎস্যতে। ১।

হে সৌম্য, পুরুষ ষোড়শকলাবিশিষ্ট। তুমি পঞ্চদশ দিন অন্ন ভোজন করিও না, ইচ্ছানুসারে জলপান করিবে। পান হেতু

তোমার আপোময় প্রাণ বিনষ্ট হইবে না।১।

স হ পঞ্চদশাহানি নাশাথ হৈনমুপসসাদ কিং ব্রবীমি ভো ইত্যৃচঃ সৌম্য যজুংষি সামানীতি সহোবাচ ন বৈ মা প্রতিভান্তি ভো ইতি। ২।

'সঃ হ' এবং শ্রুত্বা 'পঞ্চদশ অহানি' 'ন আশ অশনং ন কৃতবান্ 'অথ' অনন্তরং ষোড়শেঽহনি 'হ এনং' পিতরং 'উপসসাদ' উপগতবানুপগম্য চোবাচ 'কিং ব্রবীমি ভো ইতি' ইতর আহ 'ঋচঃ সৌম্য যজুংষি সামানি ইতি' অধীষ্ব এবমুক্তঃ পিত্রা 'সঃ হ উবাচ' 'ন বৈ মা' মামৃগাদীনি 'প্রতিভান্তি' মম মনসি ন দৃশ্যন্ত ইত্যর্থঃ 'ভো' ভগবন্ 'ইতি'। ২।

শ্বেতকেতু পঞ্চদশ দিন ভোজন করিলেন না। অনন্তর পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহাশয়, কি বলিব? আরুণি বলিলেন, হে সৌম্য, ঋক, যজু, সাম বল। শ্বেতকেতু বলিলেন যে, মহাশয়, আমার মনে কিছুই প্রতিভাত হইতেছে না। ২।

তং হোবাচ যথা সৌম্য মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকোঽঙ্গারঃ খদ্যোতমাত্রঃ পরিশিষ্টঃ স্যাত্তেন ততোঽপি ন বহু দহেদেবং সৌম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টা স্যাত্তয়ৈতর্হি বেদান্নানুভবস্যশান। ৩।

তত্র কারণং যেন তে তান্যৃগাদীনি ন প্রতিভান্তি 'তং হ উবাচ' 'যথা' লোকে হে সৌম্য 'মহতঃ' মহৎপরিমাণস্য 'অভ্যাহিতস্য' উপচিতস্যেন্ধনৈরগ্নেঃ 'একঃ অঙ্গারঃ' 'খদ্যোতমাত্রঃ' খদ্যোতপরিমাণঃ শান্তস্য 'পরিশিষ্টঃ' অবশিষ্টঃ 'স্যাৎ' 'তেন' অঙ্গারেণ 'ততঃ অপি' তৎপরিমাণাদীষদপি 'ন বহু দহেৎ' 'এবং' খলু 'সৌম্য' 'তে' তব অন্নোপচিতানাং 'ষোড়শানাং কলানাং একা কলা' অবয়বঃ 'অতিশিষ্টা' অবশিষ্টা 'স্যাৎ' 'তয়া' 'এতর্হি' ইদানীং 'বেদান্ ন অনুভবসি' ন প্রতিপদ্যসে 'অশান' ভুঙ্ক্ষ। ৩।

তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিলেন, হে সৌম্য, যেমন এক বোঝা কাষ্ঠের অগ্নির অবশিষ্ট এক খদ্যোতপরিমাণ অঙ্গার তৎপরিমাণ হইতে কিছুমাত্র অধিক দ্রব্য দগ্ধ করিতে পারে না, সেইরূপ হে সৌম্য, তোমার ষোড়শ কলার এক কলা মাত্র অবশিষ্ট আছে, ইদানীং তাহার দ্বারা বেদ সকল অনুভব করিতে পারিতেছ না। এখন ভোজন কর। ৩।

অথ মে বিজ্ঞাস্যসীতি স হাশাথ হৈনমুপসসাদ তং হ যৎ কিঞ্চ পপ্রচ্ছ সর্ব্বং হ প্রতিপেদে তং হোবাচ। ৪।

'অথ' অনন্তরং 'মে' মম বাচমথাশেষং 'বিজ্ঞাস্যসি ইতি'। 'সঃ হ' তথৈব 'আশ' ভুক্তবান্ 'হ এনং' পিতরং শুশ্রূষুঃ 'উপসসাদ' উপাগতং 'তং' পুত্রং 'যৎ-কিঞ্চ পপ্রচ্ছ' গ্রন্থজাতং অর্থরূপং বা পিতা স শ্বেতকেতুঃ 'সর্ব্বং হ' এতৎ প্রতিপেদে 'তং হ উবাচ' পুনঃ পিতা।

অতঃপর আমার কথা সব স্মরণ হইবে। ইহা শুনিয়া তিনি ভোজন করিলেন এবং পিতার নিকটে উপস্থিত হইলেন। এখন পিতা যাহা কিছু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা সকলই তিনি বলিতে পারিলেন। পুনরায় পিতা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।৪।

যথা সৌম্য মহতোঽভ্যাহিতস্যৈকমঙ্গারং খদ্যোতমাত্রং পরিশিষ্টং তং তৃণৈরুপসমাধায় প্রাজ্বলয়েৎ। তেন ততোঽপি বহু দহেৎ। ৫।

'যথা সৌম্য মহতঃ অভ্যাহিতস্য একং অঙ্গারং খদ্যোতমাত্রং পরিশিষ্টং' 'তং' তৎ 'তৃণৈঃ' চূর্ণৈঃ 'উপসমাধায়' 'প্রাজ্জ্বলয়েৎ' বর্দ্ধয়েৎ। 'তেন' ইদ্ধেনাঙ্গারেণ 'ততঃ অপি' পূর্ব্বপরিমাণাৎ 'বহু দহেৎ'। ৫।

হে সৌম্য, যেমন অগ্নিরাশির খদ্যোত মাত্র অবশিষ্ট একটি অঙ্গার তৃণের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করে এবং তাহার দ্বারা তাহা হইতে অধিক দ্রব্য দগ্ধ করে। ৫।

এবং সৌম্য তে ষোড়শানাং কলানামেকা কলাতিশিষ্টাভূৎ সাঽন্নেনোপসমাহিতা প্রজ্বালীত্তয়ৈতর্হি বেদাননুভবস্যন্নময়ং হি সৌম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি তদ্ধাস্য বিজজ্ঞাবিতি বিজজ্ঞাবিতি। ৬। ৭।

'এবং সৌম্য তে' 'ষোড়শানাং কলানাং' অন্নকলানাং সামর্থ্যরূপাণাং 'একা কলা অতিশিষ্টা অভূৎ' অতিশিষ্টাসীৎ সা তব 'অন্নেন' ভুক্তেন 'উপসমাহিতা' বর্দ্ধিতোপচিতা 'প্রাজ্জ্বালীৎ' দৈর্ঘ্যং ছান্দসং। প্রজ্জ্বলিতা বর্দ্ধিতেত্যর্থঃ। 'তয়া' বর্দ্ধিতয়া 'এতর্হি' ইদানীং 'বেদান্' 'অনুভবসি' উপলভসে। এবং ব্যাবৃত্ত্যনুবৃত্তিভ্যামন্নময়ত্বং মনসঃ সিদ্ধমিত্যুপসংহরতি 'অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ আপোময়ঃ প্রাণঃ তেজোময়ী বাক্ ইতি' 'তৎ হ' 'অস্য' 'পিতুরুক্তং বিজজ্ঞৌ ইতি বিজ্ঞাজ্ঞৌ ইতি' বিজ্ঞাতবান্ শ্বেতকেতুঃ। দ্বিরভ্যাসাস্ত্রবৃৎকরণপ্রকরণপরিসমাপ্ত্যর্থঃ। ৬।৭

সেইরূপ, হে সৌম্য, তোমার ষোড়শ কলার এক কলা অবশিষ্ট ছিল। তাহা অন্নের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ও সঞ্জীবিত হইয়াছে, সেই হেতু এখন সমস্ত বেদ অনুভব করিতে পারিয়াছ। অতএব হে সৌম্য, মন অন্নময়, প্রাণ আপোময়, বাক্ তেজোময়ী। শ্বেতকেতু পিতার উপদেশ এখন বুঝিতে পারিলেন, এখন বুঝিতে পারিলেন। ৬।৭।

সার সত্যের আলোচনা।

বুদ্ধির নিজাধিকারে মন এবং প্রাণের আভিসরণ-চিহ্ন।

প্রথমে দেখা যা'ক্—বুদ্ধির নিজাধিকারে মন কি-বেশে বিচরণ করে এবং কি-ভাবে কার্য্য করে।

বলিয়াছি যে, বুদ্ধির মুখ্য অবয়ব তিনটি—বিচার, বিবেচনা এবং যুক্তি; আর, সেই সঙ্গে বলিয়াছি যে, বিচার বুদ্ধির শক্তি-প্রধান অবয়ব; বিবেচনা বুদ্ধির জ্ঞান-প্রধান অবয়ব। এখানে বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য এই যে, লোকের প্রথম উদ্যমের বিচার-কার্য্য প্রায়শই উপস্থিতমতে চট্‌পট্ সারিয়া ফ্যালা হইয়া থাকে—সে কার্য্যে বিবেচনাকে বড়-একটা কর্ত্তৃত্ব খাটাইতে অবকাশ দেওয়া হয় না। পাছে বিবেচনা মনের চির-পোষিত সংস্কারের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে, এই ভয়ে গতানুগতিক লোকেরা বড়-একটা বিবেচনাকে ঘাঁটাইতে চাহে না। এক ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র আমি বলিলাম, "এ ব্যক্তি গণ্ডমূর্খ;" দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র বলিলাম, "এ ব্যক্তি মহাপণ্ডিত;" তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র বলিলাম, "এ ব্যক্তি মস্ত ধনী"। হয় তো আমার সমস্ত কথাই আগা-গোড়া ভুল। প্রথম ব্যক্তি অনেকানেক শাস্ত্রালোচনার বাগ্‌ঝঞ্ঝার মাঝখানে মুখে ছিপি আঁটিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে—ইহা দেখিয়া আমার মনে হইল, "এ ব্যক্তি গণ্ডমূর্খ;" কিন্তু তাঁহাকে যে ব্যক্তি চেনে, সে মনে জানে যে, ইনি একজন মহাপণ্ডিত। দ্বিতীয় ব্যক্তি ভূরিভূরি অজীর্ণ পুঁথির বচন উদ্গীরণ করিয়া সভার মাঝখানে ব্যাপকতা করিতেছে—ইহা দেখিয়া আমার মনে হইল "এ ব্যক্তি মহাপণ্ডিত"; কিন্তু সত্য এই যে, তিনি তাঁহার নিজের মুখ-বিনিঃসৃত শাস্ত্র-বচনের অর্থ নিজেই বোঝেন না—অথবা সোজা অর্থ বাঁকা বোঝেন। তৃতীয় ব্যক্তির জম্‌কালো পোষাক্ দেখিয়া আমার মনে হইল, "এ ব্যক্তি মস্ত ধনী;" কিন্তু বাস্তবিক এই যে, সে ব্যক্তি তাহার একজন ধনাঢ্য বন্ধুর নিকট হইতে ধার-করিয়া-আনা পোষাক্ পরিয়া নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে আসিয়াছে। যাহাই হো'ক—ভুলই হো'ক্ আর সত্যই হো'ক্—বুদ্ধির বিচার-ক্রিয়া উপস্থিতমতে অষ্টপ্রহরই চলিতে থাকে—তাহা একমুহূর্ত্তও বারণ মানে না; এমন কি—খুনী ব্যক্তিও মহোচ্চ বিচার-পতির সূক্ষ্ম বিচারের উপরে আপনার মনের অনুরূপ নির্দ্দয় বিচারের ছুরি না চালাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। লোকের প্রথম উদ্যমের বিচার-কার্য্য প্রায়শই পুরাতন সংস্কারের প্রবল স্রোতের টানে ভাসিয়া চলে। সেরূপ সরাসরি-রকমের

বিচার-কার্য্য জ্ঞান-মূলক তত নহে—যত শক্তি-মূলক; আর সে-যে শক্তি, তাহা একপ্রকার গায়ের জোর; তাহাতে যুক্তির তো কথাই নাই—বিবেচনারও স্পষ্ট কোনো চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। বলিলাম—"গায়ের জোর;" তাহার ভাবার্থ আর কিছু না—পুরাতন সংস্কারের বল। পুরাতন-সংস্কার-জনিত বাসনা এবং রাগ-দ্বেষ মনের ধর্ম্ম; আর সেই সকল জঞ্জালের মধ্য হইতে সত্যকে টানিয়া বাহির করা বুদ্ধির ধর্ম্ম; এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি কথা আছে;—পুরাতন সংস্কার নিতান্ত ফেলিয়া দিবার সামগ্রী নহে; বুদ্ধির কার্য্যই হ'চ্চে পুরাতন সংস্কারের গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লওয়া। মনোরাজ্যের এক-ধাপ-নীচের প্রাণরাজ্যে ইহার একটি উপমা দেখিতে পাওয়া যায় এইরূপ:—

রসায়ন-বিদ্যা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১)ভৌতিক রসায়ন (inorganic chemistry), এবং (২) শারীরিক রসায়ন (organic chemistry)। বিরাটপুরীতে ভীম যেমন পাচক-বেশে দ্যাখা দিয়াছিলেন, শরীরপুরীতে ভৌতিক রসায়ন তেমনি শারীরিক-রসায়ন-বেশে আবির্ভূত হয়। অন্ন-জলাদির ভৌতিক শক্তি প্রাণের সংস্পর্শে প্রাণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠে। কিন্তু তথাপি সময়ে-সময়ে নূতন-পিনদ্ধ প্রাণের আবরণের মধ্য হইতে ভৌতিক শক্তি আপনার পূর্ব্বতন অপ্রাণিকতা'র পরিচয় প্রদান করিতে ছাড়ে না; অজীর্ণ অন্ন প্রাণের শাসন না মানিয়া সময়ে-সময়ে পাকস্থলীতে বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে ছাড়ে না। তাহা হো'ক্—তাহাতে বিশেষ কিছুই আইসে যায় না;—অন্ন-জলের সারাংশ প্রাণের সহিত মিশিয়া প্রাণ হইয়া যায়, ইহা সকলেরই জানা কথা। তেমনি, মন যখন বুদ্ধির ক্রোড়ে উত্থান করে, তখন, শরীর যেমন অন্নের ভৌতিক শক্তিকে আপনার প্রাণের সহিত মিশাইয়া আপনার করিয়া লয়, বুদ্ধি তেমনি আপনার ক্রোড়াশ্রিত মনকে আপনার জ্ঞানের সহিত মিশাইয়া আপনার করিয়া লয়। পুনশ্চ, পাকস্থলী যে পরিমাণে অভ্যাগত অন্নকে আপনার করিয়া লয়, সেই পরিমাণে যেমন শরীরে বলাধান হয়; তেমনি, বুদ্ধি যে পরিমাণে মনকে আপনার করিয়া লয়, সেই পরিমাণে তাহার বিচার-কার্য্যে বল পোঁছে। প্রাণ যেমন ভুক্ত অন্নকে জঠরানলে গলাইয়া তাহাকে আত্মসাৎ করে, বুদ্ধি তেমনি মনের সমস্ত পূর্ব্বতন প্রাতিভাসিক সংস্কারকে জ্ঞানানলে গলাইয়া আত্মসাৎ করে; আর তাহাই উপস্থিত বুদ্ধির স্বাভাবিক-বিচারশক্তি-রূপে পরিণত হয়। স্বাভাবিকী বিচার-শক্তি কিয়ৎকাল ধরিয়া হামাগুড়ি দিতে-দিতে ক্রমে যখন দাঁড়াইতে শেখে, তখন বিবেচনা তাহাকে পথ প্রদর্শন করে এবং বিবেচনার দেখাইয়া-দেওয়া পথে যুক্তি তাহাকে হাত ধরিয়া পায়চারি করাইয়া লইয়া বেড়ায়।

বুদ্ধির প্রথমাবস্থার বিচার-কার্য্যের সহিত যখন, অবসর বুঝিয়া অল্পে-অল্পে পা বাড়াইয়া, বিবেচনা আসিয়া জোটে, তখন বিচার-কার্য্যের মধ্য হইতে "আমি বিচার করিতেছি," এইরূপ একটা কর্ত্তৃত্ব-বোধ ফুটিয়া বাহির হয়;—সাংখ্য-দর্শন এইপ্রকার কর্ত্তৃত্ব-বোধের নাম দিয়াছেন অহঙ্কার। কর্ত্তৃত্ব-বোধ জন্মে কখন্? না, যখন বিবেচনা আসিয়া বিচার্য্য-বিষয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নির্ব্বাচন করে—"ইহার নাম কর্ত্তা, ইহার নাম কর্ম্ম, ইহার নাম ক্রিয়া," এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নির্ব্বা-

চন করে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে—বিবেচনার আগমনের পূর্ব্বে—বিচার-কার্য্য, কতক বা স্বাভাবিক সংস্কারের টানে, কতক বা শিক্ষিত সংস্কারের টানে, উৎস-উৎসারণের ন্যায় সহজভাবে চলিয়া যাইতে থাকে। মনুষ্যের একপ্রকার স্বাভাবিক বিচার-শক্তি আছে—ইংরাজিতে যাহাকে বলে লৌকিক জ্ঞান common sense। বিবেচনা এবং যুক্তি আসিয়া সেই লৌকিক জ্ঞানের ভূমির উপরে মার্জ্জিত জ্ঞানের বা বিজ্ঞানের মূল পত্তন করে। বুদ্ধির নিজাধিকারের সীমার অভ্যন্তরে যদি মানসিক সংস্কারের, এক কথায়—মনের, নূতন মূর্ত্তি দেখিতে চাও, তবে লৌকিক জ্ঞানের স্বাভাবিক বিচারশক্তিই সেই বুদ্ধি-ঘ্যাঁসা মন বা মন-ঘ্যাঁসা বুদ্ধি, যাহার তুমি দর্শনাকাঙ্ক্ষী।

এতক্ষণ ধরিয়া যাহা বলিলাম, তাহাতে এটা বেশ্ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বুদ্ধি মনকে আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া আপনার করিয়া লয়। সেনা যেমন সেনাপতির বল বা শক্তি বা তেজ, এবং সেনাপতি যেমন সেনার চক্ষু বা মস্তক বা নিয়ামক; মন তেমনি বুদ্ধির শক্তি, এবং বুদ্ধি তেমনি মনের চক্ষু। বুদ্ধি শুধু যে কেবল মনকেই নিজাধিকারে টানিয়া তুলিয়া আপনার করিয়া লয়, তাহা নহে, প্রাণকেও আপনার করিয়া লয়। আমরা অনেক সময়ে বলি যে, "অমুককে আমি প্রাণতুল্য ভালবাসি;" কিন্তু একটি-বারও কাহারো মুখ দিয়া এরূপ কথা বাহির হয় না যে, "আমি অমুককে মনতুল্য ভালবাসি"। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, মন যদিও মধ্যম এবং প্রাণ যদিও কনিষ্ঠ, তথাপি স্নেহ যেহেতু নিম্নগামী, এইজন্য বুদ্ধির ভালবাসা মেজোকে ডিঙাইয়া ছোটো'র প্রতি দৌড়ায়, মনকে ডিঙাইয়া প্রাণের প্রতি দৌড়ায়। প্রাণ অপেক্ষা মন বয়সে বুদ্ধির নিকটবর্ত্তী, ইহা খুবই সত্য; কিন্তু তথাপি বুদ্ধি আপনার জ্ঞানের চরম পরিপক্কতার আদর্শ প্রাণেতে যেমন মূর্ত্তিমান্ দেখিতে পায়, মনেতে তেমন নহে। মনেতে তাহা দেখিতে না পাইবারই কথা; ধান্য-বৃক্ষের শীর্ষস্থিত ধান্য মৃত্তিকা-প্রোথিত বীজেই আপনার সাদৃশ্য দেখিতে পায়, মাঝের বৃন্ত এবং পত্রাদিতে তাহা দেখিতে পায় না। উন্নত বিজ্ঞান যেমন মূল-স্থানীয় বেদোপনিষৎ-শাস্ত্রে চরম জ্ঞানের কথা খুঁজিয়া পায়—মধ্যমস্থানীয় পুরাণাদিতে তেমন নহে। ফল কথা এই যে, মনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র বিক্ষেপের ভাব প্রথমেই দর্শকের চক্ষে পড়ে; এ ভাবটি অপেক্ষাকৃত অপ্রীতিকর। পক্ষান্তরে প্রাণের সঙ্গে একপ্রকার নিরাকুল প্রশান্তির ভাব সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে—সে ভাবটি জ্ঞানের আদর্শ স্থানীয়। জীবের অন্তর-মহলে সুষুপ্তি এবং বাহির মহলে তরুতলাদি উদ্ভিদ-পদার্থ প্রাণের মুখ্য বসতিস্থান। কচি বালক যখন নিদ্রা যায়, তখন তাহার সর্ব্বশরীরে, বিশেষত মুখমণ্ডলে, নিরুদ্বেগ প্রশান্তির ভাব কেমন মনোহর-মূর্ত্তি ধারণ করে। বৃক্ষ-লতাদিতে সর্ব্বসহ অটল স্থৈর্য্যের ভাব কেমন দেদীপ্যমান। কালিদাস বলিয়াছেনঃ—

> "অনুভবতি হি মূর্দ্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং
> শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্॥"
> মস্তকে পাদপ সহে রৌদ্র অনিবার
> ছায়াদানে হরে তাপ আশ্রিত সবা'র॥

প্রাণের এই যে নিরাকুল প্রশান্তি এবং অটল স্থৈর্য্য, ইহা স্থির-বুদ্ধির প্রধানতম আদর্শ। দ্বিপ্রহর রজনীর ঝিল্লীরব-নিনাদিত নিস্তব্ধতার সহিত নিবিড় অশ্বত্থ-বট-বৃক্ষের নিস্তব্ধতার সুর মেলে কেমন চমৎকার! দ্বিপ্রহর-রজনীতে যেমন নিদ্রিত জগতের প্রাণ নিস্তব্ধ ভাবে স্পন্দিত হয়, আরণ্যক ওষধি-বন-

স্পতির মধ্যে সেইরূপ নিস্তব্ধ-ভাবে প্রাণ-ক্রিয়া চলিতে থাকে।

বলিতেছি বটে যে, নিদ্রিত বালকের এবং বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ্-পদার্থের দেহাশ্রিত প্রাণ-ক্রিয়ার নিরাকুল প্রশান্ত-ভাব, স্থির-বুদ্ধির আদর্শস্থল; কিন্তু তাহা কিরূপ আদর্শস্থল? শিশুর অমায়িক সরলতা যেমন প্রবীণ জ্ঞানীদিগের আদর্শস্থল, উহা সেইরূপ ঐকাংশিক আদর্শস্থল; তা বই সার্ব্বাংশিক আদর্শস্থল নহে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, জল-বায়ু-মৃত্তিকার নির্যাসই বৃক্ষলতাদির প্রাণ; মাতার স্তন্যদুগ্ধই কচি বালকের প্রাণ; দোঁহার প্রাণের সম্বল দোঁহার হাতের কাছেই অষ্টপ্রহর বাঁধা রহিয়াছে; এরূপ অবস্থায়, জীব প্রশান্ত এবং নিরাকুল হইবে না তো কি?—তাহা তো হইবারই কথা। কিন্তু একটা আরণ্যক সিংহের ক্ষুধার উদ্রেক হইলে তাহাকে কত করিয়া দিগ্‌বিদিক্ অন্বেষণ করিতে হয়, কত ফন্দি করিয়া শিকার সংগ্রহ করিতে হয়? এরূপ প্রাত্যহিক কাজের ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও সিংহ যে আপনার রাজকীয় স্থৈর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ—ইহাই আশ্চর্য্য! প্রাণের স্থৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য মনের নিজাধিকারে প্রবেশ করিলে তাহা যেরূপ মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহাই আমরা সিংহেতে দেখিতে পাই; কিন্তু সেই প্রাণের স্থৈর্য্য যখন আরো এক-ধাপ উপরে উত্থান করে; মনের ধাপ ছাড়াইয়া বুদ্ধির নিজাধিকারে উত্থান করে; প্রাণের স্থৈর্য্য যখন বুদ্ধির স্থৈর্য্যরূপে পরিণত হয়; তখন তাহা অপর কোনো জীবেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—কেবল বিশেষ বিশেষ প্রভাবশালী মনুষ্যেতেই আদর্শীভূত দেখিতে পাওয়া যায়। ভীষণ যুদ্ধের প্রারম্ভ-কালে যখন বিপক্ষদলের সৈন্য-সামন্ত চতুর্দ্দিক্ দিয়া ঝাঁকিয়া পড়িয়া প্রথম নেপোলিয়নের সেনা-মণ্ডলীকে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত; প্রথম নেপোলিয়ন তখন রণ-ক্ষেত্রে বসিয়া পারিস্‌নগরের বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী কিরূপ হইলে ভাল হয়, তাহার একটা সমীচীন ব্যবস্থা প্রণালী লিপি-বদ্ধ করিতেছেন; লিপিবদ্ধ করিয়াই তাহা দূত-যোগে পারিস্-নগরের কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকটে প্রেরণ করিলেন। পারিস্-নগরে বিদ্রোহের ভস্মাচ্ছাদিত অনল কখন কোন্ দিক্ দিয়া ফুঁড়িয়া বাহির হয়, তাহার ঠিকানা নাই; রণস্থলের কোন্ দিক্ দিয়া প্রলয়াগ্নির বজ্র বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তাহার ঠিকানা নাই—এরূপ অবস্থায় চারিদিকের মহাভীষণ ব্যাপারের মধ্যে মুহূর্ত্তেকের জন্য বুদ্ধিকে স্থির রাখাই কঠিন; কিন্তু সেই পৃথিবীর ওলট্-পালটের সময় নেপোলিয়ন শুধু যে বুদ্ধিকে স্থির রাখিতেছেন, তাহা নহে—বুদ্ধিকে সম্যক্ বিচক্ষণতার সহিত কার্য্যে খাটাইতেছেন; একটা বুদ্ধিকে দিয়া দশটা বুদ্ধির কাজ করাইয়া লইতেছেন। জ্ঞানবান্ মনুষ্যের এইরূপ যে অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য, ইহার গোড়া'র কথা—স্বাভাবিক সংস্কারও নহে—অভ্যস্ত সংস্কারও নহে—ইহার গোড়া'র কথা বুদ্ধির স্থৈর্য্য।

প্রাণ উদ্ভিদ-পদার্থের ন্যায় স্থির-ভাবে স্পন্দিত হয়, মন পশুপক্ষীদিগের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করিয়া ছুটিয়া বেড়ায়। দুয়েরই গাত্রে দুইপ্রকার গুণ এবং দুইপ্রকার দোষ জড়ানো রহিয়াছে। দুয়ের দুই গুণও পরস্পরের বিপরীত; দুয়ের দুই দোষও পরস্পরের বিপরীত। বৃক্ষলতাদির গুণ স্থৈর্য্য, দোষ অল্পদেশব্যাপিতা এবং জড়তা; পশুপক্ষীদিগের গুণ সচেতনতা এবং বহু-দেশব্যাপিতা; দোষ বিক্ষেপ এবং চঞ্চলতা। মনের বিক্ষেপ এবং প্রাণের স্থৈর্য্য, দুইকেই বুদ্ধি নিজাধিকারে টানিয়া তুলিয়া আপনার

করিয়া লয়; ইহাতে ফল হয় এই যে, দুয়ের দুইপ্রকার দোষ পরস্পরের সংঘর্ষে মার্জ্জিত হইয়া যায়; এবং দুয়ের দুইপ্রকার গুণ পরস্পরের সংসর্গগুণে দ্বৈগুণ্য লাভ করে। একজন স্থির-বুদ্ধি রাজাকে দেখ—দেখিবে যে, তিনি বহুধা-বিচিত্র রাজকার্য্যের মধ্যে আপনার মনের স্থৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতেছেন। বহুধা-বিচিত্র বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হওয়া মনের ধর্ম্ম; পক্ষান্তরে বহুধা-বিচিত্র কার্য্যে লিপ্ত হইয়াও বিভ্রান্ত-না-হওয়া বুদ্ধির ধর্ম্ম। স্থির-ভাবে বাঁধা-নিয়মে নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি কার্য্য চালানো প্রাণের ধর্ম্ম; পক্ষান্তরে, রাজধর্ম্মে অচলের ন্যায় স্থির থাকিয়াও চক্ষুষ্মান্-ভাবে সমস্ত রাজ্যের শুভাশুভের বার্ত্তা-গ্রহণ-করা ও তৎপরতা এবং বিচক্ষণতার সহিত শুভের সাহায্য এবং অশুভের প্রতীকার করা বুদ্ধির ধর্ম্ম। এইরূপ, বুদ্ধিতে যখন একদিকে প্রাণের স্থৈর্য্য এবং আর-এক দিকে মনের বহুব্যাপিতা, দুইই একাধারে মিলিত হয়, তখন দুয়ের দুই দোষ খণ্ডিত হইয়া যায়, এবং দুয়ের দুই গুণ দ্বিগুণিত হয়। বুদ্ধি যখন মন এবং প্রাণকে নিজাধিকারে টানিয়া তুলিয়া দুইকে আপনার করিয়া লয়—তখনই বুদ্ধি পরিপক্কতা লাভ করে; তখন বুদ্ধির অভ্যন্তরে একদিকে বহুত্ব একত্ব-গর্ব্ভ হইয়া জ্ঞানের জ্যোতি বিকীর্ণ করে এবং আর-এক দিকে একত্ব বহুত্ব-গর্ব্ভ হইয়া শক্তির বলবত্তা সাধন করে। এইরূপ পরিপক্ক বুদ্ধির অভ্যন্তরে প্রাণও থাকে, মনও থাকে; থাকে দুইই, তবে কি না, প্রাণের সংসর্গ-গুণে মনের চঞ্চলতা সংশোধিত হইয়া যায়, এবং মনের সংসর্গ-গুণে প্রাণের জড়তা সংশোধিত হইয়া যায়। প্রাণ বা মনের নিজগুণে এরূপ হয় না;—হয় তা কেবল বুদ্ধির সংস্পর্শ-গুণে। এক-বাটি জলে মিছরির ড্যালা এবং বাতাসা ফেলিয়া দিলে, সেই মিছরির ড্যালা এবং বাতাসা জলেরই সংস্পর্শ-গুণে একীভূত হইয়া যায়, তাহাদের আপন-গুণে নহে; তেমনি বুদ্ধিরই নিজগুণে বুদ্ধির নিজাধিকারে মন এবং প্রাণ একীভূত হইয়া যায়।

এবারে পাঠকবর্গের ধারণার উপযোগী করিয়া অনেকগুলি নিগূঢ় কথা উপমাচ্ছলে বলিলাম;—কিন্তু ঐ কথাগুলির ভিতরে প্রকৃত তত্ত্ব যাহা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা এখনো বিবৃত করিয়া বলা হইল না। সময়ান্তরে অবকাশমতো এই বিষয়টির প্রকৃত তত্ত্বে অবতীর্ণ হওয়া যাইবে—এবারে তাহার একটা মুখপাত করা হইল মাত্র।

প্রার্থনা।

জানি আমি তুমি আছহে ব্যাপিয়া
বিশ্বভুবনময়,
সুখ দুখ সব তোমারি বিধান তুমিই অমৃতময়,
তবু কেন নাথ পারিনা কিছুতে দম্ভ করিতে
জয়
নাহিকো শকতি করিতে নিধন ধূর্ত্ত এরিপু চয়॥
ঘুরাতেছ সদা কালের চরকি নাহিকো বিরাম
তার।
ফুটিতেছে ফুল পড়িতেছে ঝরিয়া রাখিবে
সাধ্য কার॥
দুই আঁখি তব হেরিছে জগৎ আলোক
করিছে দান,
বায়ু বহি প্রাণ করিছে শীতল করিছে মহিমা
গান॥
তুমি অনন্ত, আকাশ তাহার দিতেছে হে
পরিচয়,
পৃথিবী তোমার চরণ তাহাতে আছে জীব
সমুদয়॥

করিতে বাখান মহিমা তোমার বচন-মানে হে
হার,
বিশ্বের তুমি জনক জননী তুলনা নাহি
তোমার ॥
মোহ আবরণ করহে ছিন্ন ;
ল'য়ে তব পথে করহে ধন্য
তুমিহে মহান তুমি বরেণ্য, কাতরে ডাকিছে
দীন।
তব কাজে দান করিব চিত্ত,
ত্যজিয়া মিথ্যা লভিব সত্য,
যতদিন রাখ রহিবে ভৃত্য, মরণে চরণে
লীন ॥

এপিক্‌টেটসের উপদেশ।

স্বাভাবিক সংস্কার ও বিবেক-বুদ্ধি।

স্বাভাবিক সংস্কারগুলি মনুষ্যমাত্রেরই সাধারণ সম্পত্তি এবং উহা সর্ব্ববাদি-সম্মত ; উহা লইয়া পরস্পরের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় না। কেন না, আমাদের মধ্যে কে না স্বীকার করে, যাহা শ্রেয় তাহাই উপাদেয় এবং শ্রেয়কেই বরণ করা—অনুসরণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। তবে, কোন্ স্থলে পরস্পর বিরোধিতা উপস্থিত হয় ?—সেই সময়েই উপস্থিত হয় যখন ঐ স্বাভাবিক সংস্কারগুলিকে, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে আমরা প্রয়োগ করিতে যাই।

আচ্ছা, শিক্ষা তবে কাহাকে বলে ? প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া, এই স্বাভাবিক সংস্কারগুলিকে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করাই প্রকৃত শিক্ষা ;—তা-ছাড়া, এইটি নির্ণয় করা যে, কোন্ কোন্ বস্তু আমাদের আয়ত্তাধীন এবং কোন্ কোন্ বস্তু আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। আমাদের ইচ্ছা এবং আমাদের ইচ্ছাকৃত কার্য্যই আমাদের আয়ত্তাধীন। বাহ্য বস্তু ও আমাদের বাহ্য অবস্থা সম্পূর্ণ রূপে আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। তাহার উপর আমাদের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে না। আমাদের যাহা আয়ত্তাধীন—আমাদের সেই ইচ্ছার উপরেই আমাদের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়াই আমরা শ্রেয়ের পথে অগ্রসর হই—প্রবৃত্তি আমাদিগকে স্বার্থসাধনের দিকে—অস্থায়ী হীন সুখের দিকে—প্রেয়ের দিকেই লইয়া যায়। স্বার্থসাধন কিম্বা প্রেয়ই যদি আমাদের জীবন-পথের নিয়ন্তা হয়, তাহা হইলে অবশেষে আমরা কোথায় গিয়া দাঁড়াইব ? একখণ্ড জমি রাখা যদি আমার স্বার্থ হয়, তাহা হইলে সেই জমিটুকু আমার প্রতিবাসীর নিকট হইতে হরণ করিয়া লওয়াও আমার স্বার্থ হইবে। যদি একখণ্ড বস্ত্রে আমার স্বার্থসাধন হয়, উহা চুরি করিয়া আনাও আমার স্বার্থের অনুযায়ী হইবে। এইজন্যই পৃথিবীতে এত যুদ্ধ বিগ্রহ, বিদ্রোহ বিপ্লব, প্রজাপীড়ন ও ষড়যন্ত্র। পার্থিব সুখ দুঃখের উপরেই যদি আমার শুভাশুভ নির্ভর করে, তাহা হইলে ঈশ্বরের প্রতি আমার মনকে প্রকৃত পথে রাখিব কি করিয়া ? কারণ, আমি যদি ক্ষতিগ্রস্ত হই, দুঃখ দুর্দশা ভোগ করি, তা হলেই আমি বলিব, ঈশ্বর আমাকে অবহেলা করিতেছেন। বাহ্য বিষয়ের উপরেই যদি শ্রেয়ের প্রকৃতি ও শ্রেয়ের শ্রেয়ত্ব নির্ভর করে, তাহা হইলে ঈশ্বরের প্রতি তো আমাদের মনের ভাব এইরূপই হইবে। অতএব, ঐহিক সুখ-দুঃখের উপর আমাদের শুভাশুভ নির্ভর করে না, আমাদের যাহা আয়ত্তাধীন সেই ইচ্ছার প্রয়োগের উপরেই আমাদের প্রকৃত শুভাশুভ নির্ভর করে।

আমাদের যতগুলি মনোবৃত্তি আছে,

তন্মধ্যে একটি মনোবৃত্তি আপনাকে আপনি আলোচনা করিয়া থাকে;—আপনাকে আপনি ভাল বলে, কিম্বা মন্দ বলে। এই-রূপ আলোচনা-শক্তি কি ব্যাকরণের আছে?—না, ব্যাকরণ শুধু শব্দ সম্বন্ধেই বিচার করিতে পারে। আর সঙ্গীত?—সঙ্গীত শুধু স্বর-সম্বন্ধেই বিচার করিতে পারে। ঐ উভয়ের মধ্যে কোনটিই কি আপনাকে আপনি আলোচনা করিতে পারে?—না, কোনটিই তাহা পারে না। তোমার বন্ধুকে যখন পত্র লেখা প্রয়োজন হয়, তখন ব্যাকরণ বলিয়া দেয়, কি করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিতে হইবে। সঙ্গীত সম্বন্ধেও তাহাই। এখন তোমার পত্র লেখা উচিত, কি না লেখা উচিত; গাওয়া উচিত কি বাজানো উচিত, ব্যাকরণ কিম্বা সঙ্গীত তাহা বলিয়া দিতে পারিবে না। তবে, কে বলিয়া দিবে? তোমার সেই মনোবৃত্তিই বলিয়া দিবে যে আপনাকে আপনি আলোচনা করে এবং অন্য সকল বিষয়েরও আলোচনা করিয়া থাকে। সেটি বিবেক-বুদ্ধি। বিবেক-বুদ্ধি ছাড়া আর কোনও বৃত্তিই আপনাকে আপনি আলোচনা করিতে পারে না। অর্থাৎ সে নিজে কি পদার্থ, সে নিজে কি করিতে সমর্থ, তাহার মূল্য কি—এই সব বিষয়ে অন্য বৃত্তি আলোচনা করিতে পারে না। এবং এই বৃত্তি যেমন আপনাকে আপনি আলোচনা করে, সেই-রূপ অন্য বস্তু সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়া থাকে। কোন একটি সোণার জিনিস যে সুন্দর, সে আর কে বলিতে পারে? সোণার জিনিস্‌টি নিজে তো তাহা বলিয়া দেয় না। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ঐ বৃত্তি বহির্বিষয়েও প্রযুক্ত হয়। ব্যাকরণ সম্বন্ধে, সঙ্গীত সম্বন্ধে, অন্যান্য মনোবৃত্তি সম্বন্ধে তবে কে বিচার করিয়া থাকে? কে তাহাদের প্রয়োগ-স্থল সকল প্রমাণ করিয়া দেয়? কোন্‌টি কোন্ সময়ের উপযোগী কে তাহা বলিয়া দেয়?—সে বিবেক-বুদ্ধি ছাড়া আর কেহ নহে।

ঈশ্বর এই বিবেক-শক্তিকেই আমাদের আয়ত্তাধীন করিয়া দিয়াছেন, ইহার দ্বারাই আমরা বাহ্য বিষয়ের যথাযথ ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু অন্য বিষয় সকল আমাদিগের আয়ত্তাধীন নহে। বাহ্য বস্তু-সকল আমাদের রক্তমাংসের সহিত জড়িত হইয়া আছে, উহারা আমাদিগকে বাধা দিবে না তো কি? এ শরীর তো এক প্রকার পেলব মৃৎ-পিণ্ড বিশেষ। তাই দেবতারা বলেন, শরীরকে তোমার আয়ত্তাধীন করিয়া দিতে পারি নাই বটে, কিন্তু আমার নিজের অংশ তোমাকে আমরা দিয়াছি।

সেটি কি?—নির্ব্বাচন করা, গ্রহণ করা, কিম্বা না গ্রহণ করা, অনুসরণ করা, কিম্বা পরিহার করা—অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিতে গেলে—বাহ্য বিষয়ের যথাযথ ব্যবহার করিবার শক্তি তোমাকে আমি দিয়াছি। এই শক্তিকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর, এই শক্তিকেই তোমার নিজস্ব করিয়া ব্যবহার কর; তাহা হইলে আর বাধা পাইবে না, ভারগ্রস্ত হইবে না, অনুশোচনা করিতে হইবে না, কাহারো নিন্দা বা স্তুতি করিতে হইবে না। এ দানটি কি সামান্য দান? ইহাতে কি তুমি সন্তুষ্ট নও? ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন আমরা ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি। যে একটি বিষয় আমাদের আয়ত্তাধীন তাহাই যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা—তাহাতেই আসক্ত হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা না করিয়া আমরা নানা বিষয়ে আপনাকে আবদ্ধ করি। দারা সুত ধন জনে আমরা আসক্ত হইয়া পড়ি। এবং এইরূপে ভার-গ্রস্ত হইয়া আমরা রসাতলের দিকে আকৃষ্ট

হই। যদি পাড়ি দিবার মতো বাতাস না থাকে, আমরা নিরাশ হইয়া ক্রমাগত বাতাসের জন্য সতৃষ্ণভাবে প্রতীক্ষা করি। এখন উত্তরে বাতাস বহিতেছে; তাহাতে আমাদের কি আসে-যায়? পশ্চিমে বাতাস কখন্ বহিবে?—পবন-দেবের যখন কৃপা হইবে। বাতাসের কর্ত্তা তো তুমি নও—সে পবন-দেব। তবে এখন আমরা কি করিব? যাহা আমাদের নিজস্ব বস্তু তাহারই কিসে উন্নতি হয়,—সদ্ব্যবহার হয় তাহারই চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য। এবং ঈশ্বর যাহার যেরূপ প্রকৃতি দিয়াছেন তদনুসারেই অন্য বস্তু সকলের ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত।

শরীর যেরূপ বৈদ্যের প্রয়োগ-স্থল, ভূমি যেরূপ কৃষকের প্রয়োগ-স্থল, এই বিবেক-বুদ্ধি সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী সাধুজনের প্রয়োগ-স্থল অর্থাৎ সাধন-ক্ষেত্র। এবং প্রত্যেক পদার্থকে প্রকৃতির অনুসারে ব্যবহার করাই তাঁহাদের কাজ। যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করা, যাহা মন্দ তাহা পরিত্যাগ করা, এবং যাহা অনিশ্চিত তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকা, ইহাই আত্মা মাত্রেরই প্রকৃতি; বিক্রেতার হস্তে উচিত মূল্য স্বরূপ দেশের প্রচলিত মুদ্রা অর্পণ করিলেই সে যেরূপ ক্রেতাকে তাহার বিনিময়ে অভিলষিত পণ্য দ্রব্য প্রদান করিতে বাধ্য, সেইরূপ আত্মার নিকটে শ্রেয় উপস্থিত হইলেই, আত্মা তাহাকে না গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারে না। আমাদের ইচ্ছাকে কিরূপ প্রয়োগ করি, কোন্ দিকে লইয়া যাই তাহার উপরেই আমাদের মঙ্গল অমঙ্গল নির্ভর করে। তবে আমরা অন্য বিষয়ের জন্য কেন এত উদ্বিগ্ন হই? যাহা তোমার আয়ত্তাধীন—যাহা তোমার নিজস্ব ধন তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকো, যাহা তোমার আয়ত্তাধীন নহে,—যাহা তোমার নিজস্ব নহে তাহাতে লোভ করিও না—তাহাতে আসক্ত হইও না। ভক্তি সে তোমার—শ্রদ্ধা সে তোমার—তাহা হইতে কে তোমাকে বঞ্চিত করিতে পারে? যদি তুমি নিজে ইচ্ছা করিয়া আপনি তাহা হইতে বঞ্চিত না হও। যাহা তোমার নিজস্ব নহে তাহাতে আসক্ত হইলে, তুমি কেবল তাহাতে বাধা পাইবে, ভারগ্রস্ত হইবে, উদ্বিগ্ন হইবে, পরিতাপ করিবে, ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রতি দোষারোপ করিবে। কিন্তু তাহাতে তুমি যদি আসক্ত না হও, তাহা হইলে তোমাকে কেহই বাধা দিতে পারিবে না, তোমার উপর কেহ বল প্রকাশ করিতে পারিবে না, কেহ তোমার হানি করিতে পারিবে না, কেহ তোমার শত্রু থাকিবে না, কাহা হইতেও তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। কিন্তু ইহা সাধনার বিষয়—ইহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে কতকগুলি পদার্থ তোমাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, কতকগুলি নীচ উদ্দেশ্য বিসর্জ্জন করিতে হইবে। যদি মুক্তি চাও, মঙ্গল চাও, তাহা হইলে নীচ সুখ ও নীচ স্বার্থকে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। যদি কোন বস্তু কঠোর বলিয়া তোমার নিকট প্রতীয়মান হয়—তখনই সেই বস্তুকে উদ্দেশ করিয়া এইরূপ বলিতে অভ্যাস করিবেঃ "তোমাকে যাহা মনে হইতেছে, আসলে তুমি তাহা নহ।" তাহার পর, তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে; বিশেষতঃ দেখিবে, উহা তোমার আয়ত্তাধীন কিম্বা আয়ত্তাধীন নহে। যদি উহা তোমার আয়ত্তাধীন না হয়, তাহা হইলে এইরূপ মনে করিবেঃ "উহা যখন আমার নিজস্ব নহে—উহাতে আমার কিছুই আইসে-যায় না।"

রাজনীতি সংগ্রহ।

যিনি সৎকুলজাত শুদ্ধস্বভাব ও বিদ্বান এইরূপ লোকই মন্ত্রী হইবেন। মন্ত্রী রাজার কার্য্যাকার্য্যের পরীক্ষক। সুতরাং তাঁহার রাজার প্রতি বিশেষ অনুরাগ থাকা আবশ্যক। মন্ত্রী সুবক্তা শূর ও ক্লেশসহিষ্ণু হইবেন। যাঁহার স্থৈর্য্য ধৈর্য্য সত্য অরোগিতা প্রভাব ও প্রভুভক্তি আছে তিনিই প্রকৃত মন্ত্রিপদের যোগ্য। তিনি স্বয়ং কদাচ বৈরিতার স্থষ্টিকর্ত্তা হইবেন না। কার্য্যে তৎপরতা জ্ঞানে দৃঢ়তা বিতর্ক ও মন্ত্রগুপ্তি এই সমস্ত মন্ত্রীর বিশেষ সম্পত্তি। ত্রয়ীবিদ্যা ও দণ্ডনীতি শাস্ত্রে তাঁহার অধিকার থাকা চাই। রাজা কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার বাগ্মিতা ও সত্যবাদিতা বুঝিয়া লইবেন। উৎসাহ সহিষ্ণুতা ধৃতি অনুরাগ ভক্তি ও মৈত্রী এই সমস্ত সদগুণ ব্যবহারে সতত পরীক্ষা করিবেন। তাঁহার ভদ্রতা ও ক্ষুদ্রতা প্রত্যক্ষে বুঝিবেন এবং অন্যান্য পরোক্ষ গুণ কার্য্যে জ্ঞাত হইবেন। যখন রাজা কোন অকার্য্যে প্রবৃত্ত হন তখন মন্ত্রীই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া থাকে, সুতরাং রাজা গুরুর ন্যায় তাঁহার কথা শুনিবেন। রাজা নিমীলিত হইলে জগৎ নিমীলিত হয় এবং রাজা প্রবুদ্ধ হইলে সূর্য্যোদয়ে পদ্মের ন্যায় সমস্তই প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব মন্ত্রী যেরূপে তাঁহার বোধ জন্মে তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা যত্নবান হইবেন। মন্ত্রিগণই রাজার সুহৃৎ এবং তাঁহারাই গুরু। সেই সুহৃদ সুহৃদই নয় সেই গুরু গুরুই নয় যিনি উৎপথপ্রতিপন্ন রাজাকে নিবারণ না করেন। কৃতবিদ্যেরও বলবৎ অনুরাগে মুগ্ধ হওয়া সম্ভব, কোনও রূপ অনুরাগে যাহার চিত্ত আক্রান্ত তাহার অযোগ্য কি থাকিতে পারে। রাজা এরূপ অনুরাগের বশে চক্ষুষ্মান্ হইলেও অন্ধ, এরূপ অবস্থায় সুহৃৎ-বৈদ্য বিনয়রূপ অঞ্জন দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা করিয়া থাকেন। এরূপ রাগ ও মানমদে যিনি অন্ধ এবং শত্রুসঙ্কটে যাঁহার পদস্খলন হয় সম্মিত্র মন্ত্রীর চেষ্টাই তাঁহার হস্তাবলম্ব। মদোদ্ধত ও পথভ্রষ্ট রাজার নেতৃগণই সর্ব্বদা নিন্দনীয় হইয়া থাকে।

ভূমিগুণেই রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি। রাজ্যের বৃদ্ধিতেই রাজার অভ্যুদয়। অতএব রাজা ভূতির নিমিত্ত ভূমিকে বিবিধোপায়ে গুণবতী করিবেন। যাহা সজলা সফলা শস্যবহুলা, যাহাতে পণ্যদ্রব্য ও খনি সুপ্রচুর, যাহার নানা স্থানে সমৃদ্ধ জনপদ এবং বনে হস্তী, যাহাতে জলপথ ও স্থলপথ আছে এবং যাহা নদীমাতৃক সেই ভূমিই সম্পদের হেতু। আর যাহাতে কেবলই প্রস্তর ও কর্কর, যথায় সর্ব্বদাই তস্করের উপদ্রব, যাহা বনবহুল রুক্ষ ও কণ্টকাকীর্ণ এবং যাহাতে অত্যন্ত সর্পভয় সেই ভূমি অভূমি। যাহা সাজীব্য অর্থাৎ নিজের উৎপন্ন দ্রব্যে নিজে রক্ষিত, যাহাতে ভূমিগুণ যথেষ্ট, যাহা পার্ব্বত্য এবং যাহাতে শূদ্র, কারু, বণিক ও উদ্যমশীল কৃষক বাস করিতেছে, যাহা নানা দেশীয় জনগণে আকীর্ণ, যাহাতে ধন ধান্য ও পশু প্রচুর পরিমাণ আছে এবং যাহার নায়ক মূর্খতা ও স্ত্রীমদ্যাদি দোষ হইতে বিমুক্ত এইরূপ জনপদই প্রশস্ত। রাজা তাহার উন্নতিকল্পে যত্নবান হইবেন। কারণ অপরের শ্রীবৃদ্ধি ইহারই উপর নির্ভর করে।

নগর আয়তনে বিপুল এবং ইহার সীমাপ্রদেশ বিশাল হইবে। ইহাতে মহাখাত, উচ্চ প্রাকার ও পুরদ্বার থাকিবে। স্থানে স্থানে বাপী কূপ ও তড়াগ এবং সুপ্রশস্ত ও সুরম্য উদ্যান থাকিবে। ইহা গিরি নদী ও বনে সুশোভিত, ধনধান্যে পূর্ণ এবং দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গে পরিবেষ্টিত হওয়া আবশ্যক। এইরূপ

স্থান রাজার বাসযোগ্য। যে রাজার দুর্গ নাই তিনি বায়ুচালিত খণ্ডমেঘের তুল্য। শাস্ত্রকারেরা ঔদক, পার্ব্বত, বার্ক্ষ, ঐরিণ (নির্জ্জল দেশস্থ) এবং ধান্বন (নিস্তৃণ দেশস্থ) দুর্গই প্রশস্ত বলিয়াছেন।' ইহাতে প্রচুর-পরিমাণে অন্নজল, নানারূপ যন্ত্র ও অস্ত্র-শস্ত্রাদি রাখা আবশ্যক। আয়ুধধারী প্রহরীরা সততই ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। ফলত ইহা রাজার গুপ্তিপ্রধান স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

কোষজ্ঞেরা কহিয়াছেন যাহার আয় অধিক ও ব্যয় অল্প, এইরূপ কোষাগারই রাজার স্থায়িতার হেতু। বিশ্বস্ত লোক ইহার রক্ষক হইবে। ইহা মণি মুক্তা ও সুবর্ণে নিয়ত পূর্ণ থাকিবে এবং ব্যয়সহ হইবে। রাজা ধর্ম্ম অর্থ ভৃত্যপোষণ ও বিপদুদ্ধারের জন্য কোষাগার অতি যত্নের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

রাজার যে সমস্ত সৈন্য থাকিবে তাহারা বেতনভুক্ ও পুরুষপরম্পরায় যোদ্ধা, সদ্বংশ-জাত ও অধিকাংশই ক্ষত্রিয় এবং ইহাদের বল পৌরুষ প্রখ্যাত হইবে। ইহারা নানারূপ অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগে সুশিক্ষিত ও যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ হইবে। প্রবাসক্লেশ ও রণস্থলে বিষম পরিশ্রমেও ইহারা কিছুতেই কাতর হইবে না।

যিনি ত্যাগী জ্ঞানবান ও প্রিয়ম্বদ, যাঁহার সৎকুলে জন্ম, যিনি পিতৃ পিতামহ-ক্রমে পক্ষ এবং সম্পূর্ণ মনের অনুকূল, উত্তরকালে যাঁহার সহিত হৃদ্যতার বিচ্ছেদ হইবে না, যিনি সারবান ও একহৃদয় রাজা এইরূপ লোককেই মিত্র করিবেন। ফলত এইরূপ মিত্র দারুণ দুর্দ্দশায়ও অবিকৃত ভাবে পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন এবং সবিশেষ কার্য্যকারী হন।' ধর্ম্ম অর্থ ও কামই মিত্রলাভের ফল। যাঁহাতে এই তিনের কিছুই নাই সুপণ্ডিত রাজা তাঁহার সেবা করিবেন না। সাধু লোকের সহিত মৈত্রী নদীস্রোতের ন্যায়। ইহা আদিতে অল্প, মধ্যে বৃহৎ ও পদে পদে বিস্তারী। ইহার গতি কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। যিনি নিকটসম্পর্কীয়, যিনি কোনও রূপ সম্বন্ধ-সূত্রে বদ্ধ, যিনি বংশপরম্পরায় উপাগত, যিনি মহা বিপদ হইতে সুরক্ষিত মিত্র এই চার প্রকারই হইয়া থাকে। শুচিতা, ত্যাগশীলতা, শৌর্য্য, তুল্যসুখদুঃখতা, অনুরাগ, দক্ষতা ও সত্যতা এই গুলি মিত্রগুণ। যাঁহাতে এই সমস্ত নাই তিনি মিত্র হইবার যোগ্য নহেন। রাজা তাঁহাতে কখন আত্ম সমর্পণ করিবেন না।

এই সমস্ত লইয়াই রাজ্য, ইহা রাজার পরা প্রতিষ্ঠা ও সসাধন ধন, সুনিপুণ মন্ত্রীর দ্বারা গৃহীত হইলে ইহা ত্রিবর্গ-সিদ্ধিকল্পে সমর্থ হয়। যেমন অন্তরাত্মা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া চরাচর বিশ্বকে ভোগ করিতেছেন সেইরূপ রাজাও প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া এই চরাচর জগৎ উপভোগ করিয়া থাকেন। অতএব তিনি প্রকৃতিবর্গের প্রীতিকর হইয়া যত্নসহকারে জনপদকে রক্ষা করিবেন। জনপদের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণেই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি। যে রাজার প্রজা-প্রীতি আছে তিনি সকলেরই স্পৃহণীয় এবং তিনিই বিজয়ী হন।

প্রেম-নীরবতা।

শূন্যকে ধরিলে বিশ্বজনীন ভাব আইসে না। সাধারণে উপনীত হইতে হইলে বিশেষকে পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। "চিন্তা ও ভাবের একটি স্থির বিষয় বা স্থান আমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। অনিশ্চিত স্থানহীনতা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।" ২

২ "A definite point of observation and

প্রেমের গভীরতাই প্রয়োজন। বিস্তৃত স্থানে ব্যাপ্ত থাকিলে, পরিমিত বারিরাশি তত গভীর হয় না। বিস্তৃতির হ্রাস ও গভীরতার বৃদ্ধি একই কথা।

প্রথমে একটি বস্তুকে ভাল না বাসিলে, প্রেম হয় না। প্রথমে প্রেম উপজিলে, ক্রমে উহা গভীর হয়। চিরকালই যে উহা অল্প স্থানেই আবদ্ধ থাকিবে, তাহা নহে। প্রথমতঃ কোন বস্তু-বিশেষে প্রেম পতিত না হইয়া, একেবারেই জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে দেখিলে, উহার গভীরতা অতি অল্প বলিয়া অনুমান করিতে হইবে।

হৃদয়তত্ত্ববিৎ সেক্সপিয়ার এইরূপ কল্পিত অপ্রকৃত উদারতা ও বিশ্বজনীন প্রেমের পরিণাম অতি জ্ঞানদ ও বিশদরূপে সুচিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার ঐন্দ্রজালিক-তূলিকা-স্পর্শে পরিস্ফুট টাইমন্ চরিত্রে এই প্রকার নকল বিশ্বপ্রেমের সুন্দর চিত্রপট সন্দর্শন করা যায়। পরীক্ষা-বায়ুর স্পর্শে টাইমনের কল্পনা-রচিত তন্তু-গৃহ উড়িয়া গিয়াছিল। বিশ্ব-প্রেমিক টাইমন্ অবশেষে সমগ্র মানব জাতিরপ্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি নর-বিদ্বেষী। আমি মানবকে ঘৃণা করি।" মিথ্যা বিশ্বজনীনতা!

সংসারে এই শ্রেণীর বিশ্বজনীন প্রেম প্রায়ই দেখা যায়। অনেকেই পরোপকার ও বিশ্বজনীন প্রেমকে জীবনের প্রধান সাধন প্রধান ব্রত করিতে যাইয়া, অল্প আঘাতেই, অল্প পরীক্ষাতেই ভগ্ন-মনোরথ ও ব্যথিত-হৃদয় হইয়া গৃহে ফিরিয়া, মানবজাতির প্রতি হৃদয়ের বিষোদ্গীরণ করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা স্বয়ং প্রেম শিক্ষা না করিয়া,—স্বয়ং সিদ্ধ না হইয়া, অন্যকে সিদ্ধ করিতে যাইয়া, উহার ফলস্বরূপ বিরক্তি ও অকৃত-কার্য্যতার জ্বালাতে ছট্‌ফট্ করিয়াছেন।

প্রথমে একটী বস্তুকে যিনি খাঁটিভাবে ভালবাসিতে পারেন, তাঁহার বিশ্বজনীন ভাব ক্রমশঃ অতি স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়া উঠে। প্রেম ধাক্কা খাইলেও, রবারের মত, স্বীয় পূর্ণাঙ্গতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে।

চীনদেশীয় মহাপুরুষ কংফুচ সেই জন্যই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীর উপযুক্ত উপদেশই দিয়াছেন যে,—"গৃহেই প্রেমের আরম্ভ হয়।" প্রথমে মনুষ্য বিশেষকে ভাল না বাসিলে, বিশ্বকে বা বহুর সমষ্টিকে কেহ ভাল বাসিতে সক্ষম হয় না। প্রথমে বিশেষ; তৎপরে তাহা অপেক্ষা সাধারণ; তৎপরে সেই সাধারণ অপেক্ষা আরও সাধারণ; এইরূপ ক্রমে হৃদয় বিশ্বপ্রেমে উপনীত হয়। এইরূপ ভালবাসিতে বাসিতে, সমুদয় বসুধা প্রেমিকের কুটম্ব হয় ও তাঁহার চরিত্র উদার হয়। প্রেম এক হইতে বহুতে পড়ে। এইরূপ ক্রমে বিশ্বজনীন ভাব ফুটিয়া উঠে।

এক প্রকার বিশ্বপ্রেমিক, মানব-জাতিকে অজ্ঞান কুসংস্কার এবং দুর্দ্দশার হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য নিরতিশয় ব্যস্ত, কিন্তু স্বীয় গৃহে যে বৃদ্ধা অসহায়া জননী রহিয়াছেন, বা সন্তান প্রভৃতি যাহাদের ভার বিশেষ ভাবে তাঁহার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহাদের অশ্রুধারার প্রতি তাঁহার লক্ষ্য নাই। যাঁহার আত্মার মধ্যে প্রকৃত প্রেম আছে, তাঁহার হৃদয়ে এ প্রকার উদাসীনতা থাকা সম্ভব নহে।

এমন অনেক লোক সংসারে আছেন যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে নিজেকেও ভাল বাসেন না; অর্থাৎ নিজের আত্মার কল্যাণ সাধন করিতে জানেন না, অথচ অন্যের আত্মার কল্যাণের জন্য বড়ই ব্যস্ত,—নিজের মুক্তির

---

sympathy, not a vague no-where, has been assigned to each of us."—Dowden,

বিষয়,—নিজের সিদ্ধির বিষয় না বুঝিয়া, পরকে মুক্তির দিকে, সিদ্ধির দিকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন। এ প্রকার পরপ্রেম,—ধর্ম্মধ্বজিত্ব অবশেষে আপনার এবং পরের, উভয়ের অমঙ্গল সাধন করিয়া, বিরক্তি ও অশান্তি ব্যতীত অন্য কোনই ফলোৎপাদন করে না।

No. 1565

GOVERNMENT OF INDIA.

HOME DEPARTMENT.

PUBLIC.

Calcutta, the 23d March 1903.

OFFICE MEMORANDUM.

To The members of theBrahmo Community of Calcutta.

THE undersigned is directed to say that the Secretary of State has intimated that His Majesty the King, Emperor of India, has been pleased to accept the address and the casket presented by the members of the Brahmo Community of Calcutta on the occasion of the Coronation of His Majesty, and has commanded that His Majesty's special thanks may be conveyed to the presenters for this loyal offering.

Offg. Deputy Secy. to the Govt. of India.

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৩, ফাল্গুন মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	২৩৫॥৵৩
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৬০৫।৵৯
সমষ্টি	...	৮৪১ ৴০
ব্যয়	...	৩০১।৶৩
স্থিত	...	৫৩৯॥/৯

স্থিত।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন
এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত ৩৯॥/৯

৫৩৯॥/৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ১৭৬।৩

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৭০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীমতী ত্রৈলোক্যমোহিনী দাসী
৫৲

দানাধারে প্রাপ্ত ১।৩

১৭৬। ৩ ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৭।৵০
পুস্তকালয়	...	৭৵০
যন্ত্রালয়	...	৩৩।৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থপ্রকাশের মূলধন		১॥০
সমষ্টি		২৩৫॥৵৩

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২০৯॥০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৭।/৯
পুস্তকালয়	...	১৪৸৵০
যন্ত্রালয়	...	৩৯॥৶৬
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক	...	২০৲
সমষ্টি		৩০১।৶৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Sermons of Maharshi Debendranath Tagore.

(Translated from Bengalee.)

SERMON XXXI.

Knowledge of God Leadeth to Deliverance From All Fear.

"শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রায়া যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায় ॥"

"Ye children of the Immortal Spirit, that dwell in the higher worlds, hearken ye all, I have known Him—the resplendent Supreme Spirit—who is beyond the reach of darkness. The painstaking traveller in the path of righteousness is delivered from death (of the soul) only by knowing Him. There is no other way to salvation."

Ye children of the Immortal Spirit, that dwell in the higher worlds, hearken ye all, I have known Him the resplendent Supreme Spirit who is beyond the reach of darkness. The painstaking traveller in the path of righteousness is delivered from death (of the soul) only by knowing Him. God our Lord is this resplendent Supreme Spirit, who is beyond the reach of darkness. We have sought His refuge, and through His mercy, known Him, and having known Him, we call upon the dwellers of the higher worlds to listen to this glad tidings. When we have sought His refuge, we can have no fear of death, and the darkness of doubt can no longer tarnish our mind. All is light, all is clear to us. We have become immortal and have been blessed by having obtained Him who is life itself and immortality itself. Ye dwellers of the higher worlds that are children of the Being Immortal, we make ourselves of one spirit and one heart with you and call you together. We are dwellers of this little nether world, but like ye all we have known the Being who is light itself and thus risen superior to the fear of death. To whom should we express the joy of this knowledge and this fearlessness? The heart cannot contain this joy, neither can this little body bear it and we feel that nothing is said of this joy if we tell only men of it. The heart is eager to offer thanks to the Lord in company with those dwellers of the higher worlds who, attaining to a high state of advancement in love and knowledge, are ceaselessly absorbed in divine worship. Glory, Glory Glory be to Thee O God! Blessed art thou! Blessed art Thou! The DEVAS or the holy spirits in the higher spheres feel themselves blessed by singing of thy glory, and from this world below we join our voices with them in Thy praise. Our soul making its way through the covering of this little body and soaring above the earth, is now pervading itself through the spaces of the highest spirit world and is there uniting itself with its dwellers. The soul has this body as its habitation, but where is its birth place? The source of the soul is there where the DEVAS are born. The soul is not willing to remain bound to this world; it can never find satisfaction, confined to this narrow

region of limitations. Its love and knowledge, its hopes and expectations are turned towards the Infinite. Behold this flower—it will pass away to morrow. It has already attained its highest bloom, it has reached the climax of its beauty. But there is no end to the progress of the soul, to its growth in bloom and beauty. The soul is united by love with the Infinite, Immortal Being. The source from which the soul proceeds is the same from which the DEVAS have sprung. Men and DEVAS are all the children of the Being Immortal. The DEVAS are our brothers. Our source and our goal are the same. Him whom the DEVAS or angels adore from their seats in the higher worlds, we worship conjointly with them by translating ourselves in spirit from this world to theirs. Love is the only bond that binds together all God-devoted theists. Love unites countries separated by mountains and oceans. Love joins periods of time divided by thousands of years. It is love that brings Heaven and earth into unison. Behold the resplendent, burning flame of love that, issuing from the united hearts of men and angels rises upward towards the feet of the great, infinite, and immortal Lord our God. All mankind and the entire spirit world unite, and with one voice proclaim the great glory of the great Lord. Our relations are not with men only in this world ; wearing an improved appearance, and extending our rights, let us joyously proclaim to the angels the great Truth we have known, in the words of the Rishi ;—শৃণ্বস্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাম্না-যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

It never satisfies us to enjoy a pleasure in solitude or by ourselves. Food is tasteless if we do not share it with the hungry person whose body is worn out by starvation and whose tongue is dry through thirst. A newly evolved holy truth loses much of its sweetness if we do not hold it up to our brethren and make it as clearly perceptible to them as the light of the day. The joy of God too we can not rest satisfied by enjoying all by ourselves. The heart filled with that undefiled joy pants, unimpelled by any extraneous influence, to unite itself with other hearts. We have worshipped God in solitude, entirely by ourselves, and again we worship Him here in this Samaj in the company of others. In places where no other eyes could be met, have the Lord and I met eye to eye ; in such sequestered spots have I beheld the Most Beloved ; and again we worship Him here in the midst of all these brethren in faith. Our souls have been blessed through such worship ; and deeply gratified and ennobled by such worship, our souls feel eager to adore the Lord in the company of the DEVAS. Ah ! Can it be that this expansive and ennobled state of the soul will terminate with our earthly existence ? What a bliss would dawn on us when after death the night of the earthly life will end and there will rise the first morning of the new life, when having grown in love, wisdom and righteousness, we shall behold before us the Supreme Spirit and joyously worship His feet in the assembly of angels. With what joy will my soul quit this cage of the body, if to-night be my last night on this world, if with the passing away of this night terminates the night of my earthly life and if the next morning dawns on me in a higher sphere of existence ! Then what joyous night to me would this night be ! What remains to us to pray for, if we can but speed to our native land and there be privileged to sing the glory of the Lord in the company of DEVAS or holy spirits and perform His beneficent wlli ? We live only in this hope in this

world. As the commander of a ship in mid-ocean, evercomes billows and tempests, always remembering his native land as his destined port, so do we overcome the perils of life, making our destination God who is the protector of our life. How dark would have been our existence, if all our aims had been confined to this world! And what a dim aspect would have our hopes then worn! Though we should have then observed the stern laws of righteousness and made hard sacrifices for righteousness, yet not a ray of hope would have enlivened our hearts! But now what boldness has filled our souls, for we have known beyond the shadow of a doubt that we have nothing to fear! If we, with faith in the heart, seek the refuge of God, if we so live that the soul may grow in knowledge and righteousness, if we earn here abundantly the means that would support us in our life after death, then ceaseless progress shall be our destiny. What a joyful night will that be at the dawn of which we shall behold a new morning! We have seen all that we can see of this life, we have loved God as much as He can be loved in this existence, and we have proclaimed His glory to the utmost of our power; and now if we can be spared from this world, we shall pass on to a new dominion which is the Lord's as much as the dominion of this world is His, where living among DEVAS we shall ever grow in spirituality, where we shall regale our eyes with the vision of the manifestation of new ideas in all that pertains to that sphere of life, where we shall render our heart honeyd by dwelling with the Being who is pervaded, as it were, with honey and permeated with nectar, and where our perception of His glory will be doubled or quadrupled. Think for a while how lofty is this hope of ours! How luminously does this hope reflect the beauty and glory of the future that awaits us! Shall this hope remain a mere hope? No, that can never be. This hope springs from the Supreme Truth who is the source of all truth. It is He who grants us freedom from fear about our future. He calls all, sinners and saints alike, to Him. He offers His embrace to all who advance towards Him, neither He abandons those who linger behind. His limitless, all-embracing lap is for all. His deep motherly love upholds all. None who approaches Him returns disappointed, while even the gloomiest heart grows bright in his presence. Should we not all meet at the feet of our Father? Behold, He is waiting for the time when He can take us all to His immortal dwelling place! There is joy only and nothing besides! "He will bring within the shadow of His goodness sinners and the heavy-laden, the holy and the unholy. Who knows what treasures of happiness will the Divine Mother give to all, gathering them in His immortal habitation?"

The God of the Upanishads.

By RABINDRA NATH TAGORE.

(*Translated from Bengalee*).

(Continued from page 44.)

But why is the question of what must be easy and what must be dfficult in respect to

this matter is at all raised ? Do we want what is only easy or what is the truth ? If truth be easy of attainment, well and good, but if it be otherwise, there is no alternative but attaining the truth by difficult processes. Though it be easy to conceive that the earth rests on the back of a tortoise, yet the devotee of science has to despise this notion as undeserving of regard out of respect for truth. It is easy to supply with balls of sands to the man wandering in a desert when he cries for food, but he would say, "I do not want what is easily procurable, I want food, and if it can not be had here, I must get it from some where else, else I shall die." Likewise when we want to appease our spiritual thirst, it is not satisfied by the mirage of imagination, we must have the water that would appease that thirst, however difficult it may be to obtain it ; we must have the Supreme Spirit who alone is the object of desire to our soul ; we must have Him, even though He be immaterial, immutable, and unattainable by word or inconceivable to the mind ; else there is no salvation for us. Every one says it is not easy to tread the path of righteousness, it is not easy to obtain God ; দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। That is why the Rishi standing at the door of the worldling, sleeping the sleep of infatuation, calls him in a loud voice, saying, "Awake, arise." We must awake and and arise, for we cannot with closed eyes walk on this path which is like unto a sharp razor and most difficult to tread with safety: the wants of the soul are not to be removed by idleness and without efforts, and God is not to be reached playfully by a mind driven by imagination. If it is not easy to acquire learning, to amass wealth, and to win fame, then who will give you such a hope that it is easy to acquire virtues, to attain truth and to obtain God, and who is there that will be deluded by such a hope if it is given him ? Who is so ignorant as to believe that iron can be transmuted into gold by the mere repetition of incantations and that there is no necessity to seek the gold mine to obtain gold ? Awake, arise ! দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। The sages say the path is beset with difficulties.

Must then the endeavours to obtain Brahma be abandoned ? Must then the mind to be composed with the argument that the knowledge and worship of Brahma is suited to only those who renounce the world and retire into the forest and to whom is completely lost the difference between good and evil, the beautiful and the ugly, and the external and the internal ? If it was so, why did then the Brahma-knowing Rishi give his disciple, eager for the knowledge of Brahma, the counsel "প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ," "Sever not the bond of the son," that is, enter thou must the life of the householder? Why do the authors of the Shastras enjoin emphatically, ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ, that the householder must be devoted to Brahma and তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ should be eager to know the nature of Brahma, so that his devotion to Brahma may not be based on ignorance, and that he must worship Brahma with real knowledge of Him and যদ্‌যদ্ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ all works that he will perform he should dedicate to Brahma ? It is clear that the injunction of the Shastras is that the householder should be Brahma-devoted, not only in loving reverence, but also in knowledge and in work, in heart and mind and effort, in a word, in the most complete sense of the term. Therefore, though living in the world, we should always and everywhere realize the presence of Brahma, and feel His inherence in our inner being, and all our works should be performed before Him and consecrated to Him.

(To be continued.)
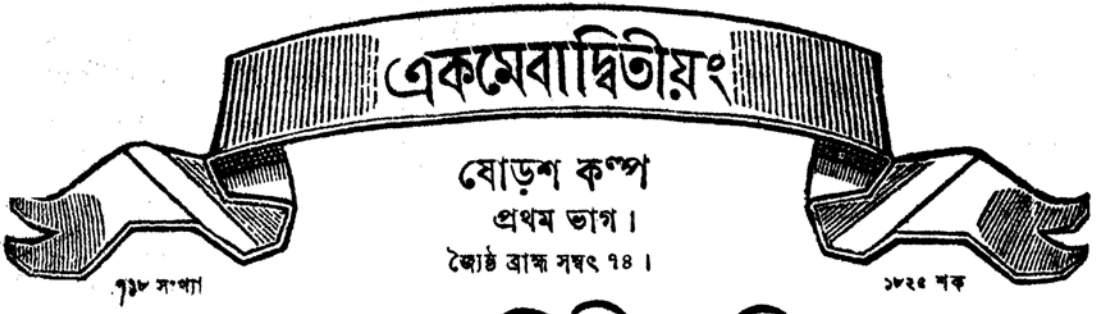
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

উদ্দালকো হারুণিঃ শ্বেতকেতুং পুত্রমুবাচ স্বপ্নান্তং মে সৌম্য বিজানীহীতি যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বং হ্যপীতো ভবতি। ১।

'উদ্দালকঃ হ আরুণিঃ শ্বেতকেতুং পুত্রং উবাচ' 'স্বপ্নান্তং' স্বপ্ন ইতি দর্শনবৃত্তেঃ স্বপ্নস্থাপ্যাতস্য মধ্যং স্বপ্নান্তং সুষুপ্তমিত্যেতৎ। 'মে' মম নিগদতঃ হে 'সৌম্য' 'বিজানীহি ইতি' বিস্পষ্টং অবধারয়েত্যর্থঃ। কদা স্বপ্নান্তো ভবতীত্যুচ্যতে। 'যত্র' যস্মিন্ কালে 'পুরুষঃ' 'স্বপিতি 'এতৎ নাম' ভবতি। পুরুষস্য স্বপ্যাতঃ প্রসিদ্ধং হি লোকে স্বপিতীতি। যদা স্বপিতীত্যুচ্যতে পুরুষঃ 'তদা' তস্মিন্ কালে হে 'সৌম্য' 'সতা' সৎশব্দবাচ্যয়া প্রকৃতয়া দেবতয়া 'সম্পন্নঃ' সঙ্গত একীভূতঃ 'ভবতি' 'স্বং' সদ্রূপং পরমার্থসত্যং 'অপীতঃ' অপিগতঃ ভবতি। অতঃ 'তস্মাৎ' 'এনং স্বপিতি ইতি আচক্ষতে' লৌকিকাঃ 'স্বং' আত্মানং 'হি' যস্মাৎ 'অপীতঃ ভবতি'। ১।

উদ্দালক আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন, হে সৌম্য আমার নিকট সুষুপ্তি অবগত হও। যখন 'পুরুষ সুষুপ্ত' ইহা বলা হয়, তখন সে সৎশব্দবাচ্য দেবতার সহিত সঙ্গত হয়—সৎরূপ পরমার্থ সত্যে একীভূত হয়। এই জন্য ইহাকে সুষুপ্ত বলে। ১

স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধো দিশং দিশং পতিত্বাঽন্যত্রায়তনমলব্ধ্বা বন্ধনমেবোপশ্রয়ত এবমেব খলু সৌম্য তন্মনো দিশং দিশং পতিত্বাঽন্যত্রায়তনমলব্ধ্বা প্রাণমেবোপশ্রয়তে প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মন ইতি। ২

তত্রায়ং দৃষ্টান্তো যথোক্তেঽর্থে 'সঃ যথা শকুনিঃ' পক্ষী শকুনিঘাতকস্য হস্তগতেন 'সূত্রেণ' 'প্রবদ্ধঃ' পাশিতঃ 'দিশং দিশং' বন্ধনমোক্ষার্থী সন্ প্রতিদিশং পতিত্বা 'অন্যত্র' 'আয়তনং' আশ্রয়ং বিশ্রমণায় 'অলব্ধ্বা' অপ্রাপ্য 'বন্ধনং এব উপশ্রয়তে' 'এবং এব' যথাঽয়ং দৃষ্টান্তঃ 'খলু' হে 'সৌম্য' 'তৎ মনঃ' তৎপ্রকৃতং ষোড়শকলমন্নোপচিতং মনঃ 'দিশং দিশং' সুখদুঃখাদিলক্ষণাং জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ 'পতিত্বা' গত্বাঽনুভূয়েত্যর্থঃ 'অন্যত্র' সদাখ্যাৎ স্বাত্মনঃ 'আয়তনং' বিশ্রমনস্থানং 'অলব্ধ্বা' 'প্রাণং এব' প্রাণেন সর্ব্বকার্য্য কারণাশ্রয়েণোপলক্ষিতা প্রাণ ইত্যুচ্যতে সদাখ্যা পরা দেবতা। প্রাণস্য প্রাণং ইত্যাদি শ্রুতেঃ অতস্তাং প্রাণাখ্যাং 'উপশ্রয়তে'। প্রাণো বন্ধনং যস্য মনস্তৎ 'প্রাণবন্ধনং' 'হি' যস্মাৎ 'সৌম্য মনঃ ইতি'। ২।

যেমন সূত্রে আবদ্ধ পক্ষী অন্যত্র আশ্রয় না পাইয়া, সুতরাং দিকে দিকে পতিত হইয়া সেই বন্ধনকেই আশ্রয় করে, সেইরূপ, হে সৌম্য! এই মন অন্যত্র (সদাখ্য পরমাত্মাতে)

আশ্রয় না পাইয়া সুতরাং দিকে দিকে পতিত হইয়া প্রাণকেই আশ্রয় করে, যে হেতু, হে সৌম্য মনের বন্ধনই প্রাণ। ২

অশনাপিপাসে মে'সৌম্য বিজানীহীতি যত্রৈতৎ পুরুষোঽশিশিষতি' নামাপ এব তদশিতং নয়ন্তে তদ্যথা গোনায়োঽশ্বনায়ঃ পুরুষনায়ইত্যেবং তদপ আচক্ষতেঽশনায়েতি তত্রৈতচ্ছুঙ্গমুৎপতিতং সৌম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি। ৩

হে 'সৌম্য' 'মে' 'অশনাপিপাসে' অশিতুমিচ্ছাশনা। পাতুমিচ্ছা 'পিপাসা' তে অশনাপিপাসেঽশনাপিপাসয়োঃ সতত্বং 'বিজানীহি ইতি' 'যত্র' যস্মিন্ কালে 'এতৎ' নাম 'পুরুষঃ' ভবতি। কিং তৎ 'অশিশিষতি' অশিতুমিচ্ছতীতি 'নাম'। 'তৎ অশিতং' পুরুষেণাশিতমন্নং কঠিনং 'আপঃ এব' পীতাঃ-'নয়ন্তে' দ্রবীকৃত্য রসাদি ভাবেন বিপরিণাময়ন্তে তদা ভুক্তমন্নং জীর্য্যতে। 'তৎ' তত্রাপামশিতনেতৃত্বাদশনায়া ইতি নাম প্রসিদ্ধমিত্যেতস্মিন্নর্থে 'যথা' 'গোনায়ঃ' গাং নয়তীতি গোনায়ো গোপালঃ ইত্যুচ্যতে। তথা 'অশ্বনায়ঃ' অশ্বপালঃ 'পুরুষনায়ঃ' রাজা সেনাপতির্বা। 'ইতি এবং' 'তৎ' 'অপঃ' 'আচক্ষতে' লৌকিকাঃ 'অশনায়া ইতি' বিসর্জনীয়লোপেন। 'তত্র' এবং সত্যদ্ভীরসাদিভাবেন নীতেনাশিতেনান্নেন নিষ্পাদিতমিদং শরীরং বটকণিকায়ামিব 'এতৎ শুঙ্গং' অঙ্কুরোৎপত্তিত উদ্গতমিমং শুঙ্গং কার্য্যং শরীরাখ্যং বটাদিশুঙ্গবদুৎপতিতং হে 'সৌম্য' 'বিজানীহি' 'ন ইদং' শরীরং 'অমূলং' মূলরহিতং 'ভবিষ্যতি ইতি'। ৩।

হে সৌম্য, আমার নিকটে বুভুক্ষা পিপাসার বিষয় অবগত হও। যে অবস্থায় পুরুষ অন্ন আহার করে জলই তাহার সেই ভুক্ত অন্নকে দ্রবীভূত করিয়া রসাদি ভাবে পরিণত করে। এই কারণে যেমন গোপালককে গোনায়, অশ্বপালককে অশ্বনায় এবং নরপতিকে পুরুষনায় বলে, তদ্রূপ জলকে অশনায় বলে। হে সৌম্য, রসাদি ভাবে নীত অন্ন দ্বারা নিষ্পাদিত এই শরীরকে বটের ন্যায় অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে উদ্গত জানিও, ইহা কার্য্য, ইহা অমূলক নহে। ৩

তস্য ক মূলং স্যাদন্যত্রান্নাদেবমেব খলু সৌম্যান্নেন শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছাদ্ভিঃ সৌম্য শুঙ্গেন তেজোমূলমন্বিচ্ছ তেজসা সৌম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ। ৪

ইত্যুক্ত আহ শ্বেতকেতুঃ অস্য 'তস্য' শরীরস্য 'কঃ মূলং স্যাৎ' ভবেৎ ইত্যেবং পৃষ্ট আহ পিতা 'অন্যত্র অন্নাৎ' অন্নং মূলমিত্যভিপ্রায়ঃ যথা দেহশুঙ্গোঽন্নমূলং 'এবং এব খলু সৌম্য' 'অন্নেন শুঙ্গেন' কার্য্যভূতেন 'আপঃ মূলং' অন্নস্য শুঙ্গস্য 'অন্বিচ্ছ' প্রতিপদ্যস্ব। অপামপি বিনাশোৎপত্তিমত্বাচ্ছুঙ্গত্বমেবেতি। 'অদ্ভিঃ সৌম্য শুঙ্গেন' কার্য্যেণ কারণং 'তেজঃ মূলং অন্বিচ্ছ'। তেজসোঽপি বিনাশোৎপত্তিমত্বাচ্ছুঙ্গত্বমিতি। 'তেজসা সৌম্য শুঙ্গেন 'সংমূলং' একমেবাদ্বিতীয়ং পরমার্থসত্যং 'অন্বিচ্ছ'। অতঃ 'সন্মূলাঃ' সৎকারণাঃ হে 'সৌম্য' 'ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ' ন কেবলং সন্মূলাএব। ইদানীমপি স্থিতিকালে 'সৎ আয়তনাঃ' সদাশ্রয়া এব। অন্তে চ 'সৎপ্রতিষ্ঠাঃ' সদেব প্রতিষ্ঠা লয়ঃ সমাপ্তিরবসানং যাসান্তাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ। ৪।

ইহা শুনিয়া শ্বেতকেতু বলিলেন, এই শরীরের মূল কি? পিতা বলিলেন, শরীরের অন্নই মূল। আবার সেইরূপ অন্নরূপ কার্য্যের মূল জল, জল-রূপ কার্য্যের মূল তেজ, তেজোরূপ কার্য্যের মূল একমেবাদ্বিতীয়ং সৎব্রহ্ম। অতএব হে সৌম্য এই সমস্ত চরাচর সৎমূলক, সদাশ্রিত এবং অন্তে সত্যেই ইহার লয় হয়। ৪

অথ যত্রৈতৎ পুরুষঃ পিপাসতি নাম তেজএব তৎ পীতং নয়তে তদ্যথা গোনায়োঽশ্বনায়ঃ পুরুষনায় ইত্যেবং তত্তেজ আচষ্ট উদন্যেতি তত্রৈতদেব শুঙ্গমুৎপতিতং সৌম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি। ৫

'অথ' ইদানীং অপ্‌শুঙ্গদ্বারেণ সতো মূলস্যানুগমঃ কার্য্য ইত্যাহ। 'যত্র' যস্মিন্ কালে 'এবং নাম পুরুষঃ' 'পিপাসতি' পাতুমিচ্ছতি 'তেজঃ এব' 'তৎ' তদা 'পীতং' অবাদি শোষয়েদ্দেহগতলোহিতপ্রাণভাবেন 'নয়তে' পরিণময়তি। 'তৎ যথা গোনায়ঃ অশ্বনায়ঃ পুরুষনায়ঃ ইতি' 'এবং তৎ তেজঃ আচষ্টে' লোকঃ

'উদন্যেতি' উদকং নয়তীতি উদনাং উদন্যেতীতি ছান্দসং। 'তত্র এতৎএব শুঙ্গং উৎপতিতং সৌম্য বিজানীহি' পূর্ব্ববৎ। 'ন ইদং অমূলং ভবিষ্যতি ইতি'। ৫।

যে অবস্থায় পুরুষ জল পান করে, তেজই তাহার সেই পীত জলকে দেহগত রক্তাদি ভাবে পরিণত করে। যেমন গোপালককে গোনায় বলে, অশ্বপালককে অশ্বনায় বলে, নরপতিকে পুরুষনায় বলে, তদ্রূপ সেই তেজকে উদন্য (উদকের চালক) বলে। এখন, হে সৌম্য, এই শরীরকে পূর্ব্ববৎ উদ্গত জানিও ইহা অমূলক নহে। ৫

তস্য ক্ব মূলং স্যাদন্যত্রাদ্ভ্যোঽদ্ভিঃ সৌম্য শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ তেজসা সৌম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠা যথা তু খলু সৌম্যেমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবিত্রিবৃদেকৈকা ভবতি তদুক্তং পুরস্তাদেব ভবত্যস্য সৌম্য পুরুষস্য প্রয়তো বাঙ্‌মনসি সম্পদ্যতে মনঃ প্রাণে প্রাণস্তেজসি তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং স য এষোঽণিমা। ৬

'তস্য কঃ মূলং স্যাৎ' অন্যত্র অদ্ভ্যঃ' 'অদ্ভিঃ সৌম্য শুঙ্গেন তেজঃ মূলং অন্বিচ্ছ' 'তেজসা সৌম্য শুঙ্গেন সৎমূলং অন্বিচ্ছ' তেজোবন্নময়স্য দেহশুঙ্গস্য বাচারম্ভণমাত্রস্যান্নাদিপরম্পরয়া পরমার্থসত্যং সন্মূলমভয়মসন্ত্রাসং নিরায়াসং সন্মূলমন্বিচ্ছ। 'সৎমূলাঃ সৌম্য ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ' 'যথা তু খলু' যেন প্রকারেণ 'সৌম্য' 'ইমাঃ' তেজোবন্নাখ্যাঃ 'তিস্রঃ দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ একৈকা ভবতি তৎ উক্তং পুরস্তাৎ এব ভবতি, অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীযত ইত্যাদি তত্রৈবোক্তং। অন্নাদীনামশিতানাং যে মধ্যমা ধাতবস্তে সাপ্তধাতুকং শরীরমুপচিম্বন্তীত্যুক্তং। অয়ং প্রাণঃ করণসঙ্ঘাতো দেহে বিশীর্ণে দেহান্তরং জীবাধিষ্ঠিতঃ যেন ক্রমেণ পূর্ব্বদেহাৎ প্রচ্যুতো গচ্ছতি তদা হে 'সৌম্য' 'অস্য পুরুষস্য' 'প্রযতঃ' ম্রিয়মানস্য 'বাক্‌মনসি সম্পদ্যতে" মনস্যুপসংহ্রিয়তে। অথ তদাহু জ্ঞাতয়ো ন বদতীতি। 'মনঃ প্রাণে' সম্পন্নং ভবতি সুষুপ্তকাল ইব। তদা পার্শ্বস্থা জ্ঞাতয়ো ন বিজানাতীত্যাহুঃ। 'প্রাণঃ তেজসি' সম্পদ্যতে 'তেজঃ পরস্যাং দেবতায়াং' প্রশাম্যতি। তদেবং ক্রমেণোপসংহ্রিয়তে। 'সঃ যঃ' সদাখ্যঃ 'এষঃ' উক্তঃ 'অণিমা' অণুভাবো জগতোমূলং। ৬।

শ্বেতকেতু বলিলেন, এ শরীররূপ কার্য্যের মূল কি? পিতা বলিলেন, জলই ইহার মূল, জলরূপ কার্য্যের তেজই মূল, হে সৌম্য, তেজোরূপ কার্য্যের সৎকেই মূল বলিয়া অবগত হও। হে সৌম্য এই সমস্ত চরাচর সৎমূলক, সদাশ্রিত এবং সৎপ্রতিষ্ঠ। হে সৌম্য পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তেজ, অপ, অন্ন, এই তিন দেবতা যেমন মনুষ্যে গিয়া প্রত্যেকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হয়, সেইরূপ, হে সৌম্য পুরুষের মৃত্যুকালে বাক্য মনে প্রবেশ করে, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরম দেবতাতে প্রবেশ করে। তিনিই অণিমা সদাখ্য জগতের মূল। ৬

এতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূযএব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সৌম্যেতি হোবাচ। ৭। ৮।

স যঃ সদাখ্য এষ উক্তোঽণিমাঽণুভাবো জগতো মূলং 'এতৎ আত্ম্যং ইদং সর্ব্বং' এতৎ সদাত্মা যস্য সর্ব্বস্য তদেতদাত্মা তস্য ভাব এতদাত্ম্যং। এতেন সদাখ্যেনাত্মনাত্মবৎ সর্ব্বমিদং জগৎ। 'তৎ সত্যং' 'সঃ আত্মা' জগতঃ। অতঃ 'তৎ' সৎ 'ত্বং অসি' হে 'শ্বেতকেতো ইতি'। এবং প্রত্যায়িতঃ পুত্র আহ 'ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু ইতি' যত্তবদুক্তং তৎ সন্দিগ্ধং মম। এবমুক্তঃ 'তথা' অস্তু 'সৌম্য ইতি হ উবাচ' পিতা। ৭। ৮

ইনিই সকল জগতের আত্মা। তিনিই সত্য—তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তিনিই তুমি। ইহা শুনিয়া শ্বেতকেতু বলিলেন যে মহাশয় ইহা পুনরায় আমাকে বলুন। আরুণি বলিলেন, তথাস্তু, হে সৌম্য। ৭। ৮।

পরমাত্মাই সকল জড় জগতের এবং চৈতন্য জগতের এক মূল কারণ। "নহিত্ব-

দারে নিমিষশ্চ নেশে” তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া নিমেষ মাত্রও জগতের কিছুই টিকিতে পারে না। তাঁহারই ইচ্ছা ও শক্তি অনুলোম ক্রমে জগৎরূপে প্রকাশ পায় এবং জগৎ প্রতিলোম ক্রমে তাঁহাতে গিয়া এক হয়। চৈতন্য জগতে তাঁহারই ইচ্ছাশক্তিসমন্বিত নিজ সত্তার ছায়া তাঁহারই প্রকাশে জীবাত্মা রূপে প্রকাশ পায়। এখানে জীবাত্মা উপাসক ভাবে তাঁহাকেই পূজা করিয়া ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া কৃতার্থ হয় এবং মুক্তি কালে তাঁহারই ক্রোড়ে তাঁহার অমৃতানন্দে নিত্যকাল অবস্থান করে।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

যথা সৌম্য মধু মধুকৃতো নিস্তিষ্ঠন্তি নানাত্যয়ানাং বৃক্ষাণাং রসান্ সমবহারমেকতাং রসং গময়ন্তি। ১।

‘যথা’ লোকে ‘সৌম্য’ ‘মধুকৃতঃ’ মধুকরমক্ষিকা ‘মধু নিস্তিষ্ঠন্তি’ মধুনিষ্পাদয়ন্তি তৎপরাঃ সন্তঃ ‘নানাত্যয়ানাং’ নানাগতীনাং নানাদিক্কাথ্যানাং বৃক্ষাণাং ‘রসান্’ ‘সমবহারং’ সমাহৃত্য ‘একতাং’ একভাবং মধুত্বেন ‘রসং’ রসান্ ‘গময়ন্তি’ মধুত্বমাপাদয়ন্তি। ১।

হে সৌম্য, যেমন মধুকর মধু প্রস্তুত করে—সে নানা দিকের বৃক্ষ হইতে নানা রস সংগ্রহ করিয়া এক মধুই প্রস্তুত করে। ১।

তে যথা তত্র ন বিবেকং লভন্তেঽমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্মীত্যেবমেব খলু সৌম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহ ইতি। ২।

‘তে’ রসাঃ ‘যথা’ মধুত্বেনৈকতাং গতাঃ ‘তত্র’ মধুনি ‘ন বিবেকং লভন্তে’ কথং ‘অমুষ্য অহং’ আম্রস্য পনসস্য বা ‘বৃক্ষস্য’ ‘রসঃ অস্মি ইতি’। ‘এবং এব খলু সৌম্য’ ‘ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ’ অহন্যহনি ‘সতি’ ‘সম্পদ্য’ সুষুপ্তকালে মরণপ্রলয়য়োশ্চ ‘ন বিদুঃ’ ন বিজানীয়ুঃ ‘সতি’ ‘সম্পদ্যামহে ইতি’। ২।

সেই রস সকল যেমন সেই মধুতে বিবেচনা করিতে পারে না যে আমি অমুক বৃক্ষের রস, সেইরূপ এই সকল জীব সুষুপ্তি কালে বা মরণ কালে সতে সম্পন্ন হইয়া এরূপ বিবেচনা করিতে পারে না যে আমরা সতে সম্পন্ন হইয়াছি। ২।

ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্যদ্ভবন্তি তদাভবন্তি। ৩।

অতঃ ‘তে’ ‘ইহ’ লোকে যৎকর্ম্মনিমিত্তাঃ যাং যাং গতিং প্রতিপন্না আসুর্ব্যাঘ্রাদীনাং ব্যাঘ্রোঽহং সিংহোঽহমিত্যেবং। তে তৎকর্ম্মজ্ঞানবাসনাঙ্কিতাঃ সন্তঃ সৎপ্রতিষ্ঠা অপি তদ্ভাবেনৈব পুনরাভবন্তি। পুনঃ সত আগত্য ‘ব্যাঘ্রঃ বা সিংহঃ বা বৃকঃ বা বরাহঃ বা কীটঃ বা পতঙ্গঃ বা দংশঃ বা মশকঃ বা’ ‘যৎ যৎ’ পূর্ব্বমিহ লোকে ‘ভবন্তি’ সম্বভূবুরিত্যর্থঃ। ‘তদাভবন্তি’ তদেব পুনরাগত্য ভবন্তি। সংসারিণো জন্তোর্যা পুরা ভাবিতা বাসনা সা ন নশ্যতীত্যর্থঃ। ৩।

তাহারা ইহলোকে ব্যাঘ্র হউক, সিংহ হউক, বৃক হউক, বরাহ হউক, কীট হউক, পতঙ্গ হউক, দংশ হউক, মশক হউক যে যে গতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে সৎপ্রতিষ্ঠ হইলেও কর্ম্মজ্ঞান-বাসনা-বলে সেই সেই ব্যাঘ্র সিংহাদির গতিকেই পুনরায় প্রাপ্ত হয়। ৩।

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সৌম্যেতি হোবাচ। ৪। ৯।

যে স্থিতোঽন্যে সৎ সত্যাত্মাভিসন্ধা যমগুণভাবং সদাত্মানং প্রবিশ্য নাবর্ত্তন্তে ‘সঃ যঃ এষঃ অণিমা এতৎ আত্ম্যং ইদংসর্ব্বং তৎ সত্যং সঃ আত্মা তৎ ত্বং অসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয়ঃ এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু ইতি’ ‘তথা সৌম্য ইতি হ উবাচ’। সর্ব্বং ব্যাখ্যাতং। ৪। ৯।

আত্মজ্ঞানাধিকারী যে জীব সৎ পদার্থে প্রবেশ লাভ করিয়া আর সংসারে প্রত্যাগত হয় না, সেই এই অণিমা—সদাখ্য

জগতের মূল, ইনিই সকল জগতের আত্মা। তিনিই সত্য—তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তিনিই তুমি। ইহা শুনিয়া শ্বেতকেতু বলিলেন যে মহাশয় ইহা পুনরায় আমাকে বলুন। আরুণি বলিলেন, তথাস্তু, হে সৌম্য। ৪। ৯।

বর্ষশেষ।

'অনাদিনিধনঃ কালঃ' কাল আদি এবং অন্তহীন; কিন্তু মনুষ্য সেই অনন্তকালে বিশ্বপ্রকৃতির কতকগুলি ভাব এবং চিহ্ন অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন ভাগ ও আখ্যা যোজনা করিয়াছে। আমরা যাহাই নাম বা ভাগ করি, সকল অবস্থাতেই কাল ও ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় তত্ত্বের ন্যায় পরমেশ্বরের অধীন। আমাদের অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যষ্টি এবং সমষ্টি ভাবে তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত।

'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি।'

এই অক্ষয় পুরুষের শাসনেই নিমেষ মুহূর্ত্ত অহোরাত্র পক্ষ মাস ঋতু এবং সংবৎসর বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। অনন্তকাল-সাগরে তাঁহারই মঙ্গল নিয়মে অগণ্য ঘটনাপরম্পরা বুদ্‌বুদের মত উঠিতেছে আর মিলাইতেছে। তাঁহারই অখণ্ডনীয় নিয়মে 'দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ' দিন রাত্রি সন্ধ্যা প্রভাত এবং শীত বসন্ত পুনঃপুন যাতায়াত করিতেছে। আমরা যে, সূর্য্যে চন্দ্রে নিমেষে নিমেষে মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে নবনব ভাবে কালকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি ইহাও তাঁহারই অনন্ত মহিমা।

প্রতিদিনের সূর্য্যোদয়ে প্রতিদিনের প্রতিক্ষণে এক একটি বৎসরের আরম্ভ এবং সমাপ্তি হইতেছে; মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর চলিয়াছে, কেবলই চলিয়াছে; বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই। যে কোন স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী একবার সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেই আমরা তাহা বৎসর নামে অভিহিত করি। আমাদের জন্ম মৃত্যু, ধর্ম্ম কর্ম্ম, মিলন বিচ্ছেদ, লাভালাভ ঐ নিয়মেই আমরা গণনা করিয়া থাকি; কিন্তু তাহা ছাড়া সুপ্রাচীন কাল হইতেই প্রাকৃতিক নিয়মে একটা সার্ব্বজনীন বৎসরের গণনা হইয়া আসিতেছে। বৈদিক যুগে মার্গশীর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিকে তাহা পরিসমাপ্ত হইত। মার্গশীর্ষ হায়ণের অর্থাৎ বৎসরের অগ্রমাস বলিয়াই তখন অগ্রহায়ণ আখ্যা লাভ করিয়াছিল; কিন্তু এখন তাহার অগ্রহায়ণ নাম সম্পূর্ণই অর্থহীন। ন্যূনাধিক দুই সহস্র বৎসর হইল এদেশে বৈশাখ হইতে চৈত্রের শেষ পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌমিক বৎসরের গণনা চলিতেছে। আমাদের সেইরূপ একটি বৎসর আজি অতীতের গর্ভে মিশাইয়া যাইতেছে।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ঘটনা সকল কালেই যাঁহার অখণ্ড শাসনের অধীন, তাঁহারই অলঙ্ঘ্য নিয়মে নিদাঘের খর তাপে, বর্ষার অবিরল ধারাসম্পাতে, শরতের শোভনশ্রীতে, হেমন্তের শস্যরাশিতে, শীতের কুহেলিকাপুঞ্জে এবং রমণীয় বসন্তের মলয়-সমীরণের সুখস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে মহামারীর প্রলয়ঙ্করী বিভীষিকায় আমাদের ক্ষুদ্র জীবনপটে হর্ষ, ভয়, আশা ও আশঙ্কার বিচিত্র রেখা অঙ্কিত করিয়া ১৮২৪ শকাব্দ আজ অনন্ত কালসমুদ্রে

জলবিম্বের মত বিলীন হইয়া যাইতেছে। অদ্যকার দিন আমাদের এই বৎসরব্যাপী জীবন ব্যাপারের আলোচনার দিন। আজ এখানে সমবেত ভাবে স্থূল আলোচনার পরে প্রত্যেকে নির্জ্জনে নিজ নিজ জীবনের পর্য্যালোচনা করিতে যেন আমরা বিরত না থাকি। বৎসরারম্ভের প্রথম দিনে কত পবিত্র চিন্তা ও সাধু প্রতিজ্ঞা অন্তরে লইয়া আমরা কর্ম্মের সূচনা করিয়াছিলাম কিন্তু আজ তাহার হিসাব করিয়া দেখিতে আমাদের অনেকের মুখমণ্ডল বিবর্ণ এবং গণ্ডস্থল অশ্রুসিক্ত হইবে। সংসারের নশ্বর স্বার্থের ঘাতপ্রতিঘাতে কতবার আমাদের পদস্খলন হইয়াছে, কতবার আমরা প্রথম দিনের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া আমাদের মুখ আজি লজ্জায়—দুঃখে অবনত হউক্! মানে অপমানে সম্পদে বিপদে, ভোগে রোগে, আশায় নৈরাশ্যে দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে আমরা কি অসঙ্গত অধৈর্য্য—কি লজ্জাজনক চপলতাই প্রকাশ করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া আজ আমাদিগকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতে হইবে। আজি পর্য্যন্ত আমরা প্রত্যক্ষরূপে বিশ্বঘটনায় জগতের বিচিত্র দ্বন্দ্বরাশিতে সর্ব্বমঙ্গলালয়ের মঙ্গললীলা অনুভব করিয়া সম্পদে স্থির এবং বিপদে ধীর হইতে শিখিলাম না; আমাদিগকে ধিক্! আমাদের কিসের অভিমান,—কিসের অহঙ্কার? অনন্ত বিশ্বের কোন্ ক্ষুদ্র ধূলিকণার তত্ত্ব আমরা বুঝিয়াছি? অসীম কালের কোন্ মুহূর্ত্তের কোন্ ঘটনার রহস্য আমরা জানিতে পারি? আমরা যাহা জানি আর বুঝি, তাহা কি বিশ্বরহস্যের—সৃষ্টিতত্ত্বের তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ—অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর নহে? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিবলে সুদূর অতীত এবং অনাগত কালের ঘটনার উদ্ভট সমালোচনায় ব্যর্থ চেষ্টাকে খর্ব্ব করিয়া যে বৎসরের পশ্চিম-প্রান্তে আজ আমরা উপনীত হইয়াছি, তাহার কথাই যদি চিন্তা করা যায়, তবে অনন্ত কালের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র—অত্যন্ত নগণ্য একটি বৎসরের কোন একটি ঘটনার রহস্যও কি আমরা নিঃসংশয়রূপে বুঝিয়াছি? আমরা এবারকার যে সকল ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ ঘটনাকে মঙ্গলের প্রতি অগ্রসর হইবার পক্ষে আমাদের পরম সহায় কল্পনা করিয়াছি, তাহা হইতেই কি দুর্দ্দান্ত কালভুজঙ্গ ফণা বিস্তার করিতে পারে না? আমরা যে সকল উৎকট ঘটনাকে আমাদের—আমাদের ভারতবর্ষের দুঃখ দৈন্যের—চরম অপমানের কারণ বলিয়া বাক্যে প্রবন্ধে ভাবে কর্ম্মে প্রচার করিয়াছি, তাহাই কি চরম সিদ্ধান্ত? সেই ঘটনা হইতেই কি বিধাতার অমোঘ বিধানে সৌভাগ্যসূর্য্য অভ্যুদিত হইয়া গৌরবের কণককিরণে ভারতবর্ষের সুপ্রশস্ত ললাট রঞ্জিত করিতে পারে না? কোথায় আমাদের সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা,—আর কোন্খানে আমাদের অভিমানের সার্থকতা?

আসুন আমরা অদ্য বৎসরের শেষসন্ধ্যায় আমাদের বিদ্যা বুদ্ধির—ধনজন মানের—রূপবলযৌবনের তুচ্ছ অহঙ্কার বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সেই অনন্ত প্রেমসিন্ধুতে মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়া ধন্য হই—

> "স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যো-
> যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততেঽয়ম্।
> ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং
> জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্বধাম।
> বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং
> জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি॥"

যাঁহা কর্ত্তৃক এই প্রপঞ্চ সংসার পরিবর্ত্তিত হইতেছে তিনি সংসার, কাল ও

সাকার বস্তু সমুদায় হইতে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং ভিন্ন। তিনি ধর্ম্মের আবহ, পাপের মোচয়িতা, ঐশ্বর্য্যের স্বামী। সেই সকলের আত্মস্থ, অমৃত, বিশ্বের আশ্রয়কে, সেই একমাত্র মঙ্গলস্বরূপ বিশ্বের পরিবেষ্টিতাকে জানিয়া জীব অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হয়।

'যস্মাদর্ব্বাক্ সংবৎসরোঽহোভিঃ পরিবর্ত্ততে'

যাঁহার শাসনে অহোরাত্রের দ্বারা সংবৎসর পরিবর্ত্তিত হইতেছে, আসুন আজ এই বৎসরব্যাপী জয় পরাজয়, মানাপমান, সুখ দুঃখ, আশা নৈরাশ্য প্রভৃতি সংসারের অপরিহার্য্য বিচিত্র দ্বন্দ্বরাশি তাঁহার চরণে দান করিয়া বিগতগ্লানি হই।

আমাদের জন্মে জীবনে মরণে যাঁহার করুণার সরসধারা অবিশ্রাম প্রবাহিত হইতেছে; যাঁহার প্রসাদে মনুষ্য ধন মানের উচ্চ শিখরে সমাসীন হয়; যাঁহার কৃপাকটাক্ষে শতগ্রন্থিল মলিন কন্থা অকস্মাৎ কারুখচিত বহুমূল্য বস্ত্রে পরিবর্ত্তিত হয়; যাঁহার করুণায় চিরজীর্ণ ভগ্ন কুটির সুরম্য হর্ম্ম্যের আকার ধারণ করে; যাঁহার মঙ্গলনিয়মে রোগজীর্ণ দুর্ব্বল শরীরে নূতন শক্তি—উজ্জ্বল কান্তি বিকশিত হয় এবং দৈন্যশোকাকুল ক্লিষ্ট হৃদয়ে আনন্দের লহরী উদ্বেলিত হইয়া উঠে; যাঁহার করুণা ধন ধান্য, গৌরব মান, ভোগ স্বাস্থ্য, পুত্র কন্যা, আত্মীয় বন্ধুর ভিতর দিয়া নিরন্তর সংসারে প্রবাহিত হইতেছে; আজ আমরা কি তাঁহার অভয় অশোক চরণে প্রেমসুগন্ধ ভক্তিকুসুমাঞ্জলি দান করিয়া চরিতার্থ হইব না? সর্ব্বসুখবঞ্চিত লাঞ্ছিত জনের হৃদয় অপমানের দারুণ নিষ্পেষণে যখন ভাঙিয়া পড়ে, তখন যিনি তাহাতে নূতন বল প্রেরণ করেন; নিদারুণ রোগসঙ্কটে যখন আমরা সহায়হীন হইয়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখি, তখন যিনি আমাদের একমাত্র সহায়; সংক্রামক রোগের ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য পরিচিত বন্ধুগণ নিষ্ঠুরের মত রোগার্ত্ত মনুষ্যকে দূরে পরিত্যাগ করিলেও যিনি তাহাকে কখনও পরিত্যাগ করেন না; অকস্মাৎ নিদারুণ কাল, কাহারও ক্রোড় হইতে তাহার প্রাণের পুত্তলীকে অপহরণ করিলে সে যখন দুঃসহ শোকে দগ্ধ হইতে থাকে, তখন যিনি তাহাতে শান্তির শীতল জল বর্ষণ করেন; সেই সকল কালের বন্ধু করুণাসিন্ধুকে আজ কি আমরা আমাদের অকপট কৃতজ্ঞতাও নিবেদন করিব না? তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিলে, তাঁহার মঙ্গলনিয়মে স্থির বিশ্বাস স্থাপন না করিলে আমাদের কল্যাণ নাই,—কিছুতেই আমাদের কল্যাণ নাই! তাঁহার মঙ্গল নিয়মবিহিত সম্পৎকে পুণ্যের অবশ্যলভ্য পুরস্কার ও বিপৎকে আমাদেরই স্বকৃত পাপকর্ম্মের ভাবি মঙ্গলকর তিরস্কার বলিয়া নতমস্তকে তাঁহার করুণারূপে বহন করিয়া অনন্তকালের অসীম সৃষ্টির অগণ্য ঘটনার মধ্যে তাঁহার অপার অনধিগম্য জ্ঞান কৌশল—অখণ্ড মঙ্গলভাব এবং মহীয়ান্ মহিমা অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করিয়া যুক্তকরে মুক্তপ্রাণে ভক্তির সহিত আসুন সকলে সপ্রেমবিনয়ে তাঁহাকে বলি—

প্রভো! আজি এই বৎসরশেষের করুণসন্ধ্যায় শূন্য হৃদয় ও নিষ্ফল জীবন লইয়া তোমার অভয় মঙ্গল চরণতলে আমরা সকলে মিলিত হইয়াছি; দয়াময়, প্রেমময়, অসহায়ের সহায়, সকলমঙ্গলবিধাতা তুমি, তুমি আজ আমাদের শূন্য হৃদয়কে তোমার প্রেমামৃত রসে পূর্ণ করিয়া দাও! তুমি দয়া করিয়া আমাদের সমস্ত ভাল মন্দ কর্ম্মফল আকর্ষণ করিয়া লও এবং আমাদের জীবনকে সফলতার পথে প্রেরণ কর।

তোমারই প্রসাদে আমরা এই শতভয়-পূর্ণ সংসারে জীবিত রহিয়াছি, ইহা আজ তুমি পরিষ্কার রূপে আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। বিশ্বের মঙ্গল প্রদীপ! তুমি যাহার অন্তর এবং বাহির আলোকিত করিয়া থাক, তাহার এ জগতে আর প্রার্থনীয় কি আছে? তোমাকে যে প্রাণের ভিতরে পাইয়াছে, তাঁহার পক্ষে বন আর নগর, জন্ম আর মৃত্যু, রাজভোগ আর মুষ্টিভিক্ষা, সম্মানের কনকাঞ্জলি আর ধিক্কারের ধূলি সমস্তই সমান—সমস্তই মঙ্গল। সমস্তই তিনি তোমার অমৃত কিরণে রঞ্জিত, সুতরাং মধুময় দেখেন; তাঁহার নিকটেই—

'মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'

বায়ু মধুবর্ষণ করে, সাগর মধুক্ষরণ করে, তাঁহার নিকটেই

'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ'

পৃথিবীর ধূলিকণাগুলিও মধুময় হইয়া উঠে। করুণার সাগর! প্রেমের অন্তহীন নির্ঝর তুমি; তুমি ছাড়া এলোকে ও সে লোকে আমাদের যে আর কেহ নাই, তুমিই যে আমাদের ইহকালের আশ্রয় ও পরকালের গতি, তাহা তুমি আমাদিগকে প্রত্যক্ষ রূপে বুঝাইয়া দাও, আর তোমার কাছে প্রাণের গভীর প্রেমের সহিত বলিতে দাও

'ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥"

তুমিই আমার মাতা, তুমিই আমার পিতা, তুমিই আমার বন্ধু, তুমিই আমার সখা, তুমিই আমার বিদ্যা, তুমিই আমার ধন, হে দেবদেব! তুমিই আমার সকল! দয়াময় প্রভো! তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না, তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না। হে আমার প্রভো! হে আমাদের আশ্রয়! আমরা আজ তোমার সচ্চিদানন্দময় অভয় অশোক মঙ্গল রূপ প্রত্যক্ষ করিবার প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আজ আমাদের অন্তর বাহির এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া প্রকাশিত হও; আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা হইয়া নিত্যকাল আমাদের আত্মাতে উদিত হইয়া থাক। তোমার প্রেমসূর্য্যের মঙ্গল কিরণে আমাদের চিত্তগগনের অন্ধকার দূর হইয়া যাক্!

আজ বর্ষশেষের বিমল চন্দ্রের জ্যোৎস্নাধারায় তোমার মঙ্গল-মহিমা দেখিয়া ধন্য হইতেছি; কল্যকার নববর্ষের নূতন অরুণোদয় এ লোকে থাকিয়া আর দেখিতে পাইব কি না, কে বলিতে পারে? কিন্তু হে ইহপরকালের অবলম্বন—চিরদিনের বন্ধু! এ লোকেই থাকি, আর পরলোকেই যাই, তোমার স্নিগ্ধ মঙ্গলচরণের অমল শীতলচ্ছায়ায় সতত যেন আমি বিচরণ করিতে পারি। মোহের ছলনায় কখনো তোমাকে যেন না ভুলি; মিথ্যামরীচিকার ব্যর্থ অনুসরণে তোমাকে যেন না হারাইয়া ফেলি; তোমা হইতে দূরে গিয়া আমি যেন মহাবিনাশ প্রাপ্ত না হই!

'রুদ্র! যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্'

রুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা তুমি আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর! তুমি আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর! নববর্ষের মঙ্গল ব্রত গ্রহণের জন্য অদ্য তুমি আমাদের অন্তরে নব অনুরাগ, নূতন শক্তি নবীন উদ্যম জাগাইয়া দাও! যেখানেই থাকি, কল্যকার প্রভাতসূর্য্যের হিরন্ময় কিরণে প্রকৃতি যখন সমুদ্ভাসিত—উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, তখন তোমার অনন্ত লোকবাসী ভক্তমণ্ডলীর ভক্তিবিজড়িত দিব্য

কণ্ঠের সঙ্গে এ দুর্ব্বল দীন কণ্ঠেও যেন তোমার মধুর মঙ্গলারতি গীতধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে!

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

নববর্ষ।

উদ্বোধন।

অমাবস্যার গভীর অন্ধকারে রজনী আচ্ছন্ন থাকিলেও প্রভাত-সূর্য্য যেমন তাহা ভেদ করিয়া উদিত হয়; দারিদ্র্য, মহামারী, শোক, তাপ, জ্বালা যন্ত্রণার ভীষণ অত্যাচারে বৎসরাখ্য কাল পীড্যমান থাকিলেও মহাকালের নবসন্তান নূতন বৎসর আসিয়া উন্নতিশীল মানবাত্মার দ্বারে তদ্রূপ পদার্পণ করে। নূতন বৎসর আমাদের জন্য দুই সামগ্রী লইয়া আগমন করে—একটি ক্ষয় অন্যটি লাভ। ক্ষয়টি সংসার জীবনের এক বৎসর, আর লাভ ঈশ্বরের দিকে এক পাদ উন্নতি। এক সংসারগতি অস্তাচলের দিকে, আর পরমগতি উদয়াচলের দিকে যাত্রা করিয়াছে, নূতন বৎসরের প্রভাত তাহারই মানচিত্র। অতএব এখন কি এক আশাময় অমৃতময় ভাব আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান। কিন্তু কাহার আদেশে ষড়-ঋতুর অবসানে নূতন বৎসরের উদয় হয়? যাঁহার আদেশে আকাশে বিশদ চন্দ্রমা, উজ্জ্বল নক্ষত্র সকল জ্যোতিষ্মান্ হয়, যাঁহার আদেশে উদ্যান অরণ্যে তরুপল্লবশিরে সুগন্ধী পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হয়, যাঁহার আদেশে বসুন্ধরা শস্যমতী ফলবতী হয়, যাঁহার আদেশে মলয় মারুতে নদী তড়াগ হিল্লোলিত হয়, তাঁহারই আদেশে আত্মার সংসারগ্রন্থি ছিন্ন করিয়া নূতন উন্নত জীবন প্রস্ফুটিত করিতে নূতন বৎসর সমুদিত হয়। পৌরাণিকের পক্ষে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মুক্তির কাল যেমন স্নান দান হোম মন্ত্রাদির জন্য প্রশস্ত, ব্রাহ্মের পক্ষে সংসারগ্রস্ত আত্মার মুক্তির পাদ-কাল ব্রহ্মোপাসনার জন্য তেমনি বিশেষ প্রশস্ত কাল। আজ সেই জন্যই আমরা আনন্দ মনে পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে এই পবিত্র ক্ষেত্রে সকলে সমবেত হইয়াছি। এখন সকলে পরিপূর্ণ রূপে হৃদয়কে পবিত্র কর এবং জ্ঞাননেত্রে সেই অন্তর্যামী পরমাত্মার পরম পদ দর্শন কর। সংসারের স্বার্থক্ষেত্রে আমরা সর্ব্বদা অশুভকৃৎ। অশুভকৃৎ মলিনাত্মাদিগের জন্য পুণ্যজ্যোতি পরমেশ্বরের যে রুদ্র ভাব উদ্যত রহিয়াছে ব্রহ্মোপাসকের পবিত্র হৃদয়ে তাহা পতিত হয় না, সে হৃদয়ে আত্মপ্রসাদ অবতীর্ণ হয়। অতএব প্রবল রিপুদ্বন্দ্বের মধ্যে আমরা আত্মশান্তি জাগ্রৎ করিয়া একানুরাগে তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হই, অসূয়া আত্মাভিমান প্রভৃতি যে গুহ্য পাপেন্ধনে আমরা দগ্ধ হইতেছি তাহার জন্য করযোড়ে ঈশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলি,

"বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্ যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাংতে নম উক্তিং বিধেম।"

হে দেব, তুমি আমাদের সকল পাপের জ্ঞাতা, তোমাকে প্রণিপাত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আমাদের সকল পাপকে দূর করিয়া দাও, আমরা পবিত্র হইয়া তোমার পূজা করি। যেমন বহু ইন্ধন প্রধূমিত হইয়া যজ্ঞের অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করে সেইরূপ বহু আত্মার সমবেত উপাসনা বিষ্ণুর পরম পদে প্রদত্ত হইয়া তাঁহার করুণা ও কল্যাণ-প্রভাকে জাগ্রত করে। তাঁহার করুণা জাগ্রত না হইলে এ সংসারভার কে ধারণ করিবে?

"যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।"

পুরাকালে ব্রহ্মপ্রাণ দেবতাগণ মানসিক যজ্ঞের দ্বারা প্রজাপতি পরব্রহ্মের পূজা করিয়াছিলেন তাহাতেই জগৎ-বিকারের

ধারণ-সমর্থ মুখ্য ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়। হে ব্রাহ্ম বন্ধুগণ, আইস, আমরাও এই শুভ মুহূর্ত্তে মানস যজ্ঞের দ্বারা, ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া জগতের জন্য ধর্ম্ম ও আত্মার জন্য মোক্ষ লাভে যত্ন করি।

প্রার্থনা।

দেব, আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তুমি অতি মহান্, আমরা তোমাকে কি বলিব। "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" মনের সহিত বাক্য তোমাকে না পাইয়া তোমা হইতে নিবৃত্ত হয়, তোমাকে কি বলিয়াই বা আর স্তব করিব। অতি প্রাচীন কালের ঋষিরা যে সমস্ত পবিত্র বেদমন্ত্রে তোমার উপাসনা করিতেন আমরা এতক্ষণ সেই সমস্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তোমার উপাসনা করিলাম। আজ নববর্ষের প্রাতঃকাল, প্রকৃতি সর্ব্বাংশে তোমার প্রতি মন আকর্ষণ করিতেছে। এক্ষণে তোমার স্তব করি, নিজের কথায় নয় বিশুদ্ধ পৌরাণিক বাক্যে তোমার স্তুতিগান করি।

পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং নিরীহং নিরাকারমোঙ্কার-
বেদ্যং
যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং তমীশং ভজে লীয়তে
যত্র বিশ্বং
ন ভূমি র্নচাপো ন বহ্নি র্নবায়ু ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা
ন নিদ্রা
ন গ্রীষ্মো ন শীতং ন দেশো ন বেশো ন যস্যাস্তি মূর্ত্তিস্ত্রি-
মূর্ত্তিং তমীড়ে
অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং শিবং কেবলং ভাসকং
ভাসকানাং
তুরীয়ং তমঃ পারমাদ্যন্তহীনং প্রপদ্যে পরং পাবনং দোষ-
হীনং।
নমস্তে নমস্তে বিভো রুদ্রমূর্ত্তে নমস্তে নমস্তে চিদানন্দ-
মূর্ত্তে
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞান
গম্য।
ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকঃ শাস্তরূপ প্রসীদ প্রসীদ প্রভো
পূর্ণরূপ॥

তুমি পরমাত্মা, অদ্বিতীয়, সকলের আদি ও জগতের বীজ। তুমি আপ্তকাম, নিরাকার ও ওঙ্কারবেদ্য। তোমা হইতে এই জগৎ জন্মিয়াছে, তোমা হইতে পালিত হইতেছে এবং অন্তে তোমাতেই লীন হইবে। তুমি মহেশ্বর, আমরা তোমাকে ভজনা করি। তোমাতে ভূমি নাই, জল নাই, বহ্নি নাই, বায়ু নাই এবং আকাশও নাই, তোমাতে তন্দ্রা নাই ও নিদ্রাও নাই, তোমাতে গ্রীষ্ম নাই, শীত নাই, দেশ নাই, বেশও নাই; তোমার মূর্ত্তি নাই, তুমি অমূর্ত্ত, আমরা তোমাকে স্তব করি। তুমি অজ ও নিত্য এবং কারণের কারণ, তুমি মঙ্গল স্বরূপ, একমাত্র অদ্বিতীয় এবং প্রকাশক চন্দ্র সূর্য্যাদিরও প্রকাশক। তুমি বিশ্বের অতীত, অন্ধকারের পার এবং আদি ও অন্ত বিহীন। তুমি পবিত্র ও নির্দোষ, আমরা তোমার শরণাপন্ন হই। হে বিভো হে রুদ্র তোমাকে নমস্কার। হে জ্ঞানস্বরূপ আনন্দরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি তপ ও যোগের একমাত্র গম্য, তোমাকে নমস্কার। তুমি শ্রুতি ও জ্ঞানের একমাত্র গম্য, তোমাকে নমস্কার। তুমি একাকীই এই জগৎ ব্যাপিয়া আছ। হে প্রভো পূর্ণরূপ, তুমি প্রসন্ন হও প্রসন্ন হও।

দেব, আজ আমরা বড় ভীত হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, আমাদের চতুর্দিকে মৃত্যুর করাল আস্য, তন্মধ্যে স্রোতের ন্যায় অহর্নিশি সকলে প্রবেশ করিতেছে। আজ চারিদিকে হাহাকার, চিতাধূম নিরন্তর আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া আছে। কাহারও পুত্রবিয়োগ, কাহারও মিত্রবিয়োগ। পতি প্রিয়তমা পত্নীর মৃতদেহে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে এবং পত্নী জীবনের একমাত্র অবলম্বন

পতির বিরহে উন্মত্তার ন্যায় ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। অনেকে ভয়ে স্থানত্যাগ করিতেছে এবং যথায় যাইতেছে তথাকার বিষাক্ত দূষিত বায়ুতে প্রাণ হারাইতেছে। ঐ সম্মুখে একটী গৃহস্থ পরিবার, মৃত্যুর প্রকোপে একে একে সকলেই গিয়াছে, কেবল নিরাশ্রয় বালকমাত্র অবশিষ্ট, সে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কাতর প্রাণে জননীকে ডাকিতেছে কিন্তু হা! সে জানে না তাহার অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছে। বলিতে কি, আজ প্রায় সর্ব্বত্রই এই শোকাবহ দৃশ্য, চতুর্দিকেই বিলাপ ও পরিতাপ। দেব, আমরা জানি না, তোমার নিগূঢ় মর্ম্ম কি কিছুই বুঝি না কিন্তু এই দেশব্যাপী মৃত্যুভয়ে নিতান্ত কাতর হইয়া তোমায় ডাকিতেছি, তুমি তোমার এই রুদ্রমূর্ত্তি সংহার কর, আমরা আর ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। নাথ! এখন নির্নিমেষ নেত্রে কেবল তোমার প্রতি চাহিয়া আছি এবং তোমারই কৃপাভিক্ষা করিতেছি। আমরা সকলেই তোমার পুত্র কন্যা, এক্ষণে আমাদিগকে রক্ষা কর। আজ নববর্ষের প্রাতঃকাল। আজ আমরা তোমার কাছে আর কি প্রার্থনা করিব। আমরা ধন চাহি না, মান চাহি না, আমরা প্রাণের জন্য কাতর হইয়াছি তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। হে দেব, চক্ষের এই দুইখানি কবাট কখন পড়িবে কিছুই জানি না, সে জন্য এই বর্ষপ্রারম্ভে তোমায় বারম্বার ডাকিতেছি তুমি আমাদের কাতর বাক্যে কর্ণপাত কর এবং যদি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত আসিয়া থাকে, যদি আজি এই লোক হইতে বিদায় লইতে হয় তবে তুমি সঙ্গে থাকিও, আমরা নির্ভয়ে আনন্দ মনে চলিয়া যাইব। এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

তত্ত্বজ্ঞানের পথ।

(এপিক্‌টেটসের উপদেশ)

একদা, কোন একজন রোম-বাসী স্বীয় পুত্র-সমভিব্যাহারে প্রবেশ করিয়া, এপিক্‌টেটসের উপদেশ শুনিতে লাগিল। এপিক্‌টেটস্ বলিলেন "এইরূপ আমার উপদেশ-পদ্ধতি"; এবং এই কথা বলিয়া চুপ্ করিয়া রহিলেন। কিন্তু আগন্তুক ব্যক্তি যখন তাঁহাকে আবার উপদেশ দিতে অনুরোধ করিল, তখন তিনি আবার এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন ঃ—

যাহারা অশিক্ষিত ও অপটু, তাহারা যখন কোন বিদ্যা শিক্ষা করিতে প্রথম আরম্ভ করে, তখন তাহাদের নিকট উহা অত্যন্ত ক্লান্তিজনক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সেই বিদ্যার দ্বারা যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহার প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার্য্যতা তৎক্ষণাৎ সকলেরই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে, এবং সেই সকল সামগ্রীর মধ্যে প্রায়ই এমন কিছু থাকে, যাহা চিত্তাকর্ষক ও প্রীতিজনক। কোন চর্ম্মকার যখন পাদুকা নির্ম্মাণ করে, তখন যদি কেহ সেখানে দাঁড়াইয়া দেখে, তখন তাহা দেখিয়া তাহার সুখ হয় না; কিন্তু বাস্তব পক্ষে পাদুকা একটি কাজের জিনিস্; এবং উহা তৈয়ারি হইয়া গেলে, দেখিতেও মন্দ লাগে না। এইরূপ ছুতার-মিস্ত্রীরও কাজ দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া দেখা অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু কাজটি শেষ হইলে, তাহার প্রয়োজনীয়তা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি হয়। সঙ্গীত-শিক্ষা সম্বন্ধে এই কথাটি আরও খাটে। সঙ্গীত-শিক্ষার উপদেশ শোনা অত্যন্ত কষ্টকর; কিন্তু সঙ্গীত কাহার না ভাল লাগে?—অশিক্ষিত ব্যক্তিরও ভাল লাগে। যিনি তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা করেন, তাঁহারও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য

আছে; এমন করিয়া সমস্ত বাহ্য ঘটনার সহিত ইচ্ছাকে খাপ্-খাওয়াইতে হইবে, যাহাতে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ঘটনা না হয়, অথবা যাহা আমি ইচ্ছা করিব তাহা ছাড়া আর কিছু ঘটিতে না পায়। এই শিক্ষা ও সাধনার ফলে তত্ত্বজ্ঞানী যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই প্রাপ্ত হয়েন, এবং যাহা ইচ্ছা করেন না তাহা পরিহার করিতে পারেন। এইরূপে তিনি বিনা কষ্টে, বিনা ভয়ে, বিনা উদ্বেগে জীবন যাপন করেন। এই তো তত্ত্বজ্ঞানীর কাজ। কিন্তু এখন কথা হইতেছে, এই কাজটি কি উপায়ে সংসাধিত হইতে পারে?

২। ছুতার-মিস্ত্রী যে ছুতার-মিস্ত্রী হয়, সে একটা-কিছু শিখিয়াই হয়; নাবিক যে নাবিক হয়, সেও একটা-কিছু শিখিয়া তবে হয়। তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষেও কি সে কথা খাটে না? আমরা ভাল হইব, জ্ঞানী হইব—ইহা কি শুধু ইচ্ছা করিলেই হয়?—না, তাহার জন্য একটা-কিছু বিশেষ শিক্ষা চাই—সাধনা চাই? এখন তবে দেখা যাক্, প্রথমে আমাদের কি শিক্ষা করিতে হইবে।

৩। তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, সর্ব্বাগ্রে এই কথাটি জানা আবশ্যক যে, ঈশ্বর আছেন, তিনি সকল পদার্থেরই তত্ত্বাবধান করেন; তাঁহার নিকট হইতে—কি কার্য্য, কি চিন্তা, কি কামনা—কিছুই গোপন করা যায় না। তাহার পর জানিতে হইবে দেবতাদের প্রকৃতি কি? দেবতাদের প্রকৃতি যেরূপ অবধারিত হইবে, যথাসাধ্য তাঁহাদের সেবা ও তুষ্টিসাধন করিয়া, ভক্তজন তাঁহাদের অনুরূপ হইবার চেষ্টা করিবেন। যদি দেবতা সত্যনিষ্ঠ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারও সত্যনিষ্ঠ হইতে হইবে; যদি তিনি মুক্ত হ'ন, তাহলে তাঁহাকেও মুক্ত হইতে হইবে; যদি তিনি শুভঙ্কর হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকেও শুভঙ্কর হইতে হইবে; যদি তিনি মহানুভাব হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকেও মহানুভাব হইতে হইবে; এইরূপে দেবতার সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করিয়া, তিনি সেই ভাবের অনুরূপ কথা কহিবেন ও কার্য্য করিবেন।

৪। আচ্ছা তবে, কোথা হইতে প্রথমে আরম্ভ করা যাইবে? আমি বলি, প্রথমে বাক্যের অর্থের প্রতি মনোযোগী হও।

—"তবে কি বাক্যার্থ আমি বুঝি না?"

—"না, তুমি বোঝো না।"

—"কি করিয়া তবে আমি বাক্য ব্যবহার করি?"

অশিক্ষিতেরা যেরূপ লিখিত বাক্য ব্যবহার করে, কিম্বা গোমহিষেরা যেরূপ বাহ্য পদার্থ সকল ব্যবহার করে, তুমিও সেইরূপ করিয়া ব্যবহার করিয়া থাক। কারণ, ব্যবহার এক জিনিস্, আর বুঝা আর এক জিনিস। তুমি যদি মনে কর, বাক্যার্থ তুমি বোঝ—ভাল, কোন-একটা কথা লইয়া দেখা যাক্, তুমি উহার অর্থ বুঝ কি না। কিন্তু তোমার মতো বৃদ্ধের পক্ষে হার-মানা কষ্টকর হইবে। আমি ইহা বিলক্ষণ জানি, তুমি এইখানে এইভাবে আসিয়াছ, যেন তোমার কিছুই অভাব নাই। হাঁ, তুমি মনে করিতেছ, তোমার কিসের অভাব। তোমার ধন ঐশ্বর্য্য আছে, সন্তান-সন্ততি আছে, হয়তো পত্নীও আছে, অনেক দাসদাসীও আছে; সিজার তোমাকে জানেন, রোমে তোমার অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে; যথাযোগ্যরূপে তুমি তোমার অধীন জনদিগকে দণ্ড পুরস্কার বিধান করিয়া থাক—ভাল যে করে তাহার ভাল কর, মন্দ যে করে তাহার মন্দ কর। আর তোমার চাই কি? এখন তোমাকে যদি আমি

দেখাইয়া দিই, প্রকৃত সুখের জন্য তোমার যে সকল বস্তু নিতান্ত আবশ্যক, তাহা তোমার কিছুই নাই; এবং যাহা তোমার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, কেবল সেইগুলিই ছাড়া আর অন্য সমস্ত বস্তু তুমি এতাবৎকাল অনুসরণ করিয়াছ; ঈশ্বর কি পদার্থ, মানুষ কি পদার্থ, ভাল কাহাকে বলে, মন্দ কাহাকে বলে, তাহা তুমি জান না; এই সমস্ত যদি তোমাকে দেখাইয়া দি, তাহা হইলে তোমার অসহ্য হইবে; যদি আমি অপর বস্তু সম্বন্ধে বলি, তুমি কিছুই জান না, তাহাও বরং তোমার সহ্য হইবে; কিন্তু যদি বলি, তুমি আপনাকে আপনি জান না, তাহা তোমার কখনই সহ্য হইবে না; তাহা হইলে তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া এখান হইতে চলিয়া যাইবে। কিন্তু ইহা বলিয়া তোমার আমি কিই অনিষ্ট করিলাম? একজন কুৎসিৎ ব্যক্তির সম্মুখে দর্পণ ধরিলে কি তাহার অনিষ্ট করা হয়? একজন চিকিৎসক যখন কোন রোগীকে বলেন, "বাপু, তুমি কি মনে করিতেছ তোমার পীড়া হয় নাই? আমি দেখিতেছি, তোমার জ্বর হইয়াছে। আজ কিছু আহার করিও না; শুধু একটু জল খাইয়া থাকিয়ো"—এই কথায় কোন রোগী তো বলে না, "তুমি আমাকে অপমান করিলে।" কিন্তু যদি কাহাকে বলা যায়ঃ "তোমার চেষ্টা-সকল চিত্তদহন-কারী, তোমার পরিত্যক্ত বিষয়গুলি নীচতা-সূচক, তোমার উদ্দেশ্য-সকল নীতি-বিরহিত; তোমার হৃদয়ের আবেগ-সমূহ প্রকৃতির সহিত মিল হয় না; তোমার মতামত-সকল শূন্যগর্ভ ও মিথ্যা—তাহা হইলে তখনই সে বলিয়া উঠিবে—"ও আমাকে অপমান করিয়াছে।"

৫। কোন একটা বৃহৎ মেলায়, লোকেরা যেরূপ ভাবে কাজ করে, আমরাও সংসারে সেইরূপ ভাবে কাজ করিয়া থাকি। মেলায় গো মেষাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হয়; অধিকাংশ লোকেই কেহ বা কিনিতে আইসে, কেহ বা বেচিতে আইসে। শুধু মেলা দর্শনের জন্য অতি অল্প লোকেই আসিয়া থাকে; কিজন্য মেলা স্থাপিত হইয়াছে, কে উহার স্থাপন-কর্ত্তা, উহাতে কি কাজ হয়, এ সব তত্ত্ব জানিবার জন্য অতি অল্প লোকেই আইসে। এই সংসার-মেলাতেও তাহাই হইয়া থাকে। গো-মেষাদির ন্যায় কেহ-কেহ কেবল ঘাস-দানা খাইতেই ব্যাপৃত; যাহারা শুধু ধন জন ঐশ্বর্য্যই ভোগ করে তাহারা গোমেষাদির ন্যায় শুধু ঘাস-দানা খায় না তো আর কি। শুধু দর্শন-সুখ লাভ করিবার জন্য অতি অল্প লোকেই আইসে; সংসার কি পদার্থ, সংসারের কর্ত্তা কে, এ তত্ত্ব জানিবার জন্য অতি অল্প লোকেই লালায়িত।

কোন ক্ষুদ্র রাজ্য, কোন একটি সামান্য গৃহ, কর্ত্তা-ব্যতীত, তত্ত্বাবধায়ক ব্যতীত, ক্ষণকালও তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। তবে কি শুধু এই মহা বিশ্বনিকেতনটি দৈবের দ্বারা, আকস্মিক ঘটনা-পুঞ্জের দ্বারা, এমন সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হইতেছে? অতএব দেখা যাইতেছে জগতের একজন কর্ত্তা আছেন। কিন্তু তাঁহার স্বরূপ কি?—কি করিয়া তিনি শাসন করেন? এবং আমরাই বা কি পদার্থ? এবং কি উদ্দেশেই বা আমরা সৃষ্ট হইয়াছি?—ঈশ্বরের সহিত আমাদের কি কোন বন্ধন-সূত্র আছে, না কিছুই নাই?

যে অল্পসংখ্যক লোক এই সকল তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে, সাধারণ লোকে তাহাদিগকে উপহাস করে! মেলা-ভূমিতেও, ব্যবসাদারেরা দর্শকদিগকে এইরূপই উপহাস করিয়া থাকে; এবং গোমেষাদিরও যদি

চিন্তাশক্তি থাকিত, তাহা হইলে তাহারাও দর্শকদিগকে এইরূপ ভাবেই উপহাস করিত; তাহারা নিশ্চয় বলিত, এই মূর্খেরা যদি এখানে আসিয়া ঘাস-দানা উপভোগ না করিল, তবে এখানে আসিয়া করিল কি?

পণ।

আজ হ'তে আমি করিলাম পণ
না ছাড়িব প্রভু তোমার চরণ,
তব তরে আমি দিব বিসর্জ্জন
মোর যাহা আছে সকলি।

হৃদয় সাগরে লহরী হরষে
উতলা তোমার কিরণ পরশে,
রুদ্র তোমার দরশের আশে
উঠিছে চিত্ত ব্যাকুলি।

দূর করি দিব বাসনার তৃষা
কেন মিছে আশা, কেন এ নিরাশা!
ঘুচিবে আঁধার হেরি তব উষা
উদিছে পূর্ব্ব গগনে।

করিব না আর মৃত্যুরে ভয়
প্রসারিয়া বাহু আলিঙ্গিব তায়,
হে প্রভু, যদি সে মোরে ল'য়ে যায়
তোমার সুখের ভবনে।

শূন্য হৃদয় করিব পূর্ণ
উঁচু আশা ভেঙ্গে করিব চূর্ণ
আজি হ'তে মোর কুটীর পর্ণ
মিটাক যতেক পিপাসা।

প্রেম বারি তব হোক বরষিত,
অবগাহি তাহে চিত কলুষিত
নূতন হরষে হোক হরষিত
লভুক্ অভয় ভরসা।

এসহে।

তুমি এসহে
দীর্ঘ দিবস শুধু চলে গেল
শুধু হাহুতাশ শুধু আঁখিজল,
আসিয়া হৃদয়ে জীবন সফল
করহে,
তুমি এসহে।

ভক্তির মালা রাখিয়াছি গাঁথি,
তাপিত বক্ষ রাখিয়াছি পাতি
বসায়ে তাহাতে করিব আরতি
আজি হে,
তুমি এসহে।

তুমি এসহে
রচিয়াছি তব বন্দনা গান
শুনাব তোমারে খুলিয়া পরাণ,
ঘুচে যাবে মোর মান অভিমান
নাথ হে,
তুমি এসহে।

তুমি এসহে
পাইলে তোমারে নাহি কোনো ভয়,
গাহিয়া চলিব শুধু তব জয়,
পাইব তোমাতে চির অক্ষয়
ধন হে
তুমি এসহে।

রাজনীতি-সংগ্রহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাজা তাদৃশ ধনশালী না হইলেও যদি সদ্‌গুণসম্পন্ন হন তাঁহাকেও সেবা করিবে, কারণ কালান্তরেও তাঁহা হইতে শ্লাঘনীয় জীবিকা লাভের সম্ভাবনা আছে। বরং ক্ষুধায় ক্লিষ্ট ও শুষ্ক হইয়া স্থাণুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকিবে অথাচ পণ্ডিত ব্যক্তি নি-

গুণ দুর্হৃদয় হইতে বৃত্তিলাভের স্পৃহা রাখিবেন না। যে রাজা নীতিদ্বেষী ও দুর্হৃদয় তিনি স্বচেষ্টায় প্রভূত সম্পদ লাভ করিলেও পরিণামে তাহারই সহিত বিপন্ন হন। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে যাহা ভাল রাজার সম্বন্ধে ভৃত্যের তাহাই কর্ত্তব্য, যাহা লোকবিদ্বিষ্ট তাহা কদাচ করিবে না। নদীপ্রবাহ সমুদ্রে গিয়া অপেয় হয়, চম্পকসম্পর্কে তিল সুবাস লাভ করে, ফলত গুণই সাংক্রামিক, অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি নির্গুণের আশ্রয় লইবেন না। মেধাবী ক্লেশে পড়িলেও জীবিকার বিশুদ্ধি রক্ষা করিবেন, তাহাই তাঁহার শ্লাঘার কথা, ইহা দ্বারা লোকের নিকট তিনি কখন অনাদরভাজন হন না। তিনি যে বস্তুর স্পৃহা রাখেন ইহলোকে তাহা দুর্লভ হইলেও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অতএব তিনি সতত উদ্যমশীল হইবেন। যে অনুজীবি রাজাকে প্রসন্ন করিবার ইচ্ছা করেন তিনি বিদ্যা বিনয় ও শিক্ষাদি দ্বারা আপনাকে সুসম্পন্ন করিবেন। যিনি সৎকুলজাত বিদ্বান উদারস্বভাব সুশীল ও সুধীর, যাঁহার শরীরসম্পদ ও বীর্য্যসম্পদ উভয়ই আছে, যিনি স্থির-প্রকৃতি ও দয়াবান, যাঁহাতে পিশুনতা শঠতা মিথ্যা দ্রোহ ও চাপল্য নাই, যিনি মনে বিদ্বেষ-বুদ্ধি জন্মাইয়া পরস্পরের ভেদ সম্পাদন করেন না, তিনিই রাজার অনুজীবি হইবার যোগ্য। যাঁহার দক্ষতা ভদ্রতা দৃঢ়তা ক্লেশসহিষ্ণুতা ও ক্ষমা আছে, যিনি সন্তোষশীল ও উৎসাহী তিনিই রাজার অনুজীবি হইবার যোগ্য। যিনি এইরূপ গুণবান এবং যিনি অসদুপায়ে অর্থ সংগ্রহ করেন না তিনি শ্রীসম্পন্ন রাজার বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারেন। তিনি যথাকালে সুবেশে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন পূর্ব্বক বিনয়ের সহিত রাজার সেবা করিবেন। রাজসভায় পরকীয় স্থান ও আসন কদাচ অধিকার করিবে না। ক্রূরতা ঔদ্ধত্য ও মাৎসর্য্য সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে। উচ্চপদস্থের সহিত বিতণ্ডা করিবে না। প্রবঞ্চনা ছল দম্ভ ও স্তেয় পরিত্যাগ করিবে। রাজার পুত্রদিগকে ও রাজবল্লভদিগকে দৃষ্টমাত্র নমস্কার করা উচিত। যাঁহারা রাজার ক্রীড়াসচিব তাঁহাদের সহিত কদাচ অপ্রিয় কথা কহিবে না। তাঁহারা রাজসভায় উপহাস-ছলেও লোকের মর্ম্মবিদ্ধ করিতে পারেন। অনুজীবি, ভর্ত্তার পার্শ্ববর্ত্তী আসনে উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিবে। তিনি কি করেন ইহার প্রতীক্ষায় সতত তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। তদীয় আদেশ অবিলম্বে যথাযথ প্রতিপালন করিবে। তাঁহার নিকট উচ্চ হাস্য, কাস, নিষ্ঠীবন, জৃম্ভন, গাত্রভঙ্গ, পর্ব্বাস্ফোট (আঙ্গুল মটকান) পরিত্যাগ করিবে। লোকের কুৎসা কখন করিবে না। তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিবে এবং তিনি কথা কহিলে কথা কহিবে। আপদকালে কি উন্মার্গপ্রস্থিত দেখিলে জিজ্ঞাসিত না হইয়াও প্রভুর সম্বন্ধে যাহা হিতকর তাহা কহিবে। যাহা প্রিয় সত্য ও পথ্য এবং যাহা ধর্ম্মার্থসঙ্গত তাহাই বলিবে। আর যাহা অশ্রদ্ধেয় ও অসত্য তাহা পরিত্যাগ

করিবে। তাঁহার গুপ্তকার্য্য ও মন্ত্রণা কখন প্রকাশ করিবে না। তাঁহার বিনাশ মনেও কামনা করিবে না। তাঁহার বেশ ও ভাষার অনুসরণ করা কখন উচিত নয়। প্রভু যখন আদেশ করিবেন তখন বিবাদস্থলে বাদিগণের মত যথার্থত ব্যক্ত করিবে। জানিলেও প্রভুর অসংযত কথা মুখাগ্রে আনিবে না। তাঁহার সমক্ষে কোনরূপ অভিমান প্রকাশ করিবে না। নিরাকৃত শত্রুদূতের সহিত কোনওরূপ সম্পর্ক রাখিবে না। তিনি ভর্ত্তার ইঙ্গিত আকারাদি চিহ্ন দ্বারা অনুরাগ ও বিরাগ অনুমান করিবেন। প্রভু অনুরক্ত থাকিলে বসিবার জন্য নিকটে আসন দেন, কুশল জিজ্ঞাসা করেন, নির্জ্জন স্থানে কোনওরূপ শঙ্কা করেন না, তাঁহার কথা সাদরে শ্রবণ করেন, যোগ্যস্থলে তাঁহার শ্লাঘা করেন এবং কেহ তাঁহার শ্লাঘা করিলে আনন্দিত হন, কখন কখন হৃষ্টচিত্তে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন; তাঁহার কথায় বহুমান প্রদর্শন ও তদনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এইগুলি অনুরাগের চিহ্ন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে বর্দ্ধমানের মহারাজ সিংহাসনারোহণ উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যের জন্য পঞ্চাশ টাকা দান করিয়াছেন। ঈশ্বর মহারাজকে দীর্ঘজীবি করুন।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৩, চৈত্র মাস।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৪১৮।৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৫৩৯॥/৯
সমষ্টি	...	৯৫৭৸৶৩
ব্যয়	...	৩৬৭॥৵৯
স্থিত	...	৫৯০।৬

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত

আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন

এককেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

৫০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত ৯০।৬

৫৯০।৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৮৪৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮০৲

এককালীন দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৲

১৮৪৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৯৪৲
পুস্তকালয়	...	২৩।৬
যন্ত্রালয়	...	১১৬॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থপ্রকাশের মূলধন		॥০
সমষ্টি		৪১৮।৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৬৭॥৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	২৩॥/০
পুস্তকালয়	...	॥/০
যন্ত্রালয়	...	৭৫৸/৯
সমষ্টি		৩৬৭॥/৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Sermons of Maharshi Debendranath Tagore.

(Translated from Bengalee.)

SERMON XXXII.

The Wisdom of Being Righteous in Youth.

"যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ।"

"Thou Shalt be righteous in youth."

Be ye righteous in youth, for life is unstable. It is during the period of youth that love for righteousness enters the heart. It is in youth that the intelligence becomes bright, the heart becomes joyous, the will grows strong in the strength of righteousness and makes a manly stand against the thousand worldly obstacles that hinder one's progress in the path of rectitude, and it is in youth that love for God is born in the soul. As all nature is illumined by the splendour of the morning sun, so is our whole being brightened by the radiance of youth. In youth the beauty of the body shines brightly : in youth religious feelings bloom in our hearts. As flowers blossom in the creeper in the morning, so good, holy feelings reign in the heart while it is young, and the one diffuse as sweet a fragrance as the other, gladdening their sorroundings. It is in youth too that knowledge expands, and then we feel as if we are passing from a region of darkness to a sphere of light. Pure, benign feelings that had hitherto lain dormant, brighten into life. The body, the power of apprehension, imagination, righteousness—all these manifest a growing vigour in youth .Our whole nature is then invested with energy and spirit. The body receives fresh vigor and animation. The power of apprehension quickens and grasps fresh truths. Imagination grows fervid and ardent, and sweetens every thing with the sweetness of poetry. It is in youth too that the soul is adorned with righteous feelings. But if in youth the body is not strengthened by physical exercises, its development is checked, and if the mind is not enlightened by knowledge, its improvement is retarded. Likewise, if in youth you cherish not in the heart good, righteous feelings and keep not your will free but suffer it to be drifted along the current of worldliness, then all the best attributes of the soul gradually become feeble and lifeless. How easily and naturally does godliness claim our heart for its own in our young days ! How heartily do we then commiserate with the miserable and the heavy-laden, what great sacrifices can we then make for the good of the country, how sincere and deep is then our animosity against superstitions and baneful customs, how light and ready do we then feel our heart for righteous deeds ! What a precious time for self-devolopment has he lost who has mis-spent his youth, who has not during that period grown in knowledge, love and freedom. If in youth one's heart could not be kindled by the fire of enthusiasm for righteonsness and godliness, would it have the power to rise when the cool waters of worldly life would be poured upon it ? Would it then have the capabilily to embrace righteousness, overcoming the incitements of worldliness ? Who is there who does not know that if

one mis-spents one's boyhood and early youth which are so favorable for study, one can not late in life acquire in the course of even eighty years that knowledge which one can master in ten years at the proper time ? What holds good in respect to knowledge is true with regard to righteousness. If you be not faithful to the vow of purity in your youth—the time of life when you most feel its freshness and energy, if then the temptation of a little gain or the fear of a little pain or worldly disadvantage lead you to break your vow, if when you are young you strengthen not your soul with the strength of holiness and the courage of righteousness, then you will have done to yourself the rankest evil. Now you see it is young men who are embracing Brahmoism and are devoting themselves life and soul to the faithful observance of its vow. Now the old leaves are falling off and it is the new leaves which are contributing to the loveliness of the tree. Young men are pledging themselves, in the face of counttess impediments, to the vow " I shall not worship any created object as the Supreme God who is the Creater of all that is," and are willingly submitting for its sake to the acceptance of heavy risks and grave dangers. And have they none who encourages them to persist in their noble resolve ? Yes, it is God who is fearlessness itself that encourages them, that inspires them with hope and spirit. Exhibit in your youth the force of righteousness, a force that heeds no obstacles, takes into account no barriers, and disregards the deep dread of death.

Ours is a two-fold nature. We have a higher nature and a lower nature. We have a soul and we have a body. We are for this world and we are also for the Immortal Abode. The tree has its root imbedded in the ground but its boughs expand themselves in space and glitter in the light of the sun. We too have this two-fold direction—our body is bound to the earth, its foundation, but our soul is turned to the sun of Supreme Spirit. In youth, while physically we become fitted for the world, and our body and mind expand gaily with the young, smiling flower-creepers, our soul exhibits a new loveliness, brightened by the awakening in it of religious feelings-the sentiments of faith in and love for God. The world is on this side and God on the other, and righteousness unites the one with the other. Righteousness is our friend in this world: righteousness is also our guide after death in the next world. Righteousness proves our saviour in our present existence ; righteousness holds us by the hand and leadeth us to God like the nurse that holds the child by the hand and leadeth it to its mother. This righteoushess you should all observe, "যুবৈব ধর্ম্ম শীলঃ স্যাৎ।" "Be ye all righteous in your youth." We are not like the tree or the plant, that our material visible body should be all that we possess. We are spirits endowed with freedom. We are knowing souls. We are the children of that great, birthless, immortal Soul. The Supreme Soul is our source. Though the human body comes into existence just as the tree or the plant does, and decays like the grain, yet it is true that the human soul is eternally connected with the Supreme Soul. There will come a time in life when worldly desires and appetites for sensual enjoyment will disappear, when the craving for pleasure will diminish, when the tendency to be inflated with pride, arising from the consciousness of the possession of wealth and property, will wane, when the body will

decay, when the palate will lose the intensity of the pleasure of taste, when all sensual enjoyment will lose its keenness, and when the passions will grow feeble ; but when all these will happen, the sense of dependence in God will be deepened, godliness will be a permanent feature of the character, and then the soul will quit the bodily cage without any effort and pain and depart to its elernal, everlasting abode. As all living creatures, blessed with health, pass on without any effort from boyhood to youth and from youth to the age of decay, so do the righteous pass easily from this life of decay on to the other side of the river of death. The godly old man, hoary-headed and toothless, repines not for the want of the pleasures of youth, but relieved from the excitement of the passions, peacefully enjoys felicity in God. But look at the other picture. The man who in his youth had been a slave to sin and had thus destroyed the liberty of his soul, who had spent all his youth in the gratification of the physical appetites, regardless of any moral restraint, is not freed from the thirst for worldly pleasures even when he becomes old and his body becomes feeble and his passions are exhausted. Even it happens that then his thirst for sensual gratification increases and he is consumed with sinful lusts. In what agony is then the hell-like heart of this old man who has not known moderation ! As an old man, he should have been the preceptor of youths and led them to the path of righteousness, and should have sought their spiritual well-being just as their fathers would have done ; but instead his example is so unholy as even to disturb the pious steadiness of the man of holiness, and his indecent, foul speech is enough to transform a holy place into a defiled abode of profanity. Think for a moment, how infernal are the sufferings of this old sinner ! Suppose that in this terrible state he dies. Suppose that after death he retains his sensual cravings, his sinful lusts, but he has then no longer his eyes, his ears, and any other of his senses, that he can gratify those lusts and cravings. To what torture is he then put! Worldly desires fill his heart but he has not the means to gratify even a single one of them. What a terrible hellish anguish is this ! Suppose again that the sense of self reproach then attacks his heart with tremendous severity. To the incapacity of satisfying sensual cravings is added the insufferable pang of self-reproach. Who can then soothe the burning pain of the hell-fire that blazes within him ? He is not then sorrounded by horses, elephants and equipages, neither is he then in the midst of dances and songs, that he can forget himself and the torture of self reproach. Oh, who can then quench the hell-fire in his heart ?

O Supreme Spirit, do Thou ordain that none may have to suffer such agony ? May we all fully observe Thy laws of righteousness and be ever guiltless before Thee. We have known Thy love for us. In lands blessed with righteousness and knowledge is Thy mercy manifest, and in countries, dark and sad, is also Thy mercy apparent. A bit of wood that catches fire is soon reduced into ashes and then cooled: likewise the sinner's heart, burnt by the fire of agony, becomes the very dust of Thy path when the waters of thy mercy are poured upon it. Thy love, Thy mercy are perpetual. We have known that we have nothing to fear if we have faith in Thy goodness. To seek Thy refuge is the only remedy for all pain and anguish. O Supreme Spirit, be Thou our helper.

The God of the Upanishads.

By RABINDRA NATH TAGORE.

(Translated from Bengalee)

(Continued from page 4.)

But if we have to realize the presence of Brahma always and everywhere, and if, after shoving away the mass of material objects that sorround us, we have to realize ourselves to be absolutely protected and enveloped by and immersed in Brahma, it becomes absolutely impossible to conceive Him as a being having any form whatsoever. In the Upanishads we read যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বংপ্রাণ এজতি নিঃসৃতং, all this universe proceeding from that Life is pulsating within that Life. Can we form the conception of the whole illimitable universe ceaselessly throbbing within that Infinite Life, by means of any image of which arms and legs form an integral part? As soon as we think of যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি all the universe pulsating within that Life, we behold, agitated on the bosom of an ocean of vast, united life, all herbage, plants, trees and creepers, all flowers and leaves, beasts and birds, mankind, the sun, moon, planets and stars, and each throbbing atom and molecule, and we hear a vast, varied universal music issuing from the ever-vibrating strings of the harp of a vast life. It is this unfixableness and indescribableness of the Infinite Life that expands our minds. If we endeavour to realize that Life who is beyond the universe and yet pervades the whole universe, as being confined to some fixed, circumscribed, formed objects, we then fail to find Him in our breath, in the twinkling of our eyes, in the warm flow of our blood, in the varied touch of our body, in each throbbing cell of our physical frame, and in every breathing pore of the skin. The solid partition of form, the insurmountable barrier of image drives Him away from us and carries Him from within us out to the external world. My life, that immaterial and inconceivable entity, pervades my body undividedly from top to toe, and keeps the cells in my toes conjoined to those in my brain, and again the Supreme Life who underlies this mysterious life of mine has bound every pulsation of each cell in my body with the oscillation of every particle of vapor round about the furthest star in an ineffable bond of unity, in a strange, immeasurable metrical combination of melody. Do not the perception of all this and the fact of our never being able to come to the end of our effort to conceive the infinity of life thrill and expand our mind? Can the conception of any image better help than this perception our liberation from all bondage to littleness, and from the prison walls of the divisible or establish between our souls and the Infinite Spirit such inmost and most extensive union? Any formed image of Brahma does not help us to obtain Him, but draws Him away from us and renders His attainment most difficult.

(To Be Continued)

একমেবাদ্বিতীয়ং

ষোড়শ কল্প
প্রথম ভাগ।
আষাঢ় ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৪।

৭১৯ সংখ্যা — ১৮২৫ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

ইমাঃ সৌম্য নদ্যঃ পুরস্তাৎ প্রাচ্যঃ স্যন্দন্তে পশ্চাৎ প্রতীচ্যস্তাঃ সমুদ্রাৎ সমুদ্রমেবাপি যন্তি সমুদ্র এব ভবন্তি তা যথা তত্র ন বিদুরিয়মহমস্মীয়মহমস্মীতি। ১।

যথা 'সৌম্য' 'ইমাঃ নদ্যঃ' গঙ্গাদ্যাঃ 'পুরস্তাৎ' পূর্ব্বং দিশং প্রতি 'প্রাচ্যঃ' প্রাগঞ্চনাঃ 'স্যন্দন্তে' স্রবন্তি 'পশ্চাৎ' প্রতীচীং দিশং প্রতি গচ্ছন্তি সিন্ধ্বাদ্যাঃ 'তাঃ' 'সমুদ্রাৎ' অম্ভোনিধের্জলধরৈরাক্ষিপ্তাঃ পুনর্ব্বৃষ্টিরূপেণ পতিতাঃ নদীরূপিণ্যঃ পুনঃ 'সমুদ্রং এব' অম্ভোনিধিমেব 'অপি' 'যন্তি' 'সমুদ্রাঃ এব ভবন্তি'। 'তা' নদ্যঃ 'যথা' 'তত্র' সমুদ্রে 'ন বিদুঃ' ন জানন্তি 'ইয়ং অহং অস্মি' ইতি'।১।

হে সৌম্য এই পূর্ব্ববাহিনী এবং পশ্চিমবাহিনী নদী সকল মেঘ দ্বারা আক্ষিপ্তা ও পুনরায় বৃষ্টিরূপে তাহা হইতে পতিত হইয়া নদীরূপে সমুদ্রেতে যায়, সমুদ্রই হয়। তাহারা যেমন সেই সমুদ্রে পড়িয়া বুঝিতে পারে না যে, এই নদী আমি বা ঐ নদী আমি। ১।

এবমেব খলু সৌম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহ ইতি ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা সম্পদ্য ভবন্তি তদা ভবন্তি। ২।

'এবং এব খলু সৌম্য ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ' যস্মাৎ সতি সম্পদ্য ন বিদুস্তস্মাৎ 'সতঃ আগম্য ন বিদুঃ সতঃ আগচ্ছামহে ইতি' আগতা ইতি বা। 'তে ইহ ব্যাঘ্রঃ বা সিংহঃ বা বৃকঃ বা বরাহঃ বা কীটঃ বা পতঙ্গঃ বা দংশঃ বা মশকঃ বা সম্পদ্য ভবন্তি তদা ভবন্তি'। ২।

সেইরূপ, হে সৌম্য, এই সকল প্রজা সৎ হইতে আসিয়া বুঝিতে পারে না যে সৎ হইতে আসিয়াছি। ইহলোকে ব্যাঘ্র হউক, সিংহ হউক, বৃক হউক, বরাহ হউক, কীট হউক, পতঙ্গ হউক, দংশ হউক, মশক হউক তাহারা যে গতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে মৃত্যুর পরে সেই গতিতেই পুনরাবৃত্ত হয়। ২।

তাৎপর্য্য এই যে—জীব দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক বাসনামাত্রমণ্ডিত অজ্ঞান পশ্বাদি জীব, অন্য বিবেকবিশিষ্ট বিজ্ঞানময় পুরুষ। পশ্বাদি সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট হইয়াও অজ্ঞানতা হেতু স্বীয় জন্মের কারণ পরমাত্মাকে অজ্ঞাত থাকা প্রযুক্ত মৃত্যুর অধীনেই ঘুরিয়া বেড়ায়। আর বিবেকবিশিষ্ট বিজ্ঞানময় মনুষ্য স্বীয় জন্মের সৎ কারণকে জ্ঞাত থাকিয়া যখন ইহলোক

হইতে প্রয়াণ করে, তখন আর সংসারে ফিরিয়া আইসে না। যদি কাহারও বাসনাদি পাশ-বন্ধন হেতু সংসারে পুনরাগমন হয়, তখন অন্তর্নিহিত অবিনাশী আত্মজ্ঞানের অধিকার সত্তে সাধন দ্বারা পাশ-বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক সে অনাবর্ত্তনীয় মুক্তির অবস্থাতে পুনঃ প্রবেশ করে। তখন আর সে প্রত্যাবর্ত্তন করে না। ২।

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয়এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সৌম্যেতি হোবাচ। ৩। ১০।

'সঃ যঃ এষঃ অণিমা এতৎ আত্ম্যং ইদং সর্ব্বং তৎ-সত্যং সঃ আত্মা তৎ ত্বং অসি শ্বেতকেতো ইতি'। 'ভূয়ঃ এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু ইতি'। 'তথা সৌম্য ইতি হ উবাচ'। ৩। ১০।

আত্মজ্ঞানাধিকারী যে জীব সৎ পদার্থে প্রবেশ লাভ করিয়া আর সংসারে প্রত্যাগত হয় না, সেই এই অণিমা—সদাখ্য জগতের মূল, ইনিই জগতের আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তিনিই তুমি। ইহা শুনিয়া সন্দিগ্ধাত্মা শ্বেতকেতু বলিলেন যে, মহাশয় ইহা পুনরায় দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাকে বলুন। আরুণি বলিলেন, তথাস্ত, হে সৌম্য। ৩। ১০

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অস্য সৌম্য মহতো বৃক্ষস্য যো মূলেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্যো মধ্যেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেদ্যোঽগ্রেঽভ্যাহন্যাজ্জীবন্ স্রবেৎ স এষ জীবেনাত্মনানুপ্রভূতঃ পেপীয়মানো মোদমানস্তিষ্ঠতি। ১।

হে 'সৌম্য' 'মহতঃ' অনেকশাখাদিযুক্তস্য 'অস্য বৃক্ষস্য' 'মূলে' 'যঃ' যদি কশ্চিৎ 'অভ্যাহন্যাৎ' পরশ্বাদিনা সকৃদ্ঘাতমাত্রেণ ন শুষ্যতি 'জীবন্' জীবন্নেব ভবতি তদা তস্য রসঃ 'স্রবেৎ' 'যঃ মধ্যে হন্যাৎ' 'জীবন্ স্রবেৎ' তথা 'অগ্রে অভ্যাহন্যাৎ জীবন্ স্রবেৎ' 'সঃ এষঃ' বৃক্ষঃ ইদানীং 'জীবেন আত্মনা' 'অনুপ্রভূতঃ' অনুব্যাপ্তঃ 'পেপীয়মানঃ' অত্যর্থং পিবন্নুদকংভৌমাংশ্চ রসান্ মূলৈর্গৃহ্নন্ 'মোদমানঃ' হর্ষং প্রাপ্নুবন্ 'তিষ্ঠতি'। ১।

হে সৌম্য, এই বৃহৎ বৃক্ষের যদি কেহ মূলে আঘাত করে, তবে সে বৃক্ষ জীবিত থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে; যদি কেহ মধ্যে আঘাত করে, তবে সে জীবিত থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে; যদি কেহ অগ্রে আঘাত করে, তবে জীবিত থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে। সেইবৃক্ষ আপনার জীবাত্মা দ্বারা ব্যাপ্ত থাকিয়া মৃত্তিকা হইতে রসাকর্ষণ পূর্ব্বক মোদমান থাকিয়া অবস্থান করে। ১।

যস্য যদেকাং শাখাং জীবো জহাত্যথ সা শুষ্যতি দ্বিতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি তৃতীয়াং জহাত্যথ সা শুষ্যতি সর্ব্বং জহাতি সর্ব্বঃ শুষ্যত্যেবমেব খলু সৌম্য বিদ্ধীতি হোবাচ। ২।

'যস্য' তস্যাস্য 'যৎ' যদি 'একাং শাখাং' রোগগ্রস্তাং আহতাং বা 'জীবঃ' 'জহাতি' সংহরতি শাখায়াং বিপ্রসৃতমাত্মাংশং 'অথ সা শুষ্যতি' 'তৃতীয়াং জহাতি অথ সা শুষ্যতি' 'সর্ব্বং' বৃক্ষং 'জহাতি সর্ব্বঃ শুষ্যতি' 'এবং এব খলু সৌম্য বিদ্ধি ইতি'। ২।

যদি এই বৃক্ষের রোগগ্রস্ত বা আহত এক শাখাকে ইহার অভ্যন্তরস্থ জীব পরিত্যাগ করে তবে তাহা শুষ্ক হয়, দ্বিতীয়কে পরিত্যাগ করে তবে তাহা শুষ্ক হয়, তৃতীয়কে পরিত্যাগ করে, তবে তৃতীয় শুষ্ক হয়, সমুদায় বৃক্ষকে পরিত্যাগ করে, তবে সমুদায় বৃক্ষ শুষ্ক হয়। আরুণি বলিলেন যে, হে সৌম্য! এই রূপেই জান যে—। ২।

শ্রুতিতে এরূপ দৃষ্টান্ত আছে যে, জড়-শরীরস্থ প্রাণে জীব অন্তর্নিহিত আছে। সুতরাং স্থাবর সমুদায় চেতনাবান্।

জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়ত ইতি স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি

শ্বেতকেতো ইতি ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ।৩।১১

'জীবাপেতং' জীববিযুক্তং 'বাব কিল' 'ইদং' শরীরং 'ম্রিয়তে' 'ন জীবঃ ম্রিয়তে ইতি' 'সঃ যঃ এষঃ অণিমা এতৎ আত্ম্যং ইদং সর্ব্বং' 'তৎ সত্যং সঃ আত্মা তৎত্বং অসি' হে 'শ্বেতকেতো ইতি' 'ভূয়ঃ এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু ইতি' 'তথা সৌম্য ইতি হ উবাচ' ।৩।১১

জীব-বিযুক্ত এই শরীরেরই মৃত্যু হয়, জীবের মৃত্যু হয় না। সেই যে এই অণিমা—সদাখ্য জগতের মূল, ইনিই জগতের আত্মা। তিনিই সত্য—তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তিনিই তুমি। ইহা শুনিয়া সন্দিগ্ধাত্মা শ্বেতকেতু বলিলেন, মহাশয় পুনরায় দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাকে বলুন। আরুণি বলিলেন, তথাস্তু, হে সৌম্য ।৭।১১

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ন্যগ্রোধফলমত আহরেতীদং ভগব ইতি ভিন্ধীতি ভিন্নং ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীত্যণ্ব্য ইবেমা ধানা ভগব ইত্যাসামঙ্গৈকাং ভিন্ধীতি ভিন্না ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীতি ক্রিঞ্চন ন ভগব ইতি। ১।

যদ্যেতৎ প্রত্যক্ষীকর্ত্তুমিচ্ছসি 'অতঃ' অস্মাৎ ন্যগ্রোধাৎ 'ন্যগ্রোধফলং' একং 'আহর ইতি' ইত্যুক্তস্তথা চকার। সঃ 'ইদং ভগবঃ ইতি' উপাহৃতং ফলমিতি দর্শিতবন্তং প্রত্যাহ ফলং 'ভিন্ধি ইতি' 'ভিন্নং ভগবঃ ইতি' আহেতরঃ। তমাহ পিতা 'কিং অত্র পশ্যসি ইতি' ইত্যুক্ত আহ 'অণ্ব্যঃ ইব ইমাঃ ধানাঃ ভগবঃ ইতি' অণুতরাইবেমা ধানাবীজানি পশ্যামীতি। 'আসাং' ধানানাং 'একাং' ধানাং 'অঙ্গ' হে বৎস 'ভিন্ধি ইতি' উক্ত আহ 'ভিন্না ভগবঃ ইতি'। যদি ভিন্না ধানা তস্যাং ভিন্নায়াং 'অত্র কিং পশ্যসি ইতি' উক্ত আহ 'কিঞ্চন ন ভগব ইতি'। ১।

ঐ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ হইতে একটি ফল আনয়ন কর। 'এই আনিয়াছি মহাশয়'। ইহাকে ভগ্ন কর। 'এই ভগ্ন করিলাম, মহাশয়'। ইহাতে কি অবলোকন করিতেছ? 'মহাশয়, অণুসদৃশ বীজ সকল দেখিতেছি'। হে বৎস, ইহাদের একটাকে ভগ্ন কর। 'মহাশয়, ভগ্ন করিলাম'। ইহার মধ্যে কি দেখিতেছ? মহাশয়, ইহার মধ্যে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। ১।

তং হোবাচ যং বৈ সোম্যৈতমণিমানং ন নিভালয়স এতস্য বৈ সোম্যৈষোঽণিম্ন এবং মহান্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি। ২।

'তং' পুত্রং 'হ উবাচ' বটধানায়াং ভিন্নায়াং 'যং বৈ সৌম্য এতং অণিমানং' বটবীজাণিমানং 'ন নিভালয়সে' ন পশ্যসি। তথাপি 'এতস্য বৈ অণিম্নঃ' সূক্ষ্মস্যাদৃশ্যমানস্য হে 'সৌম্য' 'এবং' 'এষঃ মহান্যগ্রোধঃ তিষ্ঠতি'। ২।

আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিলেন—এই যে বটবীজের মধ্যস্থ সূক্ষ্ম অণুকে তুমি দেখিতে পাইতেছ না, হে সৌম্য! এই সূক্ষ্ম অণু হইতেই এই প্রকার মহা ন্যগ্রোধ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ২।

শ্রদ্ধৎস্ব সোম্যেতি স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয়এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সৌম্যেতি হোবাচ। ৩। ১২।

মহান্যগ্রোধো বীজস্যাণিম্নঃ সূক্ষ্মস্যাদৃশ্যমানস্য কার্য্যভূতঃ স্থূলশাখাস্কন্ধফলপলাশবাংস্তিষ্ঠত্যুৎপতন্নুত্তিষ্ঠতীতি অতঃ 'শ্রদ্ধৎস্ব সোম্য' সত এবাণিম্নঃ স্থূলং নাম রূপাদিমৎ কার্য্যং জগদুৎপন্নমিতি। 'সঃ যঃ এষঃ অণিমা এতৎ আত্ম্যং ইদং সর্ব্বং তৎ সত্যং সঃ আত্মা তৎ ত্বং অসি শ্বেতকেতো ইতি' 'ভূয়ঃ এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু ইতি' 'তথা সৌম্য ইতি হ উবাচ'। ৩। ১২।

হে সৌম্য! অদৃশ্য বীজের অণু হইতে যেমন মহান্যগ্রোধ বৃক্ষ, সেইরূপ সৎ হইতেই এই নামরূপপরিশিষ্ট জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে শ্রদ্ধার্পণ কর। সেই যে এই অণিমা—সদাখ্য জগতের মূল, ইনিই জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তিনিই তুমি। ইহা শুনিয়া সন্দিগ্ধাত্মা শ্বেতকেতু বলিলেন, মহাশয় পুনরায় দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাকে

বলুন। আরুণি বলিলেন, তথাস্তু, হে সৌম্য। ৩। ১২।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

লবণমেতদুদকেঽবধায়াথ মা প্রাতরুপসীদথা ইতি স হ তথা চকার তং হোবাচ যদ্দোষা লবণমুদকেঽবধা অঙ্গ তদাহরেতি তদ্ধাবমৃশ্য ন বিবেদ যথা বিলীনমেবাঙ্গ। ১।

বিদ্যমানমপি বস্তু নোপলভ্যতে প্রকারান্তরেণ তূপলভ্যত ইতি শৃণ্বত্র দৃষ্টান্তং। যদি চেমমর্থং প্রত্যক্ষী কর্ত্তুমিচ্ছসি পিণ্ডরূপং 'লবণং এতৎ' ঘটাদৌ 'উদকে-'অবধায়' প্রক্ষিপ্য 'অথ' 'মা' মাং 'প্রাতঃ' শ্বঃ 'উপসীদথা' উপগচ্ছেথা 'ইতি' 'সঃ হ' শ্বেতকেতুঃ 'তথা চকার' 'তং হ উবাচ' পরেদ্যুঃ প্রাতঃ 'যৎ লবণং' 'দোষা' রাত্রৌ 'উদকে' 'অবধা' নিক্ষিপ্তবানসি 'অঙ্গ' বৎস 'তৎ আহর ইতি' 'তৎ হ অবমৃশ্য' 'ন বিবেদ' ন বিজ্ঞাতবান্ 'যথা বিলীনং এব অঙ্গ' যথা তল্লবণং বিদ্যমানমপি সৎ অপ্সু লীনং সংশ্লিষ্টমভূৎ। ১।

একখণ্ড লবণ উদকে নিক্ষেপ করিয়া রাখ এবং প্রাতঃকালে আমার নিকটে আইস। শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন। আরুণি তাহাকে বলিলেন, রাত্রে যে লবণখণ্ড উদকে নিক্ষেপ করিয়াছিলে, হে বৎস! উদক হইতে সেই লবণখণ্ড আহরণ কর। শ্বেতকেতু জলে অনুসন্ধান করিয়া তাহা প্রাপ্ত হইলেন না। আরুণি বলিলেন, হে বৎস, যে হেতু ইহা জলে বিলীন হইয়া গিয়াছে এই জন্য ইহা পাইলেনা কিন্তু ইহা আছে। ১।

অস্যান্তাদাচামেতি কথমিতি লবণমিতি মধ্যাদাচামেতি কথমিতি লবণমিত্যন্তাদাচামেতি কথমিতি লবণমিত্যভিপ্রাশ্যৈনদথমোপসীদথা ইতি তদ্ধ তথা চকার তচ্ছশ্বৎ সংবর্ত্ততে তং হোবাচাত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সেঽত্রৈব কিলেতি। ২।

উপায়ান্তরেণেত্যেতৎ পুত্রং প্রত্যায়য়িতুমিচ্ছন্নাহাঙ্গ 'অস্য' উদকস্য 'অন্তাৎ' উপরি গৃহীত্বা 'আচাম ইতি' ইত্যুক্ত্বা পুত্রং তথাকৃতবন্তমুবাচ 'কথং ইতি' ইতর আহ 'লবণং ইতি' লবণং স্বাদুত ইতি। তথা 'মধ্যাৎ আচাম ইতি' 'কথং ইতি' 'লবণং ইতি' 'অন্তাৎ' অধোদেশাদগৃহীত্বা 'আচাম ইতি' 'কথং ইতি' 'লবণং ইতি'। 'অভিপ্রাশ্য' পরিত্যজ্য 'এনৎ' উদকমাচম্য 'অথ মা উপসীদথা ইতি' 'তৎ হ তথা চকার' লবণং পরিত্যজ্য পিতৃসমীপ আজগাম। 'তৎ' লবণং তস্মিন্নেবোদকে যন্ময়া রাত্রৌ ক্ষিপ্তং 'শশ্বৎ' নিত্যং 'সংবর্ত্ততে' বিদ্যমানমেব সৎ সম্যগ্বর্ত্তত ইত্যেবমুক্তবন্তং 'তং হ উবাচ' পিতা। 'অত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সে' সত্তেজোবন্নাদিশুঙ্গকারণং বটবীজাণিমবদ্বিদ্যমানমেবেন্দ্রিয়ৈর্নোপলভসে যথা 'অত্র এব কিল ইতি' অত্রোদকে দর্শনস্পর্শনাভ্যামনুপলভ্যমানং লবণং বিদ্যমানমেব জিহ্বয়োপলব্ধবানসি এবমেব, অত্রৈব কিল বিদ্যমানং সজ্জগন্মূলমুপায়ান্তরেণ লবণমিব তদুপলপ্স্যসে ইতি। ২

পিতা বলিলেন, এই জলের উপরিভাগ আস্বাদন কর,—কি প্রকার? পুত্র বলিলেন, 'লবণবৎ'। মধ্যভাগ আস্বাদন কর,—কি প্রকার? 'লবণবৎ'। তলভাগ আস্বাদন কর,—কি প্রকার? 'লবণবৎ'। পিতা বলিলেন, এই জল পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে আইস। পুত্র তাহাই করিলেন। তখন পিতা বলিলেন—হে সৌম্য, এই জলে লবণ বর্ত্তমান আছে। এই জলে লবণ যেমন বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তাহা তুমি দেখিতে পাইতেছ না। সেইরূপ জগৎকারণ সৎরূপও অন্নজলাদিময় শরীরে নিত্যকাল বর্ত্তমান আছেন। ২।

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি ভূয়এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ। ৩। ১৩।

'সঃ যঃ এষঃ অণিমা এতৎ আত্ম্যং 'ইদং সর্ব্বং তৎ সত্যং সঃ আত্মা তৎ ত্বং অসি শ্বেতকেতো ইতি' 'ভূয়ঃ এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু ইতি' 'তথা সোম্য ইতি হ উবাচ। ৩। ১৩

সেই যে এই অণিমা—সদাখ্য জগতের মূল, ইনিই জগতের আত্মা। তিনিই সত্য তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তিনিই

তুমি। ইহা শুনিয়া সন্দিগ্ধাত্মা শ্বেতকেতু বলিলেন, মহাশয় পুনরায় দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাকে বলুন। আরুণি বলিলেন, তথাস্তু, হে সৌম্য। ৩। ১৩।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

যথা সোম্য পুরুষং গন্ধারেভ্যোঽভিনদ্ধাক্ষমানীয় তং ততোঽতিজনে বিসৃজেৎ স যথা তত্র প্রাঙ্বা উদঙ্বাঽধরাঙ্বা প্রধ্মায়ীতাভিনদ্ধাক্ষ আনীতোঽভিনদ্ধাক্ষো বিসৃষ্টঃ ।১।

'যথা' লোকে 'সোম্য' 'পুরুষং' যং কঞ্চিৎ 'গন্ধারেভ্যঃ' জনপদেভ্যঃ 'অভিনদ্ধাক্ষং' বদ্ধচক্ষুষং 'আনীয়' দ্রব্যহর্ত্তা তস্করঃ 'তং অভিনদ্ধাক্ষমেব বদ্ধহস্তমরণ্যে 'ততঃ' অপি 'অতিজনে' অতিগতজনেঽত্যন্ত বিগতজনে দেশে 'বিসৃজেৎ' 'সঃ' 'তত্র' দিগ্‌ভ্রমোপেতো 'যথা' 'প্রাঙ্বা' প্রাগঞ্চনঃ প্রাঙ্মুখোবেত্যর্থঃ। তথা 'উদঙ্বা' 'অধরাঙ্বা' 'প্রত্যঙ্বা' 'প্রধ্মায়ীত' শব্দং কুর্য্যাদ্বিক্রোশেৎ অভিনদ্ধাক্ষঃ 'আনীতঃ' 'অভিনদ্ধাক্ষঃ বিসৃষ্টঃ'। ১।

হে সৌম্য! দ্রব্যহর্ত্তা তস্কর গন্ধার জনপদ হইতে কোন পুরুষকে চক্ষু বন্ধন করিয়া আনিয়া তাহাকে অরণ্যে অতি নির্জ্জন স্থানে বিসর্জ্জন করিলে সে যেমন সেখানে পশ্চিমমুখ বা উত্তরমুখ বা নিম্নমুখ হইয়া উচ্চ শব্দে বলে, বদ্ধ চক্ষু হইয়া আমি বিসৃষ্ট হইয়াছি। ১।

তস্য যথাভিনহনং প্রমুচ্য প্রব্রূয়াদেতাং দিশং গন্ধারা এতাং দিশং ব্রজেতি স গ্রামাদ্‌গ্রামং পৃচ্ছন্ পণ্ডিতো মেধাবী গন্ধারানেবোপসম্পদ্যেতৈবমেবেহাচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্য ইতি। ২।

এবং বিক্রোশতঃ 'তস্য' 'যথা' 'অভিনহনং' বন্ধনং 'প্রমুচ্য' মুক্ত্বা কারুণিকঃ কশ্চিৎ 'প্রব্রূয়াৎ' 'এতাং দিশং' উত্তরতঃ 'গন্ধারা' 'এতাং দিশং ব্রজ ইতি' প্রব্রূয়াৎ 'সঃ' এবং কারুণিকেন বন্ধনান্মোক্ষিতঃ 'গ্রামাৎ গ্রামং' গ্রামান্তরং 'পৃচ্ছন্' 'পণ্ডিতঃ' উপদেশবান্ 'মেধাবী' পরোপদিষ্টগ্রামপ্রবেশমার্গাবধারণসমর্থঃ সন্ 'গন্ধারান্ এব উপসম্পদ্যেত' নেতরো মূঢ়মতির্দেশান্তরদর্শনতৃড়্বা। যথাঽয়ং দৃষ্টান্তঃ 'এবং এব ইহ' 'আচার্য্যবান্ পুরুষঃ বেদ' এবমেব সতোজগদাত্মনঃ স্বরূপাত্তেজোবন্নাদিময়ং দেহারণ্যং বাতপিত্তকফাদিমচ্ছীতোষ্ণাদ্যনেকদ্বন্দ্বদুঃখবচ্চেদং মোহপটাভিনদ্ধাক্ষোঽনেকশতসহস্রানর্থজালবানিব ক্রোশন্ কথঞ্চিদিব পুণ্যাতিশয়াৎ পরমকারুণিকং কঞ্চিৎ সদ্ব্রহ্মাত্মবিদং বিমুক্তবন্ধনং ব্রহ্মিষ্ঠং যদাঽঽসাদয়াত তেন চ ব্রহ্মবিদা কারুণ্যাদ্দর্শিতসংসারবিষয়দোষদর্শনমার্গোবিরক্তঃ সংসারবিষয়েভ্যঃ নাসি ত্বং সংসার্য্যমুষ্য পুত্রত্বাদিধর্ম্মবান্ কিন্তর্হি সত্যৎ তত্ত্বমসীত্যবিদ্যামোহপটাভিনহনান্মোক্ষিতো গন্ধারপুরুষবচ্চ স্বং সদাত্মানমুপসম্পদ্য সুখী নির্বৃতঃ স্যাদিত্যেতমেবার্থমাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেতি 'তস্য' এবমাচার্য্যবতো মুক্তাবিদ্যাভিনহনস্য 'তাবৎ এব' তাবানেব কালঃ 'চিরং' ক্ষেপঃ সদাত্মস্বরূপসম্পত্তেরিতি বাক্যশেষঃ। কিয়ান্ কালশ্চিরমিত্যুচ্যতে 'যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে' ন বিমোক্ষ্যতে। 'অথ' তদৈব 'সৎসম্পৎস্যে ইতি' সৎ সম্পৎস্যতে। তদা জ্ঞানপ্রাপ্তিসমকালমেব জ্ঞানস্য সৎসম্পত্তিহেতুত্বান্মোক্ষঃ স্যাদিতি ।২।

যেমন কেহ যদি তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া বলে, এই দিকে গন্ধার, এই দিকে যাও, তাহাতে সে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গিয়া অবশেষে পণ্ডিত ও মেধাবী হইয়া গন্ধারে উপস্থিত হয়, সেই প্রকারে আচার্য্যবান্ পুরুষ সৎ স্বরূপকে জানিয়া তাঁহাতে উপস্থিত হয়। সেই পুরুষের ততটুকুই কালের অধীনতা, যতক্ষণ তাহার মুক্তি না হয়। তদনন্তর সে সৎ-সম্পত্তি লাভ করে। ২।

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতোইতি ভূয়এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়ত্বিতি তথা সৌম্যেতি হোবাচ। ৩। ১৪।

'সঃ যঃ এষঃ অণিমা এতৎ আত্ম্যং ইদং সর্ব্বং' 'তৎসত্যং সঃ আত্মা' 'তৎ ত্বং অসি শ্বেতকেতো ইতি' ভূয়ঃ এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু ইতি 'তথা সৌম্য ইতি হ উবাচ'। ৩। ১৪।

সেই যে এই অণিমা—সদাখ্য জগতের

মূল, ইনিই জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তিনিই তুমি। ইহা শুনিয়া সন্দিগ্ধাত্মা শ্বেতকেতু বলিলেন, মহাশয় পুনরায় দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাকে বলুন। আরুণি বলিলেন, তথাস্তু, হে সৌম্য। ৩। ১৪।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

উপদেশ।

ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে—

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।"

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন, অর্থাৎ মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিবারগণের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেক না, সেই সম্বন্ধ মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বর হইতে সংঘটিত হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য নহে। গৃহস্থ হইয়া সেই সম্বন্ধ রক্ষা করিবে। এবং ইহাও আছে—

"সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ। মনোনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে গুহা নিবতাশ্রয়ণে প্রয়োজয়েৎ।"

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, যে গুহাবাসী হইয়াও ঈশ্বরে আত্ম সমাধান করিবেক। এই দুই বাক্যের কি সামঞ্জস্য নাই। প্রথমতঃ দেখা যায় ঈশ্বর মনুষ্যকে যে প্রকার শরীর মন দিয়াছেন, তাহা কর্ম্মের উপযোগী, সেই কর্ম্ম অবশ্য পবিত্র কর্ম্ম ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য। শরীরের রচনা দেখিলে প্রতীতি হইবে যে ইহাকে কর্ম্মের উপযোগী করিয়াই ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। আর স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি যাহা ঈশ্বর আত্মায় দিয়াছেন, তাহা সংসারের বাহিরে থাকিলে কি প্রকারে চরিতার্থ হইতে পারে? বিশেষতঃ জ্ঞান উপার্জ্জন শিক্ষাসাপেক্ষ, সে জ্ঞান ব্যতীত সংসারের কোন কর্ম্ম বা ঈশ্বরের সাধনা, কোনপ্রকারেই হইতে পারে না। সংসারই কর্ম্মক্ষেত্র, এখানে কত কর্ম্ম আছে, তাহা গণিয়া কে শেষ করিতে পারে? কর্ম্ম দ্বারাই আত্মা বিশুদ্ধ হয় এবং প্রফুল্ল থাকে। যে কর্ম্মহীন সে সদা নিরানন্দ থাকে, তার শরীর যায়, মন যায়, সব যায়। তার মত অসুখী আর কে আছে? মনুষ্য নানা কারণে এখানে বিষণ্ণ থাকে, কিন্তু যখনই সে কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তখনি সে আপনার অজ্ঞাতসারে আহ্লাদিত হইতে থাকে। এখানে পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য, পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য, বন্ধুবান্ধবের প্রতি কর্ত্তব্য, দুঃখীর প্রতি কর্ত্তব্য, আরও কত কর্ত্তব্য যাহা সম্পন্ন করিলে, নির্ম্মল আনন্দের আর শেষ থাকে না। ঈশ্বরের ইচ্ছাই এই যে, এই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া আমরা নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করি। প্রাণহীন কলেবর, আর আনন্দশূন্য—নির্ম্মল আনন্দশূন্য আত্মা দুই সমান। এ প্রকার আনন্দ সংসারক্ষেত্র ব্যতীত আর কোথায় লাভ হইতে পারে? পিতামাতা কষ্টে আমাদিগকে প্রতিপালন করিলেন, কত বিপদে রক্ষা করিলেন, বিদ্যাশিক্ষা দিলেন, আর আমরা যৌবনে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসী হইব? গিরিগুহাবাসী হইয়া কেবলমাত্র ধ্যানধারণায় নিযুক্ত হইব? সকল লোক যদি দারগ্রহণ না করিয়া অরণ্যবাসী হয়, তবে কিছু দিনের মধ্যেই এ পৃথিবী নির্লোক হইয়া যায়। প্রজাপতির এ প্রকার অভিপ্রায় কখনই হইতে পারে না। বিশুদ্ধ প্রীতি কি নিরর্থক হইতে পারে? বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেমে কি সুখ তাহা পবিত্র দম্পতীই জানেন। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের

পর, স্বামী গৃহে প্রত্যাগত হইলে কে তাঁহাকে প্রাণগত সেবা দ্বারা বিগতক্লম করিয়া সুখী করে? স্বামী শোকার্ত্ত বা পীড়িত হইলে কে তাঁহাকে সান্ত্বনা ও সুস্থ করে? এক পতিব্রতা ব্যতীত কাহার নিকটে আর এ আশা করা যাইতে পারে? পরস্পর হৃদয়-বিনিময় দ্বারা কত সুখ, তাহা পবিত্র দম্পতী ব্যতীত কে অনুভব করিতে পারে? এখানে মনুষ্যের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম স্থাপিত হইলে, পরে সেই প্রেম পরিপক্ক হইয়া, প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরে যাইয়া কৃতার্থ হয়। যিনি কখন পরের অশ্রুমোচন করিয়াছেন, পরের অন্ন-কষ্ট নিবারণ করিয়াছেন, পরের যে কোন দুঃখ নিবারণ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, যে জগতে এ আনন্দ অতি দুর্লভ। আমরা এখানে প্রথমে পিতামাতা ও গুরুজনদিগকে ভক্তি করিতে শিক্ষা করি, পরে সেই পিতার পিতা মাতার মাতা ও গুরুর গুরুকে ভক্তি প্রদান করিয়া অসীম আনন্দ ভোগ করি। রোগে যখন কাতর হই, তখন অন্যের সাহায্য ব্যতীত আমরা কি তিষ্ঠিতে পারি? এই সব কারণে, ঈশ্বরের ইচ্ছাই এই যে আমরা সংসারেই অবস্থান করি এবং এখানে থাকিয়াই ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা করি ও ব্রহ্মোপাসক হই। কিন্তু অবস্থাবিশেষে, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে গিরিগুহা বা নির্জ্জন প্রদেশ অবলম্ব-নীয় হইতে পারে। যখন একটি একটি করিয়া প্রিয় জন বিদায় লইতে থাকে, আমরা যাহাদিগকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়-তর ভাবিয়া প্রতিপালন করিয়া পরিশেষে তাহাদের কর্ত্তৃক নির্যাতিত ও প্রতারিত হই—যখন বিশ্বাসঘাতকতার বাণে হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হয়, যখন পৃথিবীর প্রেম মৃগতৃষ্ণি-কার ন্যায় বঞ্চনা করে, যখন সংসারকে ধূলিকণার ন্যায় অতি ক্ষুদ্র বোধ হয়, যখন এখানকার পঙ্কিল জলে আর তৃষ্ণা মিটে না, যখন স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে দারুণ পরাধীনতার যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, যখন বহু চেষ্টা করিয়াও ঈশ্বর লাভের পথের বিঘ্ন সকল অতিক্রম করিতে আমরা অশক্ত হই; তখন হৃদয় আপনা হইতেই গিরিগুহার দিকে ছুটিতে থাকে, তখন হৃদয়তন্ত্রীতে আপনা হইতেই বাজিতে থাকে,

"আহা কে দিবে আনিয়ে তাঁরে,
হারায়ে অনাথশরণে জীবনে
কি কাজ আমার।
ঐহিকের সুখ যত কাজ নাই
সে সুখে সে ধনে—
হারায়ে জীবনশরণে,
জীবনে কি কাজ আমার"।

তখন মনে হয় আর সংসারের বিলাসে মগ্ন রহিব না, বল্কল ধারণ করিয়া ফল মূল আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করিব, তৃণ-শয্যাতেই সুনিদ্রা যাইব, ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র পদার্থের বিনিময়ে অক্ষয় রত্ন ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিব। যে প্রেম হইতে কোন আঘাত পাওয়া যায় না তাহাতেই চির জীবন মগ্ন রহিব।

হা! সে কি পবিত্র স্থান, যেখানে মোহ কোলাহল নাই, শত্রুর কটাক্ষ নাই; প্রলোভনের অলঙ্ঘ্য ফাঁদ নাই; যেখানে বিহঙ্গগণ সুমধুর গান গাহিয়া হৃদয়ের ভগ-বৎ-প্রেমের-গানকে উদ্দীপন করে। যেখানে অবস্থিতি করিয়া আমরা অত্যন্ত শান্তির সহিত মৃত্যুকালে সেই অমৃত স্বরূপে চির নিমগ্ন হইতে পারি। এ প্রকার স্থানে অবস্থাবিশেষে আত্মা যে ছুটিবে তাহার আশ্চর্য্য কি? এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মে দুই প্রকার ব্যবস্থাই আছে। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ঈশ্বর বিশেষ আদেশ করিতে পারেন।

হে পরমেশ্বর! তোমারি এ সংসারে তুমিই আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছ, তুমিই ইহাকে শিক্ষাস্থান করিয়া দিয়াছ; এখানকার কঠিন বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে তুমি আমাদিগকে ধৈর্য্যরূপ বর্ম্ম দাও। এ সংগ্রামে যখন আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তখন তোমার অমোঘ সাহায্য যেন আমাদিগকে রক্ষা করে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমরা যেন হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারি, স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তির যথাযথ ব্যবহার করিয়া আমরা যেন প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারি। আর তুমি যদি বিশেষ আদেশ কর, তবে গিরিগুহা বা বিরল স্থানে অবস্থিতি করিয়া অন্তে যেন আনন্দের সহিত তোমাতে চির নিমগ্ন হইতে পারি। অশ্রুপূর্ণ নয়নে তোমার নিকটে এই প্রার্থনা। কোথা নাথ! আমাদের প্রতি একবার কৃপা নেত্রে চাও, এই প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অন্তর্যামী।

এতদিন শুধু ছিনু নিমগন
আপনার মাঝে, খুলেছে নয়ন
জেনেছি হে প্রভু জেনেছি এখন
হৃদয়ে এসেছ নামি,
ওগো অন্তরযামী।

এযে সংসার ক্ষণিকের বাসা,
ক্ষণিকের তরে শুধু যাওয়া আসা,
কেঁদে মরে শুধু ক্ষণিক দুরাশা
বাসনার অনুগামী,
ওগো অন্তরযামী।

শিখেছিনু যাহা গেছি তা ভুলিয়া,
গড়েছিনু যাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া
অঞ্জলি ভরি দিয়াছি ঢালিয়া
চরণ প্রান্তে নমি'
ওগো অন্তরযামী।

আজি এ আমার নবীন প্রভাতে
গাঁথিয়াছি মালা নূতন ফুলেতে,
ধৌত করেছি নয়ন জলেতে
হৃদয়ের থালা খানি,
ওগো অন্তরযামী।

নিব নিব দীপ উঠেছে উজলি'
আবার আজিকে নব গীতগুলি
গাহিতে কণ্ঠ উঠিছে আকুলি'
নূতন হরষ মানি'
ওগো অন্তরযামী।

নিত্য নূতন তোমার এ লীলা,
শিখায়েছ মোরে তুমি সেই খেলা
খেলে যাই, মোর বহে যায় বেলা
ক্ষণেক না রহে থামি
ওগো অন্তরযামী।

কভু হেরি তুমি রয়েছ হৃদয়ে,
কভু মরি কেঁদে ফেলিয়ে হারায়ে,
কি মহামন্ত্রে রেখেছ ভুলায়ে
আমি তাহা নাহি জানি,
ওগো অন্তরযামী।

না জানিতে তুমি নীরবে আসিলে,
আপন আবেগে তরীটি অকূলে
ভেসেছিল, তুমি তারে ফিরাইলে
লইলে তোমাতে টানি,
ওগো অন্তরযামী।

নীরব যে মোর এ হৃদয় বীণা,
শিথিল তন্ত্রি বাজালে বাজে না,
গুমরিয়া শুধু মরিছে বেদনা
বরিষ করুণা স্বামী
ওগো অন্তরযামী।

লয়েছ যখন দীনেরে চরণে
কোন ভয় নাই জীবন মরণে,
মাতিয়া কণ্ঠ তব জয় গানে
থাকুক দিবসযামী,
ওগো অন্তরযামী।

সার সত্যের আলোচনা।

মোট-বন্ধন।

সার সত্যের আলোচনার প্রথম উপক্রমে সত্য-জগৎ এবং ভাব-জগতের আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখানো হইয়াছে যে, একই জগৎ এক দিকে সৎস্বরূপের অধিষ্ঠানে সত্তাবান্, সুতরাং সত্য কিনা সৎসম্পর্কীয় * আর-এক দিকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকটে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত ভাব। সেই সঙ্গে এটাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, ভিন্ন ভিন্ন ভাব-জগতের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতা যেমন ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা, একমাত্র অদ্বিতীয় সত্য-জগতের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতা তেমনি একমাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মা।

দ্বিতীয় উপক্রমে—জীবাত্মা হইতেই যাত্রারম্ভ করা বিধেয় এবং জীবাত্মা হইতে যাত্রারম্ভ করিতে হইলে জীবাত্মা আপনার জ্ঞানে আপনি কিরূপ প্রতীয়মান হ'ন তাহাই সর্ব্বাগ্রে আলোচ্য, এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া দেখানো হইয়াছে যে, জীবাত্মার প্রধানতম তিনটি অবস্থা হ'চ্চে জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি; আর, জীবাত্মা আপনার নিকটে আপনি প্রকাশ পাইবার সময় সেই তিন বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে একই অভিন্ন কর্ত্তা ভোক্তা এবং জ্ঞাতা রূপে প্রকাশ পা'ন। সেই সঙ্গে এটাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, ভোগ, কর্ম্ম এবং জ্ঞান, এই তিনটি ব্যাপার জীবাত্মার তিনটি প্রধানতম ব্যবসায়।

তৃতীয় উপক্রমে ভোগ কর্ম্ম এবং জ্ঞান, এই তিনটি মৌলিক ব্যাপারের সহিত প্রাণ মন এবং বুদ্ধি, এই তিনটি অন্তঃকরণ-বৃত্তির খাপে-খাপে মিল রহিয়াছে দেখাইয়া—প্রাণ মন এবং বুদ্ধির † ভেদাভেদ-সম্বন্ধীয় সার-কথাগুলি বিস্তার-পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে; বলিতে আরম্ভ করিয়া তিনের মধ্যগত বৈশেষিক লক্ষণগুলির আলোচনা-কার্য্য প্রথম চোটে যতদূর সম্ভবে, তাহা এক-প্রকার করিয়া-চোকা হইয়াছে। দেখানো হইয়াছে যে,—

(১) প্রাণ ভোগ-প্রধান; মন ক্রিয়া-প্রধান, অথবা যাহা একই কথা—প্রবৃত্তি-প্রধান; বুদ্ধি জ্ঞান-প্রধান।

(২) প্রাণের গতি তরঙ্গের উত্থানপতনের ন্যায় স্বস্থানেই আবদ্ধ; অর্থাৎ প্রাণ-ক্রিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গ্রহণ-বর্জ্জনের ন্যায় প্রকৃতির বাঁধা নিয়মে নিরন্তর স্বস্থানে সমভাবে চলিতে থাকে। মনের গতি বিক্ষেপাত্মিকা; মনঃক্রিয়া ভাবের-অনুবন্ধিতা-মূলক * প্রতি যোগের পথানুবর্ত্তী। বুদ্ধির গতি সমাধিমুখী;—বুদ্ধিক্রিয়া অগ্রপশ্চাৎ-বিবেচনা-মূলক সংযোগের পথানুবর্ত্তী।

(৩) প্রাণের বিশেষ কার্য্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায় সুষুপ্তির অবস্থায়; মনের—স্বপ্নাবস্থায়; বুদ্ধির—জাগরিতা-বস্থায়। শেষোক্ত কথাটি আমাদের দেশে এমনি সুপ্রসিদ্ধ যে, জাগরিতাবস্থার নামই প্রবুদ্ধ অবস্থা।

(৪) প্রাণের বিচরণ-ক্ষেত্র অব্যক্ত সত্তা; মনের—প্রাতিভাসিক সত্তা; বুদ্ধির—বাস্তবিক সত্তা।

প্রাণ, মন এবং বুদ্ধির পৃথক্ পৃথক্ বৈশেষিক লক্ষণগুলি এক-তো এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখানো হইয়াছে; তা ছাড়া—স্থানে স্থানে তিনের মধ্যস্থিত একাত্মভাবের কতক কতক আভাস প্রদান

---

* দুগ্ধ, দধি, ঘৃত প্রভৃতি গোসম্পর্কীয় পদার্থসকল যে-হিসাবে গব্য-শব্দের বাচ্য—জগতের যাবতীয় পদার্থ সেই হিসাবে সত্য-শব্দের বাচ্য; "সত্য" কিনা সৎ-সম্পর্কীয়। "সৎ" কিনা অনাদি অনন্ত অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য বস্তু।

† অনতিপরে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে প্রাণ অন্তঃকরণেরই সামিল।

* ভাবের অনুবন্ধিতা = Association of ideas.